রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

প্রেমাঞ্জলি।

পৌরাণিক নাটক।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
প্রণীত।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট হইতে,
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

কলিকাতা।

নং ১০০ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কহিনুর প্রেসে,
শ্রীমহেন্দ্রলাল পাত্র দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯৬।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা ।	পংক্তি ।	অশুদ্ধ	শুদ্ধ ।
১২	১১	অবিবেচনা	বিবেচনা ।
৩৫	২৪	ঈশ্বর	ঈশ্বরী ।
১২৬	১২	বেদনা	দে[illegible]না ।

উৎসর্গ।

মহামহিম,

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু,

সমীপেষু—

বাল্যকাল হইতে আপনি আমায় স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। আর কোথায়ও আদর না পাইলে, আপনি যে ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। শান্তিপর্ব্বের একস্থানে নারদের দুর্দ্দশার কথা লেখা আছে। সেই মূল সূত্র ধরিয়া, মনের সাধে যথেচ্ছ লিখিয়া নারদকে বানর নাচাইয়াছি। কাজটা গর্হিত হইয়াছে, কিন্তু কি করি বাঙ্গালা নাটকে নাচ না থাকিলে নাটকত্ব হয় না। আমারও ত বাঙ্গালা নাটক।

আশীর্ব্বাদক,

শ্রীক্ষীরোদ—

নট্টোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নারদ।

পর্ব্বত। ... নারদের ভাগিনেয়।

জনার্দ্দন। ... সৃঞ্জয় রাজপালিত বালক।

স্ত্রী।

সুকুমারী। ... সৃঞ্জয় রাজার কন্যা।

রমা। ... সুকুমারীর মাতুল কন্যা।

ক্ষেমঙ্করী। ... রাজধাত্রী।

ললিতা। ... সৃঞ্জয় রাজপালিতা বালিকা

সখীগণ।

প্রেমাঞ্জলি

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অধিত্যকা পথ।

নারদ ও পর্ব্বত।

নারদ। (গীত)

এবার চিন্‌ব মাধব তোমায়ে।
তুমি কাছেই থাক, কাছেই রাখ,
তবু লুকাও ছল ক'রে।
তোমার বৃন্দাবনে রাধার হাসি,
চুরি করা ব্রজের বাঁশি,
কেমন ক'রে গোপীকুলের শ্রবণমূলে ঝঙ্কারে।
দেখ্‌ব মনে সাধ করেছি,
সেই আশাতে বুক বেঁধেছি,
দেখ্‌ব কেমন মানের টানে, নয়নকোণে জল ঝরে।

পর্ব্বত। আটপ্রহরই একটা ভাঙা বীণা নিয়ে ঘ্যান্-ঘ্যানানি কি ভাল লাগে মামা? যেমন তুমি, তেম্‌নি তোমার মাধব, আর তেম্‌নি তোমাদের চেনাচিনি। চব্বিশ ঘণ্টাই মুখোমুখি ব'সে ঠোঁট মুখ নেড়ে অস্থির কর্‌চ, তবু তোমাদের আজও পরিচয়ের

মীমাংসা হ'ল না। ঘ্যান্, ঘ্যান্, ঘ্যান্। ঠাকুর তোমায় চিন্‌তে পার্‌লেম না, ঠাকুর তোমার কৃপা হ'ল না, ঠাকুর তুমি কি কর্‌লে,—সেখানে দিবারাত্রি ঘ্যান্ ঘ্যান্; আবার পথে বেরিয়েছি, এখানেও কি পরিত্রাণ নেই? দেখ মামা তুমি এক কাজ কর, হয় তোমার এই বংশদণ্ডটীকে শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু কর, না হয়, তোমার গোপালের সাধের গোকুলের গোপীকুলের গোটাকতক শ্রবণমূল কেটে এনে তোমার এই হতভাগ্য ভাগ্‌নের কর্ণকুহরে জুড়ে দাও। তোমার ঐ গান-বাণের হুল্-ফোটা হ'তে নিষ্কৃতি পাই, আর ঝঙ্কারের ভাবটাও ভাল ক'রে বুঝে নিই। আচ্ছা মামা তোমার ঐ যে গোপীকুল—ওটা ব্যাপার খানা কি আমাকে বল্‌তে পার?

নারদ। পারি বই কি বাবা! তবে দিন কতক শালিতণ্ডুলটা পেটে না পড়্‌লে ওটা বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

পর্ব্বত। তোমার ঘ্যান্‌ঘ্যানানিতে আসল কথাটা ভুলে গেছি। আচ্ছা মামা, শালিতণ্ডুলের পায়েস খেতে এই যে মর্ত্তে নেমে এলে, তা সে বস্তুটা কি তোমার সুধার চেয়েও ভাল জিনিস?

নারদ। সে যে কি জিনিস তা তোমাকে না খাওয়ালে কি ক'রে বুঝিয়ে বলব বাবা! এই যে তুমি আত্মানন্দ অনুভব কর, তুমি কি কাউকে বুঝা'তে পার। আগে খাও; তার পর আপনিই বুঝ্‌বে।

পর্ব্বত। ভাল মামা আমাকে একবার তাই বুঝিয়ে দাও। দেখ মামা! আমার বহুকালের সাধ একবার মর্ত্ত্যে আসি। দেখ্‌তে বড়ই ইচ্ছা ছিল, যার জন্য বৃত্রাসুর বধ—যার জন্য রাক্ষসকুল নির্ম্মূল—যে বসুন্ধরার পীড়নে অস্থির হয়ে ভগবান একবিংশতি-

বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া ক'রেছিলেন,—কংস ধ্বংস ক'রে ছিলেন ;—জরাসন্ধ বধের কারণ হয়ে ছিলেন,—কুরুক্ষেত্রে সমরানল প্রজ্বলিত ক'রেছিলেন, এমন কি মীন-বরাহাদি নিকৃষ্ট জীবমূর্ত্তি ধ'রেছিলেন,— মনে মনে বড় সাধ ছিল মামা সেই বসুন্ধরাকে একবার দেখি। তা তোমার আশীর্ব্বাদে আর তোমার মাধবের কৃপায়, পায়েস খাওয়া উপলক্ষে আমার সে সাধ এত দিনের পর পূর্ণ হ'ল। কিন্তু মামা! আমার মনে বড় একটা ধোঁকা রইল।

নারদ। কি ধোঁকা বাবা?

পর্ব্বত। ধোঁকাটা কি জান, এই পুরাণে বলে তণ্ডুলটা "জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা" তাই যদি হ'ল, তবে দেবলোকে ধানটা জন্মায় না কেন?

নারদ। মাটী না হ'লে যে উনি গজান না বাবাজী! দেবলোকে মাটী কোথা?

পর্ব্বত। হুঁ!—এই যে কথাটা কয়েছ মামা, কথাটা বড় ঠিক। মাটী নেই ত ধান গজাবে কোথা?—তাই ত ভাবি ব্রহ্মা কি তেম্‌নি কাঁচা ছেলে, উপায় থাক্‌লে কি আর ধান গাছটা দেবলোকে রোপণ কর্‌তে ছাড়ত?—মামা! আর একটী কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো?

নারদ। কর, একটা কেন তোমার যখন যা মনের ধোঁকা উঠ্‌বে, আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বে।

পর্ব্বত। বলি, শালিতণ্ডুলের মতন আর কি অদ্ভুত জিনিস এখানে আছে।

নারদ। এখানকার সকলই অদ্ভুত, তোমাকে কত বল্‌ব?

পর্ব্বত। তোমার পায়ে পড়ি মামা একটার নাম কর।

নারদ। একটার নাম কর্‌ব ?—এই নারিকেল ফল। স্বর্গের দোরগোড়ায়, কিন্তু মানুষেই খায়। বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশল, উপরে কাঠের চোক্‌লা, ভিতরে জল। আর একটা আশ্চর্য্যের কথা বলি, সূর্য্যের তাতে ভাজা ভাজা কিন্তু গুণ তার ঠাণ্ডা।

পর্ব্বত। বল কি মামা ? আমি নারিকেল খাব।

নারদ। খেয়োগো খেয়ো, কত খাবে খেয়ো।

পর্ব্বত। আর একটার নাম কর।

নারদ। আর একটার নাম কর্‌ব—এই নারী। দেখ্‌তে এতটুকু কিন্তু বিশ্বম্ভর ভারী।

পর্ব্বত। বা! বা! এমন ধারা? নারী এমন মজার জিনিস!—মামা, আমি নারী খাব।

নারদ। তার চেয়ে আমার মাথাটা খাওনা বাবাজী! না বাবা! তোমার শালিতণ্ডুল খেয়ে কাজ নেই, চল তোমায় নিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করি।

পর্ব্বত। কেন মামা! কি হ'ল মামা ?

নারদ। নারী খাবি কি রে পাগল ?

পর্ব্বত। ভয় কি মামা ? এক দিনে না পারি পাঁচ দিনে খাব। একবারে না পারি একটু একটু করে খাব। টাট্‌কা না পারি বাসি করে খাব। শুধু শুধু না পারি নুন দিয়ে খাব।

নারদ। আরে হতভাগা সে তোরে না খেয়ে ফেলে এই আমার ভাবনা। নারী খাবি কি ? নারিকেল যত পার খেয়ো, নারীর কাছে ঘেঁসোনা।

পর্ব্বত। তবে কি নারী ফল নয় মামা ?

নারদ। ফল নয় কেমন করে বল্‌বো বাবা! মর্ত্তা-ভোগের প্রধান ফল হচ্চে নারী। তবে এমন ফল পাছে প'চে যায়, এই জন্য ভগবান তার ভিতরে একটু প্রাণ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু হ'লে কি হবে বাবা! নারী-ফল খাওয়াও দায়, আর না খেতে পারাও দায়! খেলে ত গায়ের জ্বালায় হাত পা আছ্‌ড়াতে লাগ্‌লে। আর না পারলে ত সে তোমায় উল্‌টে গিলে ফেল্লে।

পর্ব্বত। না, মামা তুমি রহস্য কর্‌চ।

নারদ। এখন ঐ রকম রহস্য ব'লেই বোধ হবে রে বাবা! ওসব কথা ছাড়ান্ দাও। শালিতণ্ডুলের কি কি ক'রে খাবে বল দেখি? পায়েস খাবে না পিটে খাবে?

পর্ব্বত। ও—সব মামা! শালিতণ্ডুলের যত রকম প্রক্রিয়া আছে—সহর্নের্ষঃ থেকে ওঁ তৎসৎ পর্য্যন্ত। আচ্ছা বল দেখি শালিতণ্ডুলটা দেখ্‌তে কেমন?

নারদ। এই আমার হাতের কমণ্ডলুর মতন।

পর্ব্বত। ও বাবা! তবে বিশপঁচিশটে একবারে উদরস্থ হবে কি করে?

নারদ। সে যখন হবে তখন কি আর মামাকে চিন্‌তে পারবে!

পর্ব্বত। তবে একটু পা চালিয়ে চল মামা! শালিতণ্ডুল দেখ্‌বার জন্যে আমার প্রাণ বড় কাতর হয়ে পড়েছে। সৃঞ্জয় রাজার বাড়ী তোমার চন্দ্রসূর্য্য নাকি মামা? যতই এগিয়ে যাচ্চি ততই যে পেছিয়ে যাচ্চে! মর্ত্ত্য-লোকের সব ভাল, এই পথ চলাটাই বড় কষ্টকর।

নারদ। স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভেদ এই পথ চলাতেই বুঝে যাও। মাটীর পথে গুটিকার শক্তি খাটে না। এ যে মেঘের উপর দাঁড়িয়ে চক্ষু মুদিত ক'রে বল্লেম, বৎসে গুটিকে, "শতযোজন মতিক্রম্য কুবেরলোকমানয়"। অম্‌নি চোখ চেয়ে দেখি, না একবারে কুবেরের দরদালানে উপস্থিত। এই ব্রহ্মলোক, ক্ষণ-পরেই বিষ্ণুলোক, প্রাতঃকালে কৈলাস, মধ্যাহ্নে বলিরাজার বৈঠকখানা—যখন যেখানে মন যায় কথায় কথায় চলে যাচ্চি। আহার কল্লেম ইন্দ্রের দেবালয়ে, হরিতকি খেলেম যমের বাড়ী,—বাবাজী এখানে সেটী হবার যো নেই। বাছা গুটিকা মর্ত্ত্যেও এলে আমাদের চেয়েও গুটিগুটি চলেন। পা ভেরে এলে যে একটী উঁইঢপি পার ক'রে দেবেন সে শক্তিটিও বাছার আমার থাকে না।

পর্ব্বত। যেমন করে হ'ক চল মামা! না হয় একটু এস এই শিলাতলে উপবেশন করি।

নারদ। কষ্ট হচ্চে তা হলে একটু বস।

পর্ব্বত। (উপবেশন করিয়া) আহা মামা! পার্ব্বত্য প্রদে-শের কি অপূর্ব্ব মহিমা! এই জন্যই বুঝি মা ভবানী বেছে বেছে গিরিরাজের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন! আহা দেখ মামা! তুষার প্রতিফলিত সূর্য্য-কিরণের সঙ্গে শ্যামল শোভার কি- মাখামাখি!

নারদ। বাবা মর্ত্ত্যের প্রলোভন ভয়ানক প্রলোভন। তাই বলি একান্তই যখন যাচ্চ তখন যাবার আগে একটী কথা ব'লে রাখি। চিরকাল যোগাভ্যাস করে কাল কাটিয়েচ, জন্মাবধি দেবলোকে অবস্থান করচ! দে'খ যেন মর্ত্ত্যে এসে [illegible]লিতগুলের পায়স খেতে আপনাকে খেয়ে ব'স না।

পর্ব্বত। সে কি রকম মামা ?

নারদ। ক্ষুধাটুকুকে মানে মানে যাতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পার সেই কথা বল্‌ছিলেম।

পর্ব্বত। কেন, ক্ষুধা মরে যায় না কি ?

নারদ। বাবাজীর ক্ষুধানলে বুদ্ধিটীও যে আহুতি পড়েছে তা জান্‌লেম না।

পর্ব্বত। দেখ মামা! সময় নেই অসময় নেই তুমি টিটকারী দাও। ক্ষুধার সময় পরিহাস রসিকতা ভাল লাগেনা।

নারদ। এই আরম্ভ হ'ল। দেখ বাবাজী! পায়েস খেতে চাওত খিট্‌খিটে স্বভাবটা পরিত্যাগ কর।

পর্ব্বত। না আমি চল্লেম। তোমার সঙ্গে যে পথ চলে সে অর্ব্বাচীন।

নারদ। অরে পাগল তুচ্ছ কথায় এত ক্রোধ কেন ? বেশ আসছিলে—দেখে মনে করলেম, বাবাজী বুঝি মাটীতে পা দিয়ে মানুষ হ'ল।—অতি তুচ্ছ কথা। শুন্‌চ এটা মর্ত্ত্যলোক, এখানে মরার কথা আর কি জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয় ? এখানকার জীব জন্তু মরে, তাত বাবাজীর জানাই আছে। তা ছাড়া ক্ষুধা মরে, রাগ মরে, যোগ মরে। অমর এলেও মরণের হাত থেকে নিস্তার পান না।

পর্ব্বত। তোমার এক কথা। অমর আবার কখন ম'রে থাকে। কোন্ দেবতা মরেছিল ?

নারদ। সে কি এক জন,—কত জনের নাম কর্‌ব ? ইন্দ্র মরেছেন, চন্দ্র মরেছেন; বরুণ কুবেরাদিও এক একবার পটল তুলেছেন। হুতাশনের কথাত ছেড়েই দাও। তাঁর চড়াই পাখীর

প্রাণ মর্ত্ত্যের একটু জল ছুঁলেই মরেন। স্বয়ং ভগবানই কাৎ হয়ে মর্ত্ত্যের মানটা রেখে গেছেন।

পর্ব্বত। বল কি মামা! এঁরা মরেছিলেন! কে কোথায় মরেছিলেন?

নারদ। ইন্দ্র অহল্যার উঠানে, চন্দ্র তারার ফুলবাগানে আর ভগবান এক কুঁজীর চোর কুঠুরীতে।

পর্ব্বত। বুঝ্‌তে পেরেছি মামা! এতক্ষণ তোমার কথার ভাব বুঝ্‌তে পেরেছি। আর তোমার নারীফলের মর্ম্মও বুঝেছি। এ সব গল্পত অনেক দিনই শুনেছি। শুনে, আমার একবার সেই ঘাতক সম্প্রদায়কে দেখ্‌বার ইচ্ছা হয়েছিল। সেই ঘাতক সম্প্রদায় এইখানেই থাকেন নাকি? মামা আমি তাঁদের দেখতে পাই না?

নারদ। দেখ্‌তে পাবে না কেন; কিন্তু তোমাকে দেখাতে সাহস হয় না।

পর্ব্বত। না মামা! তোমার পায়ে পড়ি মামা! আমার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়েছে।

নারদ। মাটীতে পা পড়্‌লেই ঐ ইচ্ছা রোগটা আগে ধরে, তারপর শালিতণ্ডুল দুটো পেটে পড়লেই রোগটা মাথায় চড়ে, তার পর মলয়পর্ব্বতের একটু হাওয়া গায়ে লাগ্‌লেই-নাড়ী ছাড়ে।

পর্ব্বত। দেখ মামা! মামা আছ, মামার মতন থাক, বেশী বাড়াবাড়ি ক'র না। জানত ভগবান আমার পর্ব্বত অভিধান কেন দিয়েছেন? অনেক দুঃখে দিয়েছেন। অনেক রম্ভা তিলোত্তমা তোমার এই হতভাগ্য ভাগিনেয়কে আক্রমণ করেছিল; কিন্তু ফলত তার জ্ঞান?

নারদ। বাবা! কথায় কথায় উগ্রমূর্ত্তি কেন? ভাল আগে যাওয়াই যাক্। শালিতণ্ডুলও খেতে পাবে, তাদেরও দেখতে পাবে। একি তোমার স্বর্গরাজ্য—দিবারাত্র চাঁদের কিরণ খেয়ে খেয়ে শরীরটেকে তক্তা করে ফেলেছ! রম্ভা কেন, স্বয়ং বিশ্বম্ভর সুরসুন্দরীর ঝাঁক সমেত ঘাড়ে চাপলেও সাড় হবে না। শালিতণ্ডুল তোমার চাঁদের কিরণ নয়, আর মর্ত্ত্যের সুন্দরীও তোমার রম্ভা তিলোত্তমা নয়। সাগরপ্রমাণ কিরণ পেটে পূরলেও যার একটু উদ্গার উঠে না, তার সঙ্গে শালি-তণ্ডুলের তুলনা। যার এক একটা বিচি গলা জানান না দিয়ে উদরে প্রবেশ করে না, যার উদর প্রবেশের সঙ্গেই উদ্গার, তার সঙ্গে চাঁদের কিরণের তুলনা।—আর মর্ত্ত্যের সুন্দরীর সঙ্গে সুর সুন্দরীর তুলনা। "রম্ভে আগচ্ছ" যেমনি বলা, অমনি বাছা চক্ষের পলক না ফেলতে ফেলতে নিঃশব্দপক্ষসঞ্চারে সুমুখে এসে পড়লেন। কোথায় ছিলেন, কখন এলেন, কেমন ক'রে এলেন, ভাববারও সাবকাশ দেন না। এলেন কি না এলেন, বোঝাই যায় না; বোধ হয় যেন বাছা চোখের পলকেই বিরাজ করছিলেন, পলক নড়তেই ঝরে পড়লেন। এ যেমন বল্লেম 'পাঁচী আগচ্ছ'—ছিলেন পাঁচী পাঁচ হাত দূরে, পেছ কাটিয়ে পালিয়ে গেলেন পঁচিশ হাত। তাই কি বাছাদের যেমন তেমন চলন? বাছাদের এক একবার পাদবিক্ষেপে সাগর সাত সাত বার উথলে ওঠে, পৃথিবী সপ্তদশ বার পাতালগামিনী হন। বাছাদের এক এক নয়ন ঘূর্ণনে সহস্র নাগপাশের সৃষ্টি হয়।

পর্ব্বত। তবে তুমি কোন্ সাহসে এখানে এলে?

নারদ। আমি আর তুমি—দুই কি এক বস্তু রে বাবা? আমি

হচ্চি পলিতকেশ বৃদ্ধ, আর তুমি হচ্চ সংসারস্বাদানভিজ্ঞ বালক। আমি সহস্রবার এখানে এসেছি, আর তোমার এই প্রথম পদার্পণ। আমি কুরূপ, তুমি রূপবান।

পর্ব্বত। তবে যে ভগবান বল্লেন, প্রেমের কাছে বালক বৃদ্ধ নেই, সুরূপ কুরূপ নেই, একবার সহস্রবার নেই। যতক্ষণ না উপযুক্ত তাপ পায়, ঝুরো বালি ঝুরোই থাকে; উপযুক্ত তাপ পেলে বালিও জমাট বেঁধে যায়।

নারদ। কাল সন্ধ্যাকালে ভগবানের সঙ্গে সেই তর্কইত হচ্ছিল। তাইত ভগবানের বৃন্দাবন লীলা লয়ে আমি রহস্য করছিলেম। সেই তিন জায়গায় ভাঙা কাল কুচকুচে মূর্ত্তি দেখে সুবর্ণ-প্রতিমা গোপাঙ্গনাগণ কেমন ক'রে ভুলেছিল, সেই তর্কইত হচ্চিল। অমন মূর্ত্তিতে অমন ভোলা কেমন খাপছাড়া ঠেকে না?

পর্ব্বত। আমি তোমার বৃন্দাবন গোপাঙ্গনার ধার ধারি না, আর তোমাদের প্রেমেরও ধার ধারি না। কাজেই ওসব কথা আমার ভালই লাগে না। আমি যা বলি তা শোন। আমরা যখন চলেছি, তখন চলেইছি; ক্ষণপরেই সৃঞ্জয় রাজার বাড়ী পৌঁছিব। কিন্তু তার বাড়া যাবার আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর। প্রতিজ্ঞা কর যে কয়দিন মর্ত্ত্যলোকে থাকব, সেই কয়দিন এখানকার ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য দর্শনে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প'ড়ে, তোমার আমার মনে যে ভাবের উদয় হবে, অকপটে পরস্পরের কাছে প্রকাশ করব। আমি যদি তোমাকে লুকুই, তুমি শাপ দেবে, আর তুমি যদি আমাকে লুকাও, তবে আমি শাপ দেব। আর এখানে গুরু লঘু ভেদ থাকবে না।

নারদ। এত বাঁধাবাঁধি কেন বাবাজী? মামাকে কি অবিশ্বাস হচ্চে?

পর্ব্বত। অবিশ্বাস বিশ্বাস বুঝি না প্রতিজ্ঞা কর।

নারদ। বাবাজী! ক্রোধটাকে ক্ষান্ত কর। সংসারের নিয়মই হচ্চে এই যে, গুরু লঘুকে সময় অসময়ে দুএকটা উপদেশ দেয়। তাতে রাগ করলে কি আর কাজ চলে?

পর্ব্বত। রাগ নয়, আমি স্থির ভাবেই বলছি। তুমি প্রতিজ্ঞাই কর না কেন, এ ত আর এমন কিছু দোষের কথা নয়।

নারদ। আচ্ছা তাই তাই, প্রতিজ্ঞাই কল্লেম। এখন ওঠ।

পর্ব্বত। ওঠ। (স্বগতঃ) খুব সাবধানেই চলব, নারী যে দেশে থাক্‌বে, সে দিক মাড়াবনা—নারীর মুখ দেখব না—দেখলে পালিয়ে আসব। যদিও খুব সাহস আছে, কিন্তু কি জানি কি দেখলে কি হয়! আর বুড়োকেও বিশেষ করে চিনে নেব।

নারদ। কি বাবাজী! মনের কথা কি?

পর্ব্বত। এখনি মামা! এখনি মামা! এখন জিজ্ঞাসাটা না কর্‌লেই ভাল হয় মামা। তবে যখন জিজ্ঞাসা কর্‌লে তখন কাজেই বল্‌তে হ'ল—বল্‌ছিলেম কি আমি একটু নারী থেকে দূরে থাক্‌বো, আর তোমাকেও চিনে নে'ব।

নারদ। আমাকে চেন তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু বাবা! তোমার ভয় জন্মেছে ত?

পর্ব্বত। ভয় কি? ভাল পালাব না খুব মিশব, আমোদ করব, কথা কব। তা হলে ত আর তোমার আপত্তি থাক্‌বে না? স্বঞ্জয় রাজার বাড়ী এখন কতদূর?

নারদ। আর বেশী দূর নেই। এই বাঁক্‌টা পার হ'লেই রাজার বাড়ী দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।

পর্ব্বত। (কিয়দ্দূর ঊর্দ্ধে উঠিয়া) ও মামা?

নারদ। কি হ'ল কি হ'ল বাবাজী?

পর্ব্বত। পথ কই? এ যে পাতালের বলিরাজার বাড়ী দেখা যাচ্চে।

নারদ। সে কি কথা—পথ নেই কি? অতি উত্তম পথ আছে। কিছু না হ'ক, দশবার আমি এই পথে যাতায়াত করেছি।

পর্ব্বত। তবে তুমি এই পথে খানিকটে এগিয়ে যাও, আমি দেখি। তার পর তোমার অবস্থা দেখে যাওয়া না যাওয়া অবিবেচনা কর্‌ব অখন।

নারদ। (অগ্রসর হইয়া) সত্যিই ত, একি—এখানটা এমন ধারা হ'ল কেন? তবে নেমে এই বাঁ দিকের পথটা দেখ দেখি। (পর্ব্বতের অবরোহণ)।

পর্ব্বত। (অগ্রসর হইয়া) বেশ পথ মামা! বেশ পথ, নেমে এস। (কয়েক পদ গমনান্তে) ও মামা! ও মামা! (পলাইয়া নারদের পশ্চাতে গমন)।

নারদ। কি হ'ল কি হ'ল—কি দেখ্‌লে?

পর্ব্বত। আস্‌চে মামা?

নারদ। কে আস্‌চে? কে আস্‌চে?

পর্ব্বত। কে আস্‌ছে তাকি বুঝ্‌তে পেরেছি ছাই?

নারদ। রাক্ষস না দৈত্যদানব না কবন্ধ?

পর্ব্বত। না তা নয়।

নারদ। তবে কি মানব?

পর্ব্বত। তা কেমন ক'রে বুঝ্‌ব ?

নারদ। দেখ্‌তে কেমন ?

পর্ব্বত। কেমন এক রকম !

নারদ। তোমার আমার মতন ?

পর্ব্বত। কতকটা।

নারদ। রম্ভা-তিলোত্তমার মতন ?

পর্ব্বত। হুঁ মামা ! সেই রকম, সেই রকম ! কিন্তু এ যেন আর এক রকম কেমন ধারা কেমন কেমন।

নারদ। দূর মূর্খ।

পর্ব্বত। ওই গো মামা ! মামা গো ওই।

নারদ। আহা ! কি কমনীয় কান্তি ! এ যে সতীমূর্ত্তি !

(সুকুমারী ও রমার প্রবেশ।)

(গীত।)

১। সাধে সাধ মিশে পরশে পরশে উধাও হয়ে কোথায় যায়।
২। ধরি ধরি ধরি ধরিতে না পারি মিলায় বুঝি গগন গায়।
১। সমীর সনে করি অলি আকুল,
কেমনে সজনি তুলিনু ফুল,
কুসুম রহিল, সুবাস উড়িল, প্রাণ গেল শুধু রহিল কায়।
২। সযতনে বাঁধা সাধের প্রাণ
গগনবিচারী পাখীর গান—
জলদে ভেসে ক্ষণিক হেসে আপনা হারায় চপলা প্রায়।

পর্ব্বত। মামা ! আমার কাণে কি ঢুকল ?

নারদ। চুপ্‌, চুপ্‌।

পর্ব্বত। আর চুপ্‌ মামা ! উঠোন, বাগান, চোর কুঠুরিতে পৌঁছিতে বুঝি আর দেরী সয় না—বুঝি এই খানেই আমাকে থেকে যেতে হয়।

রমা। ঠাকুর করেন কি, করেন কি—আত্মহত্যা করেন কেন?

পর্ব্বত। ও বাবা! আমার মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল যে!

সুকু। অমন ভীষণ স্থানে আরোহণ করেছেন কেন প্রভু?

রমা। উনি ছেলে মানুষ—ওঁর বৈরাগ্য জন্মাতে পারে, আপনার বৈরাগ্য হ'ল কিসে? তাই এত প্রাতঃকালে লোকের অগোচরে পাহাড় থেকে ঝাঁপ খাচ্চেন!

নারদ। ওগো আমরা পথ হারিয়েছি।

রমা। ওঁর নয় এখন দৃষ্টি শক্তি কম হয়েছে, আপনিও কি ওঁর সঙ্গে পথ হারালেন!

পর্ব্বত। আমি পথ হারাইনি, পথ আমাকে হারিয়েছে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। ও মামা! আর কিছু দেখ্‌তে পাইনা যে!

সুকু। নেমে আসুন আমরা পথ দেখিয়ে দিচ্চি। কোথায় যাবার মানস করেছেন? (পর্ব্বত ও নারদের অবরোহণ) (সুকুমারী ও রমার প্রণাম)

নারদ। আহা কি নম্রতা! কি ধীরতা! কি লজ্জাশীলতা!

পর্ব্বত। মামা আমার ব্যাসদেব হয়ে পড়লে যে! যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বর্ণনার মহড়া মারুচ,—'ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ যুযুৎসবঃ'—মামা! আমি একটা কথা বলব?

নারদ। বল না। যা বলবার বল না। এঁদের সঙ্গে কথা কইবে তাতে আর আপত্তি কি? দেখ সুন্দরি! এই যে এঁকে দেখছ—ইনি আমার ভাগিনেয়—নাম পর্ব্বত ঋষি। ইনি কখন মর্ত্ত্যলোক দেখেন নি, তাই এঁকে মর্ত্ত্যলোক দেখাতে নিয়ে এসেছি। ইনি শালিতণ্ডুলের পায়েস খাবার অভিলাষ করাতে

এ কে সৃঞ্জয় রাজার বাটীতে লয়ে যাচ্চি। ইনি তোমাদের সঙ্গে দুটী একটী কথা কইতে ইচ্ছা করেন।

রমা। কি কথা বলবেম বলুন।—মুখেব দিকে অমন ক'রে চেয়ে রইলেন কেন?

নারদ। কি কথা বলবে বল না। অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

পর্ব্বত। বলব?—বলব? হাঁগা তোম্‌রা উড়তে পার?

রমা। পারি বই কি। উপযুক্ত বাহন পেলেই পারি।

নারদ। দুর মূর্খ!—ওগো তোমরা ক্রোধ ক'র না। আমার ভাগ্‌নে ভাল কথা কইতে জানে না।

রমা। কেন, ঠাকুর এই যে বেশ কথা কইলেন। ঠাকুরের কথার জবাব দিতে আমার মাথা ঘুরে গিছলো।

নারদ। ও সব কথা এখন থাক, বলি, তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

সুকু। আমি প্রভু! সৃঞ্জয়রাজদুহিতা। এটি আমার মাতুল কন্যা—আশৈশব সহচরী। আমার নাম সুকুমারী, এঁর নাম রমা।

পর্ব্বত। শালিতণ্ডুল রাঁধে কে?

নারদ। তুমি থাম, আমি জিজ্ঞাসা করচি। রাজার মেয়েই যদি, তবে তোমাদের গৈরিক বসন কেন?

পর্ব্বত। রাজার মেয়ের আবার কি রকম কাপড় মামা?

রমা। রাজার মেয়ে শালিতণ্ডুলের পায়েসের কাপড় পরে।

পর্ব্বত। ও মামা! আমার একমুখ জল হয়ে গেল যে।

সুকু। আমরা সন্ন্যাস-ব্রতচারিণী, আশ্রমবাসিনী।

নারদ। তবে তোমাদের আশ্রমেই যাই চল।

সুকু। আজ্ঞে ক্ষমা করুন প্রভু! পিতার নাম ক'রে এসেছেন—অগ্রে তাঁর গৃহ পবিত্র করুন। আমাদের ভাগ্যে থাকে, আবার আপনাদের চরণ দর্শন করব।

পর্ব্বত। সেই ভাল, তবে এস মামা।

নারদ। আঃ! থাম না। তা হ'লে কালকে—

পর্ব্বত। আর থামা কেন? তবে আমরা আসি গো!

নারদ। আরে থাম্ না।

পর্ব্বত। না মামা মাটী কর্‌লে!

নারদ। তবে আমরা আসি। তা হ'লে এই পথটা দিয়েই যাই?

সুকু। এই দিক দিয়েই যান। আয় রমা আমরাও যাই।

[রমা ও সুকুমারীর প্রস্থান।

নারদ। কথা জানিসনা কথা ক'স কেন?

পর্ব্বত। আমার মাথা ঘুরচে যে!

নারদ। মাথা আছে কি তা ঘুরবে। (নেপথ্যে।—আর বিলম্ব কর্‌বেন না। বিলম্ব কর্‌লে যেতে পারবেন না।)

পর্ব্বত। গেরুয়া পরেছ তাই বেঁচে গেলে, তা না হ'লে কেমন কাপড় পরতে দেখা যেত।

নারদ। কেন বস্ত্রহরণ কর্‌তে না কি?

পর্ব্বত। মামা! আমার জন্ম অবধি পেট খালি। এমন পায়েস খেতেম, ওরা পরবার জন্য কি রাখত দেখতুম।

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

—:o:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান পথ।

জনার্দ্দন।

জনার্দ্দন। নলতে যদি শিবঠাকুর হ'ত, তা হ'লে যত পারতুম তাকে নৈবিদ্যি উচ্ছুগ্গু করে দিতুম। তা হলে আমার পুণ্যিও হ'ত, অথচ জিনিসপত্র এক তিলও বাজে খরচ হ'ত না। আমারই ধন আবার আমারই কাছে ফিরে আস্ত। চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, আতা-সন্দেশ, ক্ষীরমোহন যা রাক্ষসী নলতেকে খেতে বল্ব, রাক্ষসী সব খাবে—একটুও রাখ্বে না। ক্রমে ক্রমে সে আমাকে না খাইয়ে মার্বে দেখ্তে পাচ্চি। আজকের কাঁঠালটা কারে দিই? শিব ঠাকুরকে আগে দিলে পোড়ারমুখী নেবে না। বল্বে তোর উচ্ছুগ্গু জিনিস আমি কেন নেব! উচ্ছুগ্গু কর্তে হয় আমি করব। ভাঙব, পোড়ারমুখীর তেজটা একবার ভাঙব,—আজ কাঁঠালটা তার মাথায় ভেঙে কুয়াটা আমি খাব? নলতে—বলি ও নলতে! নলতে এখানে আছিস্?

[ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ।

ক্ষেমঙ্করী। বলি ওরে জনা—জনা! ওরে হতভাগা জ—না?

জনা। কে—ন।

ক্ষেম। কোথায় তুই?

জনা। কি জানি, তুই খুঁজে দেখ না।

ক্ষেম। তবে তুই কোথা থেকে কথা কচ্চিস্‌রে ড্যাক্‌রা?

জনা। তোর পেছন থেকে, বুঝতে পাচ্চিস্‌ না!

ক্ষেম। কি—আমার সঙ্গে ঠাট্টা!

জনা। তবে নাকি তুই চোখের মাথা খেয়েছিস্‌,—তবে নাকি তুই দেখতে পাস না?

ক্ষেম। কেন দেখতে পাব না রে হতভাগা! চোখের মাথা খেতে হয় তুই খেগে যা।

জনা। আচ্ছা সে বিবেচনা করব এখন; এখন কি বল্‌তে এসেছিস্‌ বল্‌।

ক্ষেম। একটা কথা শোন্‌।

জনা। বলে ফেল্‌।

ক্ষেম। দিদিমণি আমাকে তোর কাছে পাঠিয়ে দিলে।

জনা। বেশ, তার পর?

ক্ষেম। বল্‌লে, জনা কোথা আছে দেখ্‌।

জনা। এই দেখ্‌, দেখেছিস্‌ ত! তার পর?

ক্ষেম। তার পর আমার পিণ্ডি।

জনা। বেশ, বেশ—তারপর।

ক্ষেম। দূর ছাই, আসতে আসতে সব ভুলে গেছি। দিদিমণিরে তোকে কি করতে বলে দিলে।

জনা। আচ্ছা ক'রে রাখব এখন।

ক্ষেম। কারা এখানে আস্‌বে দিদিমণিরে তাই তোকে কোথায় থাক্‌তে ব'লে দিলে।

জনা। বল্‌গে যা, সে সেখানে আছে।

ক্ষেম। দূর ছাই, সব গুলিয়ে গেল। তুই একটু র'স,

আমি আবার জিজ্ঞেস করে আসি। দেখিস্ যেন কোথাও যাস্‌নি।

জনা। ক্ষেমা দিদি নল্‌তে কোথা গেল তাকে দেখতে পাচ্চিনা।

ক্ষেম। দেখতে পাচ্চিস না কি রে!—কোথা গেল, সকাল বেলা মেয়েটা কোথা গেল?

জনা। ওরা বল্‌লে তারে নিশিতে নিয়ে গেছে?

ক্ষেম। ওরে কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে! অমন মেয়েটাকে নিশিতে নিয়ে গেল!

জনা। তুই ডাইনি সব খেয়েচিস্, আর নিশিটাকে খেয়ে ফেল্‌তে পারিলিনি! তা হ'লে ত এ সর্ব্বনাশ হ'ত না!

ক্ষেম। ও নল্‌তে—নল্‌তে? ওরে কি বল্‌লি রে!

[প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া ললিতার প্রবেশ।)

ললিতা। হ্যাঁ জনা তুই আমাকে ডাক্‌ছিস্? ঘাড় নাড়লি যে! তুই আমাকে ডাকিসনি?

জনা। তোকে আমি মনেও করিনি।

ললিতা। মিথ্যে কথা,—তবে আমি ঠোঁট কামড়ালুম কেন?

জনা। ও তোর দাঁত সড় সড় কর্‌ছিল। দেখ্ আমি একটা কাঁঠাল আজ শিব ঠাকুরকে দেব।

ললিতা। কাঁঠাল, কাঁঠাল! কোথায় পেলি? কোন্ গাছ থেকে পেলি? সেই আমার গাছটা থেকে বুঝি?

জনা। দেখ্ সেটা আমি উচ্ছুগ্গু করে বামুনকে দেব।

ললি। বেশত, তা আমাকে ভয় দেখাচ্চিস কি? আমি চল্লুম।

জনা। হ্যাঁ ভাই নলতে আমার একটা কাজ করবি?

ললিতা। না ভাই! আমায় বড় দিদিরাণী এক চুবড়ী তুলসী তুল্‌তে বলেছে।

জনা। ছোট দিদিরাণী আমাকে এক ঝুড়ী বিল্বিপত্র তুল্‌তে বলেছে, তবু দেখ্‌ আমি কেমন মজা করে বেড়িয়ে বেড়াচ্চি।

ললিতা। তোর ত ভারী কাজ, গাছে উঠবি আর কাঁড়ি-খানেক বিল্বিপত্র পাড়্‌বি। আমাকে কত খাটতে হবে বল্‌দিকি!

জনা। তাই ত, তবে তুই চলে যা। আমি টপ করে গাছে উঠ্‌ব, খপ্‌ করে গাছের ডাল ধর্‌ব, সরসর ক'রে গাছের ডাল নাড়া দেব, আর ঝর ঝর করে বিল্বিপত্র পড়বে। আর তুই এক-জায় মাটীতে বসে—একটী একটী করে তুলসী তুলবি! তোর কত কষ্টই না হবে! তোর হাতের নড়া কতই না ব্যথা কর্‌বে! দেখ্‌ ভাই! আমার প্রাণে বড় দুঃখু! তুলসী গাছও বাড়ল না, তোরেও গাছে তুলতে পারলুম না। বড় দুঃখু নলতে! গাছে ওঠার মজাটা বুঝ্‌লিনি!

ললিতা। তুই আমায় ডাক্‌ছিলি কেন ভাই বল্‌না?

জনা। দেখ্‌ আজকে রোদ্দুর না উঠতে উঠতে তোকে এক দুঃখের কথা বলব।

ললিতা। না ভাই, তোর দুঃখের কথা শুনতে পারব না। আবার আমার ফুল তোলবার সময় হ'ল, তোর কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে দিদিরাণীরে বকবে।

জনা। মনে বড়ই খেদ রইল, আমার দুঃখু কেউ দেখলে না

ললিতা। তবে শিগ্‌গির শিগ্‌গির বলে ফেল্‌, শুনি।

জনা। শোন্‌, এক সন্ধে খাও, ঠাকুরের গুণ গাও, আর

প্রাণভরে খাটু—এমন সোণার চাকরী নিয়ে রাজনন্দিনীদের সঙ্গে পাঁচ পাঁচ বৎসর বনে বনে ঘুরলুম, না খেয়ে না দেয়ে মজা করে খাটলুম ;—কাঁড়ি কাঁড়ি ফুল পাড়লুম, কলসী কলসী শিবের মাথায় জল ঢাললুম, এমন সোণার চাকরী বুঝি আর রয় না! রাজনন্দিনীদের শিবের মাথায় ফুল পড়েছে, জোড়া জোড়া বর মিলেছে, তাই দেখে ক্ষেমা বুড়ীর চোখ ফুটেছে—বকুনী খেতে খেতে জনার্দ্দন ভায়ার পেট ফুলেছে, এত সুখ বুঝি আর আমার সয় না। এখন রাজার বাড়ী ফিরে যাব, অন্দর-মহলে স্থান নেব। আর আপন খোসে চেটায় বসে রাণীমার আদরে, ফুলেফুলে এক টাকার মুড়ি একলা বসে খাব—কাউকেও ভাগ দেব না। এই কুলবতীর লাজ, দেওরের ভাজ, আর জনার্দ্দনের কাজ এক সময় না এক সময় থাকবেই থাকবে। কাজেই আমি কাজ পাব। মজা ক’রে বকুল তলায়, যত্ন ক’রে পরতে গলায়, রকম রকম তরবেতর গাঁথব সাধে ফুলমালা; এমন সময় ছুটে এসে, রাগের চোটে, হেঁচে কেসে, চোখ রাঙিয়ে ক্ষেমা দিদি বলবে, জল আন্ বিশ জালা। কাজেই আমি খেঁকি হয়ে, বুড়ী বেটীকে চড়িয়ে শয়ে কলসী ভেঙে কাঁদব। সইতে পারে রইলুম—না হয় সরব। কাজেই আমার কাজ গেল, কাজ গেলত করব কি?—তবেই আমি গিয়েছি—আর দাঁড়াতে পারচি না, গা ঝিম্ ঝিম্ করচে—শুয়ে পড়ি! দে নলতে আমার পা টিপে।

ললিতা। সত্যি সত্যিই কি তোমার গা ঝিম্ ঝিম্ করছে?

জনা। আমি আর কথা কইতে পাচ্চি না—আমার প্রাণ কেমন করুচে। পা টেপ, পা টেপ।

ললিতা। আমার দিদিরাণীরা বকবে যে ভাই!

জনা। বকে তার কিনারা আমি করব। তুই এখন হাতের সাজী ফেল্।

ললিতা। তুই কি কিনারা করবি?

জনা। আমি তোরে রক্ষা করব।

ললিতা। কি করে রক্ষা করবি বল্!

জনা। তোর বকুনির অর্দ্ধেক আমি নেব,—তোর সঙ্গে কাঁদব।

ললিতা। তোর গা ঝিম্ ঝিম্ করচে,—কথা কইতে পার্‌চিস না, তবু এত কথা কইলি কি ক'রে!

জনা। এখনও কথা কাটাচ্ছিস! তবে আমার সাম্‌নে থেকে দূর হয়ে যা।

ললিতা। কেন যাব?—একি তোর একলার যায়গা নাকি? দিদিরাণী আমাকে এখানকার রাণী ক'রে দেবে বলেচে।

জনা। বেশ, যখন এখনকার রাণী হবি, তখন এইখানে আসিস্।—এখন আমার ঘর থেকে বেরো।

ললিতা। কেন বেরুব—আমি এই খানেই বসলুম।

জনা। আচ্ছা বসলি বসলি কিন্তু পায়ে যদি হাত দিস ত মেরেই ফেলব।

ললিতা। এই পায়ে হাত দিলুম,—এই তোর পা টিপলুম। কই মার্ দেখি!

জনা। বটে, তোর বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে—না?

ললিতা। কেন হবে না?

জনা। দেখ্ ভাই নল্‌তে!

ললিতা। কি ভাই জনা!

জনা। দেখ্, যে তোরে আদর ক'রে, 'আমার নলতে আমার আমার নলতে রাণী', বলতে বলতে, হিহি করে হাসতে হাসতে কাছটী ঘেঁসে আসবে; সেটী জানবি একটী কুণোবেরাল। হয় সে তোর হাতের ঠোঙার খাবারগুলি সব পেটে পুরবে, না হয় ঠোঙাটী শুদ্ধু নিয়ে পিট্‌টান দেবে।

ললিতা। সে ত ক্ষেমা দিদি।

জনা। এই—বুঝেচিস্ত? ও বুড়ীকে বিশ্বাস করিসনি! ও বুড়ী তোর সব্ খাবে, তবে ছাড়বে। আবার শোন্—যে তোকে দেখলেই মারতে আসে, তোর নাম শুন্‌লে জ্ব'লে যায়, তখন জানবি তুই তার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করেছিস্।

ললিতা। তুই ত আমাকে দেখলে জ্বলে যাস্! আমি তোর কি চুরি করেছি?

জনা। সর্ব্বনাশি! পাকা চোর যে হয়, সে কি চুরির কথা কখন মানে?

ললিতা। তুই আমাকে চোর বল্‌লি, আমি দিদিরাণীকে বলে দিইগে।

জনা। যা, এখনি বল্‌গে যা—আমি তোর দিদি-রাণীকে ভয় করি নাকি?—যা বলগে যা—এখনি যা, বস্‌তে পাবি না।

ললিতা। আমি যাব না।

জনা। তবে আর এক কথা বলি শোন্। তোর দিদিরাণীরাও চোর। আমি আর ক্ষেমাদিদি ছাড়া এ আশ্রমের সবাই চোর। তবে ক্ষেমা দিদি আগে অনেক চুরি করেছে, এখন বুড়ী হয়ে কেবল বুচ্‌কি নাড়ে—আমি কিন্তু নিরেট খাঁটি।

ললিতা। তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা তুই দিদি-রাণীদের চোর বল্‌লি?

জনা। বল্‌ব না? খুব বল্‌ব। দুশোবার বলব। এই যে পাঁচ বৎসর সবাই মিলে শিবঠাকুরের সেবা করলুম্, তার ফল চুরি কর্‌লে কে? বলি তুই আমি কি তার ভাগ পেয়েচি? দুই দিদি-রাণীতে চুরি ক'রে বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। বুঝতে পেরেচিস্?

ললিতা। হ্যাঁ ভাই!—সত্যি?

জনা। এই বারে পথে আয়। এই যে দিদিরাণীদের বর মিল্‌ল,—তোর কি হল?

ললিতা। আমার আবার কি হবে!—আমি বর চাই না।

জনা। তুই চাস্‌না, বরত তোকে চায়! তোরে আতা গাছ থেকে আতা পেড়ে দেবে,—পেয়ারা গাছে উঠলে গাছের ডাল নাড়া দেবে,—বাদাম গাছের দোল্‌নায় দোলাবে।

ললিতা। কেন তুই দোলাবি!

জনা। কেন, আমি কি তোর চাকর নাকি—যে চিরকাল তোকে দোলাব!—আমি আর তোর সঙ্গে কথাও কবনা।

ললিতা। কেন ভাই? তুই আমার ওপর রাগ কর্‌লি? আমি তোর ভাল ক'রে পা টিপে দিচ্চি।

জনা। আমি ত দোলাব. তুই কি এর পরে আর দুলবি?

ললিতা। তুই যদি দোলাস ত দুলব, না হ'লে দুলব না।

জনা। তবে আমি যা বল্‌ব তা শুনবি?

ললিতা। শুন্‌ব।

জনা। যা কর্‌তে বলব, তাই কর্‌বি?

ললিতা। কর্‌ব।

জনা। দেখিস ভুলবিনি ত?

ললিতা। দেখিস তুই ভুলবিনি ত?

জনা। তবে গান কর্।

ললিতা। তবে তুই ওঠ্।

(হাত ধরাধরি করিয়া গীত)

ললি। আমি তুলব ফুল গাঁথব মালা, হাত দিতে দিব না কারে।

জনা। না ফুটতে ফুল, ছিঁড়ে মুকুল ছড়িয়ে দেব চারি ধারে।

ললি। ছড়া মুকুল কুড়িয়ে নেব।
ফুটিয়ে ফুল হার গাঁথিব।

জনা। আমি চুরি ক'রে গলায় প'রে পলাব যমুনা পারে।

ললি। দেখব দেখি তুই আমাকে ফেলে কেমন ক'রে পালাস!

জনা। আমায় যদি থাকতেই হয়, তবে এক কাজ কর্—ক্ষেমা বুড়ীর নাক কেটে নিয়ে আয়।

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ।)

ক্ষেম। কার নাক কাটবি রে জনা?

জনা। এই নলতের ক্ষেমা দিদি! বলছিলেম কি, এই ক্ষেমা দিদির নাকের মতন ক'রে কেটে, নাকটাকে মানান সই ক'রে নিয়ে আয়। তা ও যেতে চাচ্চে না। বলে ক্ষেমা দিদির দাঁত নেই; মাড়ীদে চেপে ধর্‌বে, কাটবে না—লাভের মধ্যে নাকটা থেঁতলে যাবে।

ক্ষেম। বলি হ্যাঁ লা! তোকে এই না খেয়ে না দেয়ে দুদ-কলা দিয়ে পুষলুম কি ছোবল খাবার জন্যে!

ললিতা। তুই ওর কথা শুনিস কেন দিদি! ওর গা ঝিম্ ঝিম্ করচে, তাই কি বলতে কি বলচে।

ক্ষেম। তা এতক্ষণ আমায় বলিসনি রে হতভাগা! যা নলতে একটু চোনা, আর গোবর নিয়ে আয়। তাতে একটু ঘি, মধু আর দুচার আদার কুচি দিয়ে বেশ করে বেটে খাইয়ে দে,—এখনি সেরে যাবে এখন।

জনা। ও ক্ষেমা দিদি! তোর ওষুধের কি গুণ! নাম করতেই রোগ যে পালাবার জন্যে কণ্ঠায় এসে ঠেলা মার্‌চে!—ক্ষেমা দিদি হাত পাত—হাত পাত—তোর হাতে বেটায় রোগকে উগরে দিই। দু হাত দে ধ'রে, চেপে মেরে ফেল্। রোগের জড় ম'রে যাক্।

(সুকুমারীর প্রবেশ।)

ক্ষেম। ওরে পোড়ারমুখো করিস কি—করিস কি! হাতে ব্যাথা—হাতে ব্যাথা!

সুকু। বলি হ্যাঁ ক্ষেমা দিদি, এইকি তোর যেমন যাওয়া তেমনি আসা!

ক্ষেম। এসেইত জনাকে ডাক্‌চি,—ও নড়বে না তা আমি কি করব?—ওরে জনা! আমাদের এখানে অতিথ আসবে, তুই ভাল ক'রে পাহারা দিবি। যেন দিদিমণিদের কিছু চুরি না যায়, বুঝলি?

সুকু। মরণ আর কি? যা জনা বাইরে বসে থাক্‌গে। যদি কেউ আসে আমাকে খবর দিবি।—আর তুই এখনও ফুল তুল্‌তে যাস্‌নি! এতক্ষণ করছিলি কি?

ললিতা। তাই ত আমি যাচ্চি!

ক্ষেম। শিগ্‌গির ফুল তুলে আন্। তুই শিগ্‌গির দোরে

বস্‌গে—আমি শিগ্‌গির ঠাকুরদের নামটা জপ করে নিইগে।—কে এখানে আস্‌বে দিদিমণি ?

জনা। সে শিগ্‌গির জান্‌তে পারবি। এখন শিগ্‌গির দোর্‌টা দেখিয়ে দিবি আয়।

[সুকুমারী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(রমার প্রবেশ।)

সুকু। দেখ্‌ রমা! পিতা আদেশ ক'রে পাঠিয়েছেন যে, ঋষিযুগল যতদিন মর্ত্ত্যে থাকবেন, তত দিন আমাদের তাঁদের সেবা করতে হবে। আজ তাঁরা আমাদের আশ্রমে পদার্পণ কর্‌বেন।

রমা। আসুন তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু ভাই গতিক বড় ভাল ব'লে বোধ হচ্চে না। বড় ঠাকুরটী তোর দিকে হাঁ ক'রে চেয়েছিল।

সুকু। ওঁদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট চিন্‌লি কেমন করে!

রমা। ঐ যেটীর, হাতে কমণ্ডলু, কোঁকৃড়ান কোঁকৃড়ান চুল, টানাভুরু, পাগলাটে ধরণ, ওইটী বড়। আর যাঁর মাথায় শোণের নড়ী, পেট পর্য্যন্ত দাড়ী, গায়ে মাংসের ঝুড়ী, ঐটী ছোট। বলি ঠাকুরকে দেখে তোর চোখ ঝল্‌সে গেল নাকি ?

সুকু। যথার্থই রমা আমার চোখ ঝল্‌সে গেছে। জীবনী-শক্তি নিয়ে বয়স নির্ণয়। যার জীবনীশক্তিতে সহস্র সহস্র প্রাণ অনুপ্রাণিত সে যুবা, না যে নিজের প্রাণ নিজে রক্ষা করতে পারে না সে যুবা।

রমা। বেশত, তবে ঠাকুরটীর ভোজন দক্ষিণার জন্য প্রাণ টুকু রেখে দাও।

সুকু। ঈশ্বরী হ'তে কার অসাধ ভাই! কিন্তু এমন ভাগ্য কি করেছি যে, ঈশ্বর আমাকে পায়ে রাখবেন?

রমা। তুমি যদি একটু ইঙ্গিত কর, তা হ'লে ঈশ্বর এসে তোমার পায়ে পড়বেন। আমি তোমার ঈশ্বরকে দেখেই চিনেছি। দেখ দিদি. এই বড় বড় ফোঁটা কপালে—বড় বড় বচন বলে—বড় বড় দাড়ী,এই রকমের যত ঠাকুর সব প্রবঞ্চকের ধাড়ী। কথায় কথায় নাড়ী টেপে, কথায় কথায় ওষুধ দেয়,—ঠিক জানবি সে কবিরাজ মানুষ খায়। ঐ যে ছোট ঠাকুরটী এসেছে, উটী সংসার জানে না, ভাল মন্দ কিছুই বোঝে না, তুমি তার দিকে চেয়ে রইলে কি না রইলে খোঁজ করে না—আপনার তালেই আছে। ঐ ঠাকুরটীই খাঁটী। দেখলে বোধ হয় একটু রাগী রাগী—তা দিদি সূর্য্য হ'লেই উত্তাপ থাকে।

সুকু। বেশ, ছোট ঠাকুরটীকে ভাল লেগেছে তবে তারে না হয় বিয়ে করে ফেল্।

রমা। না ভাই! অমন ঠাকুরটীকে মেঘে ঢেকে, শেষে কি দিনকে রাত ক'রে ফেলব।

(জনৈক সখীর প্রবেশ।)

সখী। দিদিরাণী তোমাদের পূজার উদ্যোগ হয়েছে। তোমাদের অপেক্ষায় সবাই বসে রয়েছে।

সুকু। আয় ভাই এখন যাই। পরের কথা পরে হবে এখন।

প্রথম অঙ্ক।

—o:o—

তৃতীয় দৃশ্য ।

মন্দির প্রাঙ্গন ।

জনার্দ্দন, ললিতা ও ক্ষেমঙ্করী ।

জনা। যা বলবি, এই শিবের সম্মুখে এসে বল্। একেবারে সকল গোলমাল চুকে যাক্।

ললিতা। যা বলবি, সব একেবারে বলে ফেল্—আধাআধি করিস্নি। জনা ন্যায়শাস্তর পড়েছে, সব কথার খাঁটী জবাব দেবে এখন।

ক্ষেম। বলব কি জনা! আমার হাত পা আসচে না।

জনা। আমর্ তাতে মুখের কি! মুখ ছুটিয়ে দে না।

ললিতা। আমর্, আমরাত তোর হাত ধ'রে রেখেছি! তাতে পা আসবে না কেন!

ক্ষেম। দুই দুই যোগী ঠাকুর এখানে কি করতে আসচে!

ললিতা। তোর মাথার পাকা চুল তুলতে।

ক্ষেম। তুই থাম্; তোকে আমি জিজ্ঞেস করিনি।—ওরা যে রাজভোগ ফেলে, আমাদের এখানে আড্ডা নিচ্চে, তা এখানে এলে খাবে কি!—রাজার বাড়ী ছেড়ে এ বনে ঠাকুররা কি করতে আসছে!

ললিতা। ওরা দেবলোক থেকে আসচে কি না—আসতে আসতে পথে দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দাদা অনেক কাঁদা কাটী ক'রে ঠাকুর দুজনকে বলেছে, যে ফিরে আসবার সময়

ক্ষেমা দিদিকে সঙ্গে করে নিয়ে এস। তাই ঠাকুররা তোরে নিতে আসচে। হাঁ দিদি! দাদাকে ছেড়ে আর কতকাল এখানে থাকবি?

ক্ষেম। কি করব দিদি! যম যে আমাকে একেবারে ভুলে রয়েছে।

ললিতা। তা যমের আর অপরাধ কি! কতকাল তোর যমের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি বল দিকি!

জনা। ও হরি! তা জানিস্‌নি বুঝি! যম যে ঠাকুরদের দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছে, তিনি তোকে নেবেন না। যম রাজার নাকি একটী ছেলে হয়েছে; সে ছেলে নাকি দুধ খেলে কাঁদে। তাইতে কে বলেছে, যে ছেলেকে ডাইনীতে খেয়েছে। তাইতে যম রাজা, পৃথিবীতে যত ডাইনি আছে, সকলকে জ্যান্ত মাটীতে পুততে হুকুম দিয়েছে!

ললিতা। তাই শুনে ঠাকুর দাদা কেঁদে আর বাঁচে না। বলে ক্ষেমা দিদিকে না দেখে আর কতকাল বাঁচব! তার কান্না শুনে ঠাকুরদের দয়া হয়েছে। তাই তোরে মাটীতে না পুতে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছে।

ক্ষেম। (ক্রন্দনের সুরে) তা তোর দাদা এমনি ভালই বাসত দিদি, এক দণ্ডও চোখের আড়াল হ'তে দিত না। আমি পোড়া কপালীর বড় কঠিন প্রাণ, তাই তারে হারিয়ে এখনও বেঁচে আছি।—হাঁরে জনা নলতে যা বলচে তা কি সত্যি?

জনা। আমারত মনে হয় নলতে তোরে দমবাজী দিচ্চে। এমন সোণার জায়গা থেকে, দমবাজী দিয়ে তোরে কোথাও তাড়াবার চেষ্টা করচে।

ললিতা। সত্যি ক্ষেমা দিদি সব মিছে।

ক্ষেম। না না, মিছে হবে কেন? তুই কি আমার তেমন মেয়ে! আর তোর দাদা যদি স্বর্গে না যায়, তা হ'লে স্বর্গ নরক মিছে কথা। আহা নাতনী! তোরে আর কি বলব—তোর দাদার কত গুণ তা তোরে আর কি বলব! তার মতন মানুষ একালে কি আর দেখতে পাওয়া যায়! রাজার বাড়ী চাকরী ক'রে, যা কিছু উপরি পেত, সব আমার হাতে এনে দিত—এক পয়সার তঞ্চক করত না। সে থাকলে আজ তোদের খাবার ভাবনা! সুকুমারী রমার কাছে কি তোদের হাত পাততে হয়! সে বাজার করতো আর ভাল ভাল আদ্ধেক জিনিষ চুরি করত। আর সেই সব জিনিষ তোদের লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়াত।

জনা। না ক্ষেমা দিদি! না খেয়েছি বেশ হয়েছে। আজা বুড়োর উপরি-রোজগারে ভাগ বসালে কি আর রক্ষা থাকতো! তা হ'লে স্বর্গ আমরা একচেটে ক'রে ফেলতুম। ঠাকুর দাদাকে ত অনেক কালই খেয়েছিস্, তা হ'লে আমাকে আর নলতেকে কোন কালে মুখশুদ্ধি করে ফেলতিস্।

ক্ষেম। এক জন এক জন ক'রেই না হ'ক আসুক—এ একেবারে দু দুজন যোগী! এখানে কি করতে আসচে!

ললিতা। আ মর্! এই যে তোকে বললুম ভিমরতি বুড়ী!

ক্ষেম। কই—কি বললি!

জনা। ও বলতে পারেনি আমি বলচি, শোন্।

ক্ষেম। বল্‌ত দাদা—তুই বল্‌ত।

জনা। ঠাকুর দাদার সকল অঙ্গ স্বর্গে গেছে, কেবল মাথাটা এখানে প'ড়ে আছে। ঠাকুর দাদা স্বর্গের রাস্তায় যারে দেখচে,

তারেই বল্‌চ, আমার পতিব্রতা ক্ষেমা দিদি আমার মাথা খেয়েছে। পথে আসতে আসতে তাই না শুনে, ঠাকুরঝো তোর পেটের গহ্বর মাপতে এসেছে।

ললিতা। গহ্বর মেপে, জাল ফেলে দাদার মাথাটা বার ক'রে যার ধন তারে ফিরে দেবে। হাঁ দিদি! সেটা তোর পেটে নৈকাট হ'য়ে আছে, না?

ক্ষেম। তবেরে পোড়ারমুখো মেয়ে! তোর যদ্দুর মুখ তদ্দুর কথা! (প্রহারোদ্যত)

জনা। হাঁ—হাঁ! করিস্ কি করিস্ কি—তোর হাতে লাগবে!

(নেপথ্যে) এ আশ্রমে কে আছ? দ্বার উন্মোচন কর। আমরা দুইজন অতিথি।

ক্ষেম। ওরে হতভাগা! দোর দিয়ে এসেছ!—দিদিরাণীরে শুনলে মেরেই ফেলবে এখন। দোর খুলে দিয়ে আয়!

জনা। যা নলতে দোর খুলে দিয়ে আয়।

ললিতা। আমি পারব না—আমার ভয় কচ্চে।

ক্ষেম। আমর্ তুই যা না।—আমর্ দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

জনা। দাঁড়িয়ে থাকি কি সাধে! শুয়ে ব'সে সুখ পাচ্চিনা। আমার প্রাণ কেমন কচ্চে।—যা না ভাই নলতে!

নলতে। ওরে বাবারে! আমি পারব না।

(নেপথ্যে) দ্বার খুলবে ত সত্বর খোল। না হ'লে মামাকে আমি তোমাদের এদেশে আর কখন আসতে দেব না।

ক্ষেম। ওরে মুখ পোড়া যানা।—ওরে মুখ পোড়া দোর খুলে দেনা।

জনা। চুপ কর্ বুড়ী!—কার দোর আমি খুলবো?

ক্ষেম। ওরে শুনচিস্‌নি। এখনি রেগে চ'লে যাবে যে রে!

জনা। তা যাক্—তাতে তোর আমার কি?

(রমার প্রবেশ।)

সুকু। ওরে জনা! শুন্‌তে পাচ্চিসনি।

জনা। কি দিদিরাণী!

রমা। 'কি' রে হতভাগা! আমরা একরাজ্যির তফাৎ থেকে শুন্‌তে পেলেম, আর তোমার 'কি' হ'ল! যা!—শিগ্‌গির যা।

ক্ষেম। আমি সেই অবধি বল্‌চি বাছা! তা ও কিছুতেই নড়বে না।

সুকু। যা ভাই! তা না হ'লে ঠাকুররা রেগে চ'লে যাবে।

[জনার প্রস্থান।

রমা। ক্ষেমাদিদি! তুইও আর দাঁড়াসনি। আসন টাসন পেতে ঠিক করে রাখ্।

ক্ষেম। তাত রাখতে হবেই দিদি!

[প্রস্থান।

ললিতা। ঠাকুররো চ'লে গেলে উপায় কি হবে দিদিরাণী!

রমা। উপায় আর কি হবে! তা হ'লে সব ভস্ম হয়ে যাবে। তুইও যা, তুই না গেলে হয় ত জনা পথ থেকে ফিরে আস্‌বে।

ললিতা। ও বাবা! বল কি গো! শুনে আমার গা টা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো।

রমা। তবে শিগ্‌গির যা।

ললিতা। ও বাবা! তা হ'লে ত যেতেই হবে।

[ললিতার প্রস্থান।

সুকু। কি করা যায় বল্ দেখি রমা! কি রাঁধি বল্।

রমা। আগে ত ঠাকুরপো আসুক! তার পর বিবেচনা করা যাবে। আর ঠাকুরপো ত শুধু পায়স খেতে মর্ত্ত্যে এসেছে।

সুকু। শুধু পায়স কি আর দেওয়া যায়?

(জনা ও ললিতার পুনঃপ্রবেশ।)

জনা। দিদিরাণী! সর্ব্বনাশ।

সুকু। সর্ব্বনাশ কি রে!

জনা। আজ্ঞে সর্ব্বনাশ!

ললিতা। হাঁ গো! সর্ব্বনাশ!

সুকু। সর্ব্বনাশটা কি হ'ল ভেঙেই বল্ না।

জনা। সর্ব্বনাশ আবার কি হয়?

সুকু। কি হয়েচে রে বল্‌তে?

ললিতা। তা ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না, দিদিরাণী!

জনা। না বোঝবারই যোগাড় করেছে। কাউকে কিছু বুঝ্‌তে দিচ্চে না।

ললি। জনা যা বল্‌চে ঠিক গো! কাউকে কিছু বুঝ্‌তে দিচ্চে না।

রমা। ঠাকুরপো কি ফিরে গেছে?

জনা। ওগো! আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা কর না। সর্ব্বনাশ—পীতবাস, সর্ব্ব অঙ্গে শোণের চাষ, একটা বাঁশঝাড় হাতে ক'রে আস্‌চে। আর পেছনে পাহাড় রুদ্রাক্ষের ঝাড় বনেদ সমেত আস্‌চে।

সুকু। তার মানে কি!

জনা। মানে কি কিছুই বুঝ্‌তে পারচি না। কেবল বল্‌চে খাব—খাব—সব খাব।

ললিতা। এত বড় হাঁ গো তার এত বড় হাঁ!—

রমা। ওরে জনা! লুকো লুকো—নলতেকে নিয়ে লুকো! তা না হ'লে তোর নলতেকে দেখ্‌লেই গিলে ফেল্‌বে।

সুকু। বুঝ্‌লি কিছু রমা?

রমা। তুমি কি বুঝ্‌তে পারনি! ঠাকুররা আস্‌চেন! আমি এগিয়ে আনি। তুমি একটু অপেক্ষা কর।

[প্রস্থান।

সুকু। কি রকম দেখ্‌লি বল্‌ দেখি?

জনা। জঙ্গল আর পাহাড়। আগে জঙ্গল, পেছনে পাহাড়।

ললিতা। হাঁ গো! ঠিক গো! বিরোধ পাহাড়—এত বড় চুড়ো গো দিদিরাণী—এত বড় চুড়ো।

সুকু। দূর বাঁদর মেয়ে।

[প্রস্থান।

(নারদ, পর্ব্বতকে লইয়া সুকুমারী ও রমার পুনঃপ্রবেশ।)

(গীত।)

নারদ। বিভূতি-ভুষণ অঙ্গে কি রঙ্গে ধরেছ হর,
কি রঙ্গে শ্মশানে দিবানিশি হে।
সংসার বিভব ভব, কেন হে এ বেশ তব,
পরের কৃপার অভিলাষী হে।
রজত গিরির শিরে, রজত অমিয়াধার—
বাঁধিয়া রেখেছ যদি শশী হে।
তবে, কেন হে অনল ভালে, কেন হাড় মাল গলে,
জাহ্নবী বাঁধন জটারাশি হে।
কাতর সে কার তরে, যাহার করুণা ধ'রে,
জীবনে জাগিয়া বিশ্ববাসী হে।
জীবনে ভিখারী হবে, কে কোথা শুনেছে কবে,
ভুবন ঈশ্বর যাঁর দাসী হে।

পৰ্ব্বত। অত প্রেম প্রেম ক'রে কেঁদিয়ে ম'লে কি আর ইহ-জন্মে যোগীশ্বরের রঙ্গ বুঝ্‌তে পার্‌বে? তোমাদের হা হুতাশ আর দীর্ঘশ্বাসের লট্‌ লোটে দীপক মল্লারের পদ সাধা যায় না। সাধনা কর্‌তে ত শ্মশান বিভূতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে! মামা! যোগীর মনস্তুষ্টির জন্য গোলকের সকল সুখ ভয়ে ভয়ে শ্মশানের আশ্রয় লয়। বিভূতি চন্দনের শীতলতা পায়। বিষে অমৃতের গুণ ধরে। সে কথা যাক্, এখন বল দেখি মামা! জায়গাটা কেমন? প্রেমিক-বর! গোলোকধাম থেকে নেমে এসে জায়গাটা কেমন ঠেক্‌চে বল দেখি!

রমা। প্রভু! অনুমতি করেন ত আমি একটা কথা কই।

পৰ্ব্বত। এঁ্যা! তুমি? তুমি কথা কইবে, তার আবার অনু-মতি কি? তবে তুমি অনুমতি কর, আমি শুনি।

রমা। উনিত প্রেমিকবর, আপনি কি?

পৰ্ব্বত। সে দিন পৰ্ব্বতের অধিত্যকাপথে কথা কয়েছিলে তুমি?

রমা। পৰ্ব্বত ত আপনি, আপনার ভেতরে আবার অধি-ত্যকা উপত্যকা আছে না কি?

পৰ্ব্বত। সে দিন পৰ্ব্বতের অধিত্যকাপথে কথা কয়েছিলে তুমি।

রমা। সেকি প্রভু! অন্যায় বলেন কেন? এমন লোক-বিগর্হিত কায কি আমি কর্‌তে পারি!

পৰ্ব্বত। সে দিন পৰ্ব্বতের অধিত্যকা পথে কথা কয়েছিলে নিশ্চয় তুমি।

রমা। ভাল, আপনি এতই যদি নিশ্চয়, তা হ'লে না হয়

আমি ছুটো কথাই কয়েছিলেম। তা হ'লে শুধু অধিত্যকা পথে কেন—সে দিন আমি কোথায় না কথা কয়েছি!

সুকু। তা কয়েছিস্ইত, তার আবার রহস্য কর্‌চিস্ কি? সত্য প্রভু! সে দিন রমা উন্মত্তা হয়েছিল। শুধু অধিত্যকা পথে কেন,—প্রান্তরে, নদীজলে, ঘরে, তরুতলে, এই শিবমন্দিরে—নেচেছে, গেয়েছে আর রাশি রাশি কত রকমের কথা ঢেলেছে। পায়েসে কথার ফোড়ন দিয়েছে?

রমা। প্রভুর শাস্ত্র দেখা আছে কি?—দেখা থাকে যদি, বলুনত প্রভু! এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে!

পর্ব্বত। কথা-বিলাসিনি! তুমি কথা কও।

রমা। আমি যা জিজ্ঞাসা করলেম, কই, তার উত্তর ত দিলেন না!

পর্ব্বত। তুমি কি জিজ্ঞাসা করলে?

রমা। বলি, উনিত প্রেমিক প্রবর—আপনি কি?

পর্ব্বত। ও মামা! এ আবার কি কথা! আমি কি আবার কি?

নারদ। তুমি কি বলতে পার না? আমায় বলতে হবে?—দেখ সুকুমারি! ইনি আকুমার ব্রহ্মচারী, কঠোর তাপস। শুন রমা! যার সম্মুখে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আপনাদের কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করচি, ইনি সেই দেবাদিদেবের প্রিয় শিষ্য। এঁতে আর ওঁতে কোনও প্রভেদ নাই।

রমা। দেবাদিদেব ত পাথর—প্রভুও কি তাই? দেবাদি-দেব ত নীলকণ্ঠ—প্রভুর কণ্ঠেও কি, ক্ষীরোদ মন্থনে সবার শেষে যা ভেসে উঠেছিল, তাই আছে?

পর্ব্বত। কেন সে জিনিষটে কি মন্দ ?—মামা! তোমরাই বিষের দোষ গাও। কিন্তু সংসার যদি বিষময় হ'ত, তা হ'লে বোঝা যেত সংসারের গতি কোন পথে। মহেশ্বর গরলটা নিজের গলায় পূরেই যে মাটী করে ফেলেছে—তা না হ'লে, সেই বিষ সমস্ত সংসারে ব্যাপ্ত হ'ত। সৃষ্টিরক্ষার জন্য সচেষ্ট ভগবান বিষে আর অমৃতে প্রভেদ রাখতে পারত না। তা হ'লে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব হ'ত না। রাক্ষসের তাণ্ডব নৃত্যে পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত হতে হ'ত না। ভগবানকে মাঝে মাঝে বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতি জন্তুগুলোর মূর্ত্তি ধরতে হ'ত না। রঘুরাজকে সীতাশোকে পথে পথে কাঁদতে হ'ত না।

নারদ। আর ?

পর্ব্বত। আর!—আর পায়সের লোভে মর্ত্ত্যে এসে, এখানকার কাঁকরপথে আমার পা দুটোকে ক্ষতবিক্ষত করতে হ'ত না। বাবা! মর্ত্ত্যের কি পথের মহিমা!

নারদ। রমা! তা হ'লে বাবাজীকে পায়েসটা ভাল ক'রে খাইয়ে দাও। বাবাজীকে এক গণ্ডূষ জল দিলে শত অশ্বমেধের ফল হয়।

রমা। বলেন কি! তা হ'লে আর কে হাত পুড়িয়ে পায়েস রাঁধে ? আসুন ঠাকুর তা হ'লে আপনাকে এক পুকুর জল খাইয়ে দিইগে।

পর্ব্বত। ও মামা! সত্যি সত্যিই তাই করবে নাকি ?

সুকু। ভয় কি ঠাকুর! ও না দেয়, আমি আপনাকে রেঁধে খাওয়াব।

পর্ব্বত। আর এক পুকুর জল খাওয়াতে হয় না।—এক গণ্ডূষ জল মুখের কাছে নিয়ে না যেতে যেতে, ইন্দির ঠাকুর অমনি

লপ্ ক'রে তোমায় তুলে নিয়ে যাবে। শত অশ্বমেধ সে কি আর কাউকে করতে দেবে মনে করেছ? একটার ওপর আর একটা যজ্ঞ কর্‌লেই তার গা চিড়বিড় করে—পাছে তার শতক্রতু নামটা লোপাট হয়ে যায়।—নাও বল কোথায় পায়েস হয়। সেই ঘরটা কোথায় দেখাবে চল। তা হ'লে কাশী যাওয়ার দায় হ'তে নিষ্কৃতি পাই। বাবা এই টুকু আসতেই মর্ত্ত্যের রাস্তার মর্ম্ম বুঝেছি। রমে! আমাকে পেট ভ'রে পায়েস খাওয়াও। আশীর্ব্বাদ করি, সুমেরু হ'তেও উচ্চতর পুণ্য শৈলে আরোহণ কর।

রমা। শৈলে আরোহণ ক'রে কি করব ঠাকুর!

পর্ব্বত। শৈলে আরোহণ ক'রে কি করবে, তাও কি ব'লে দিতে হবে? সেখানে মেঘে সাঁতার কাটবে।

রমা। মনের কথা বুঝেছি ঠাকুর! আমরা মেঘ থেকে ঝ'রে প'ড়ে যাই, আর আপনি মজা ক'রে পায়সের হাঁড়ীটে দখল ক'রে নেন। ও দিদি! ঠাকুরকে পায়েস দিস্‌নি ঠাকুরের মতলব ভাল নয়।

নারদ। আর বাবাজীকে নিয়ে রহস্য করবার প্রয়োজন নেই। চল বাবাজীকে হাতে হাতে কাশীবাসের ফলটা সমর্পণ করে আসি। দেখ সুকুমারি, তোমার পিতার আলয়ে যাবার পূর্ব্বেই আমরা কাল সঙ্কল্প করেছিলেম, একদিন মাত্র তোমার পিতৃ-গৃহে অবস্থান ক'রে এই স্থানে আতিথ্য-গ্রহণ করব। তাতে বাবাজীর বিশেষ আগ্রহ, তোমাদের হাতের পায়েসটা কেমন একবার পরীক্ষা করে।

পর্ব্বত। হাঁ সুকুমারি, মামার যা কিছু করা সব আমার

জন্য। মামার খাওয়া দাওয়া কিছু নেই। মামার এখানে আগমন শুধু আঘ্রাণের জন্য—খাব কেবল আমি।

সুকু। আপনাদের সহবাস সুখে বঞ্চিত হয়ে পিতা ত আমার মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না?

নারদ। তিনি শুনে পরমানন্দিত হয়েছেন। দেখ সুকুমারী তাঁর মুখে তোমার পিতৃ-ভক্তির কথা শুন্‌লেম। শুনে যে কিপর্য্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি তা আর কি বল্‌ব! পিতৃপরায়ণা! তুমিই নারীকুলে ধন্যা! পিতৃদেবের সাধিকা গাণপত্যই বল, শৈবই বল, শাক্তই বল, আর বৈষ্ণবই বল—কি ব্রাহ্মই বল, এজগতে তোমার স্থান কেহ অধিকার কর্‌তে পার্‌বে না।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ,
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

এই যে কৈলাসগিরির মত তুষারশুভ্র দেহে, শ্যামল তরুরাজি ভেদ ক'রে, তোমার তপোবনের শিব-মন্দির দণ্ডায়মান রয়েছে, এখানে শুধু একা মহেশ্বরের অধিষ্ঠান নয়, এই মন্দির দ্বারে সকল দেবতাই বাঁধা পড়ে আছে।

পর্ব্বত। আমরা বাকী ছিলেম, আমরাও পড়লেম। এখন শালিতণ্ডুলের পায়স রূপ দৃঢ় রজ্জু দিয়ে মামাকে একবার বেঁধে ফেলতে পারলেই লেঠা চুকে যায়।

রমা। ঠাকুর অলঙ্কার শাস্ত্রটা একেবারে ছাপরে চড়িয়েছেন যে। আমরা যে এক আধখানা গায়ে দেব তারও উপায় রাখ্‌লেন না!

সুকু। দেখবেন প্রভু! পিতাকে যেন, আপনাদের সঙ্গ ছাড়া

হয়, মর্ম্ম-পীড়া না পেতে হয়! তা যদি হয়! প্রভু! তা হ'লে আপনাদের মত অতিথি পেয়েও আমরা সুখী হব না।

নারদ। ওগো না গা না, কোন ভয় নেই। তিনি অতি আনন্দিত হয়েই অনুমতি দিয়েছেন।

সুকু। দেখবেন প্রভু! আমাকে যেন পিতৃ-অসন্তোষের কারণ ক'রে পাপ-ভাগিনী না করেন।

পর্ব্বত। আর আমাদের মতন বিশ্বদিগ্‌গজ অতিথি প্রত্যাখ্যান ক'রে পুণ্যের ছালা ঘাড়ে কর্‌বে না কি?

নারদ। আহাহা! তুমি কথা কচ্চ কেন বাপু!

পর্ব্বত। কথা কইব না, তা বলে অতিথি প্রত্যাখ্যান কর্‌বে ও বালিকা, অতিথি প্রত্যাখ্যানের ফল ত বোঝে না!

নারদ। ওরা কি প্রত্যাখ্যান করছে রে পাগলা? ওরা দুটো ভক্তি-সূত্রের কথা কচ্চে!—চল চল যাই চল।

[ক্ষেমঙ্করীকে বেষ্টন করিয়া সখীগণের প্রবেশ

ক্ষেম। কই কই কইরে—কে এসেছে রে!

জনা। কে আবার আসবে? যে আসবার সেই এসেছে।

গীত।

এসেছে প্রেমিক রতন সজল নয়ন উঠে প'ড়ে।
চল যাই দিদি মণি, আগিয়ে আনি হাওয়ায় চ'ড়ে।
হেরে তার বদন খানি, প্রাণে প্রাণে টানা টানি;
কেমনে প্রাণ সজনি হিয়ার মাঝার গেছে ছ'ড়ে।
প্রবোধে মন মানে না সেটানে প্রাণ বাঁচে না।
ভেবেছি সবাই মিলে দেব সে বঁধুর গলে
বেলের গ'ড়ে।

(পটক্ষেপণ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—০:০—

প্রথম দৃশ্য।

মন্দিরসংলগ্ন উদ্যান।

পর্ব্বত ও নারদ।

পর্ব্বত। মামা!—কি আশ্চর্য্যের কথা মামা!

নারদ। কি কথা বাবা!

পর্ব্বত। দেখ মামা! তোমার আর সুবিধা দেখছি না। তোমাকে দেখচি, আর আমার হাসি পাচ্চে।—আচ্ছা মামা! তোমার গলাটা ভেঙে গেল কি ক'রে বল দেখি? আমি এত চেষ্টা করচি গলা ভাঙতে—কিন্তু মামা! পায়েস খেয়ে দেখচি গলাটা আমার ছেড়ে গেল।

নারদ। গলায় একটু সর্দ্দি জমেছে।

পর্ব্বত। জমবার আর অপরাধ কি? পায়েস খেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা সপ্তমে চীৎকার করলে শুধু সর্দ্দি কেন,—সন্নিপাত, অপচী, গলগণ্ড, গণ্ডমালা সমেত কোন্ দিন স্বয়ং নিদান এসেই না উপস্থিত হন!

নারদ। এখন কি বলছিলে বল না। আশ্চর্য্যটা দেখলে কি?

পর্ব্বত। তোমার আর কোন দিকেই জুত নেই মামা! পায়েস খাওয়া অবধি তুমি কেমন চ্যাপ্‌টেপে মেরে গেলে। আগে টুসকি মারলে টুং করতে, এখন গদা মারলেও সাড় হয় না। ব্যাপারখানা কি বল দেখি!

নারদ। এখন কি বলছিলে বল না।

পর্ব্বত। বলছিলেম কি, এখানে ত সকলেই সাকার; কিন্তু নাম গুলো এমন নিরাকার হ'ল কেন?

নারদ। নামের আবার আকার দেখেছ কোথায় বাবাজী!

পর্ব্বত। আকার কি আর হাঁড়ি কলসী হ'বে! নামটা সর্ব্বত্রই আকারের অর্থবোধক হয় না! ত্রিনয়না—কি না, তিন হয়েছে নয়ন যার। নামটা মনে হ'লেই ভবানীর তিনটা চোখ যেন জ্বল্ জ্বল্ ক'রে চোখের উপর এসে পড়ে। কমলাসনা—কি না, কমল হয়েছে আসন যার। নামে শুধু কি গোলকেশ্বরীর মধুর মূর্ত্তি মনে পড়ে মামা?—মনে পড়ে কত কি—মনে পড়ে ঢল ঢল সুধা-সরসী-জল, মনে পড়ে সহস্র শ্যামল-সৌন্দর্য্যে ঘেরা সেই সহস্রদল শ্বেতকমল। এক একটা নামে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছবি জেগে ওঠে মামা!

নারদ। কেন সুকুমারী, রমা—এ সকল নামের কি সার্থকতা নাই? এ সকল নামে কি আকারের আভাস পাওয়া যায় না?

পর্ব্বত। দুটো চারটে অমন নাম ছেড়ে দাও।—আর আভাসটা যে বেশী কিছু—তাও নয়! এই যে সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে এত নামের সঙ্গে আলাপ করলে, তার আকার দেখলে কটার? মলিনমালা, কুসুমবালা, জ্যোতিঃকণা, প্রতিভা!—কি মজার মজার নাম মামা! হাঁ মামা! জ্যোতিঃকণা প্রতিভার চেহারাটা কি রকম?

নারদ। দেখেইত এলে বাবা! পটলচেরা চোখ, মুক্তোর মতন দাঁত, মৃণালের মতন হাত, তিলফুলের মতন নাসা, ভ্রমর গুঞ্জন ভাষা—দেখেইত এলে বাবা!

পর্ব্বত। তোমায় দেখে দেবতারা বলে তুমি বড় বিনয়ী। ও বাবা, মর্ত্ত্যে এসে দেখি, মামার বিনয়ের একটা কুমারী হয়েছে! সেই যে ধান ক্ষেতের কাছে দাঁড়িয়ে মেয়েটা গরু ঠ্যাঙাচ্ছিল! তার নাম বললে বিনয়কুমারী। কি মজার নাম মামা! মর্ত্ত্যলোক কি চমৎকার স্থান মামা! তা যা হ'ক, এমন ধারা হ'ল কেন? সকলকারই দেখচি একটা বাঁধা চেহারা আছে, কিন্তু নামগুলো নিরাকার!

নারদ। ও হয়েছে কি জান বাবা!—মদন যখন হর কোপানলে ভস্ম হয়ে গেল, তখন তার অঙ্গই গেল কিনা! আমরা মহাদেবের হাতে পায়ে ধ'রে বললেম—'ঠাকুর করলে কি! ওর যে অঙ্গটা পুড়িয়ে দিলে, তা ও যায় কোথা? প্রাণটা নিয়ে থাকে কোথা?' মহেশ্বর অনেক ভেবে চিন্তে মদনকে বললেন?—'কই ত্রিলোকে ত তোমার স্থান দেখি না; তবে এক স্থান আছে এই মর্ত্ত্যের রমণীকুলের নামে। হে স্মর! হে মার! হে বিরহ-জ্বরে-মরমর প্রাণধরসন্তাপিন্! যাও, মর্ত্তে যাও—সেই রমণীকুলের নাম তোমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করলেম'। সেই অবধি অনঙ্গদেব এই নামের ভেতর অবস্থান করচেন। বুঝতেই ত পেরেছ বাবা ওই নামেই যা চটক—কাযে ভুষি। যিনি সুশীলা, তিনি শ্বাশুড়ী ঠেঙান। যিনি শরৎশশী, তিনি রূপের ছটায় দিনকে করেন অমানিশি। তা যা হ'ক, এখন দেখছ কেমন বল দেখি?

পর্ব্বত। দেখা কায তোমারেই সাজে মামা! আমি খেতে এসেছি খেয়ে যাই। দেখাদেখি আমার কর্ম্ম নয়।

নারদ। সুকুমারি আর রমা—এ দুজনকে দেখে কেমন বোধ হয়?

পর্ব্বত। আচ্ছা, তুমি আমাকে একটা জবাব দাও দেখি।

নারদ। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ! মনের কথা জিজ্ঞাসা করবে নাকি!

পর্ব্বত। প্রশ্নের নাম শুনেই যে মুখ শুকাল মামা? ভয় নেই অতি সহজ প্রশ্ন। বল দেখি রমাটা মেয়ে কি পুরুষ?

নারদ। দূর মূর্খ!

পর্ব্বত। না মামা! যথার্থই আমার সন্দেহ হয়েছে।

নারদ। দূর মূর্খ! এখন বল দেখি সুকুমারী রমা—এ দুজনকে দেখলে কেমন?

পর্ব্বত। হাত আর পাত, এই দুই নিয়েই ত চব্বিশ ঘণ্টা বসে আছি। তা হ'লে তোমার রমা সুকুমারীকে দেখা হ'ল কখন মামা!

নারদ। এত দিনের ভেতর একদিনের জন্যও কি দুজনকে দেখ নি।

পর্ব্বত। তুমি যা মনে করছ, সে রকম দেখা ত রোজ দেখচি।

নারদ। বেশ! তা হ'লেও ত একটা অনুমান হয়েছে!

পর্ব্বত। কিন্তু মামা! যখন যারে দেখতে চাই, তখনই অন্নের একটা পাহাড় সুমুখে প'ড়ে আমার দৃষ্টিপথ অবরোধ করে। আহা মামা! আতপ চাল যখন উত্তপ্ত-সলিলসাগরে পরোপকারের জন্য, কষ্টকে কষ্টজ্ঞান না ক'রে, মনের আনন্দে সাঁতার কাটে, তখন বোধ হয় যেন দিগঙ্গনা সকল মন্দাকিনী জলে আলুথালু, বেশে কেলি করচে?—তখন কি রমা সুকুমারীর কথা আর মনে আসে মামা! তবে যখন একশো বারই আমাকে জিজ্ঞাসা করচ,

তখন একটা কথা বলি—এই রমার কথাগুলো আমার বড় মিষ্টি লেগেছে। যে দেশে শালিতণ্ডুল নেই, সে দেশে রমার কথা অনেকটা কাজ করতে পারে। কিন্তু মামা, রমাটা যে কি আজও তা ঠাওর করতে পারিনি। আমার বোধ হয় রমাটা শালিতণ্ডুলের জলীয় ভাগ।

নারদ। আর সুকুমারী?

পর্ব্বত। আরে রাম রাম—ওটার কথা কয়োনা। ওটা রাজার বেটী—কাজেই আটেশর জেটী। ওটার কথা শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে গেছে। বলে কি না—পিতার নাম ক'রে এসেছেন যখন, তখন সেইস্থানেই যান। ওটার ইচ্ছা কি জান, ওটা আপনি পায়স রাঁধে, আর আপনি ব'সে খায়। আরে রাম রাম, ওটার দিকেও আবার মানুষে চায়।

নারদ। দূর মূর্খ। সুকুমারীর মতন মেয়ে কি আর ত্রিভুবনে মেলে?

পর্ব্বত। বল কি মামা! সুকুমারী তোমার এমন মেয়ে! ভাল, এইবার থেকে আমি দেখাটা অভ্যাস করচি।

নারদ। আহা! পিতৃ-পরায়ণার কি ধীরতা, কি মধুরতা, কি কোমলতা!

পর্ব্বত। যেন মহীলতা। কিন্তু মামা, মহীলতাসুতাসঙ্গাৎ ভেকেন গিলিতঃ ফণীঃ। দেখো মামা, জগতের শমনভয় দূর ক'রে, নিজে যেন গুপ্ত-ঠাকুরের খাতায় উঠো না!

নারদ। মূর্খ, লোকের গুণবর্ণনা করতে, রহস্যের বিষয় কি আছে?

পর্ব্বত। এই যে মামারও একটু একটু রাগ দেখা দিচ্চে রে! আচ্ছা মামা, মনের কথাটী কি বল দেখি।

নারদ। (স্বগতঃ) খেয়েছে এইবারে মাথা খেয়েছে।

পর্ব্বত। তোমার রাগ দেখে আমার ক্রোধ বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছে হচ্চে। বল, মনের কথা কি।

নারদ। (স্বগতঃ) তা আর বলতে দোষ কি! সুকুমারীকে দেখলে আমি তৃপ্তি পাই। তাতে আর দোষ কি আছে?

পর্ব্বত। কি মামা, চুপ করে রইলে যে?

নারদ। (স্বগতঃ) তা থাক্—থাক্—দোষের কথা ত নয়! বল্‌লেও হয়—না বল্‌লেও হয়। বলতে ইচ্ছা করলে এখনি বলতে পারি। না কর্‌লে, নাও পারি।

পর্ব্বত। কি মামা, বলবার আগে গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজচ নাকি?

নারদ। (স্বগতঃ) তা থাক্—এর পরেই বল্‌ব।

পর্ব্বত। কি মামা, বল্‌তে কুণ্ঠিত হচ্চ? তবে বল জল হাতে করি।

নারদ। আচ্ছা বাবা, তুমি যে আমার মনের কথা শুন্‌তে চাচ্চ—তোমার মনে আগে একটা কিছু না উঠলে আর তুমি এ প্রশ্ন করনি। তুমিই আগে বল দেখি তোমার মনের কথাটা কি?

পর্ব্বত। আমাকে আগে জিজ্ঞাসা করলে মামা! বলব—বলব?— বড় লজ্জা করচে।

নারদ। লজ্জা কি, লজ্জা কি—মামার কাছে বলতে লজ্জা কি!

পর্ব্বত। না মামা, ঠোঁটের কাছে এসে আটকে যাচ্চে।

নারদ। (স্বগতঃ) ধরেছে—আমার মতন রোগে ধরেছে।—আহাহা! লজ্জা কি হে! ব'লেই ফেল না।

পর্ব্বত। মামা, ইচ্ছা করচে একবার সংসারী হই।

নারদ। আহা বাবা! এর চেয়ে আর আনন্দের কথা কি কি আছে!

পর্ব্বত। তা মামা, সংসারী হ'লে পতন হবে না ত?

নারদ। আরে রাম রাম—পতন হবে কেন? সংসারী যোগীর তুল্য শ্রেষ্ঠ যোগী কি আর জগতে আছে!

পর্ব্বত। বল কি মামা—তুমি যে আশ্চর্য্য করে দিলে!

নারদ। আমরা সকলেই ত প্রভুর আরাধনা করচি, কিন্তু জনক-রাজর্ষির তুল্য শ্রেষ্ঠ স্থান কে লাভ করেছে?

পর্ব্বত। তবে সংসারী হই?

নারদ। এখনই—কালবিলম্ব নয়।

পর্ব্বত। তা হ'লে আমাকে একটী মামী এনে দাও।

নারদ। দূর মূর্খ, মামী নিয়েই বুঝি তোমার সংসার?

পর্ব্বত। তবে আর কারে নিয়ে সংসার মামা? যথার্থকথা বলতে কি, পায়েস খেয়ে আর আমার স্বর্গে ফিরে যেতে ইচ্ছা হচ্চে না। কে, মামা, সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, সম্বৎসর আমাদের এই বিশ্বোদর পূর্ণ করবে? মামা, আমায় একটী মামী এনে দাও। আমি পেট ভ'রে পায়েস খাই, আর উদ্গার তুলতে তুলতে মহোল্লাসে মামীর আমার গুণ গাই।

নারদ। তার চেয়ে আর এক কাজ কর না। মামার একটী ভাগিনেয় বধূ ঘরে আন না কেন?—মা আমাকে পিতার আদরে পরিতোষ ক'রে খাওয়ান।

পর্ব্বত। কি মামা, আমার কথা বলচ? আমি যে ক'রে কি করব মামা?

নারদ। কি করবে, বৌমাই আমার শিখিয়ে দেবেন।—দেব-গুরু সেবা করবে, অতিথি সৎকার করবে। সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত সন্তানের পিতা হবে, পিতৃমাতৃকুল জলগণ্ডূষ পাবে, বংশের নাম থাক্‌বে—তুমিই বে কর। তুমি রূপবান গুণবান যুবক—তোমার বে করা সাজে। আমি যৌবনগৌরবহীন—আমাকে কন্যা কে দেবে বাবাজী? তুমি বল ত এখনি তোমার জন্য কন্যা সংগ্রহ করি। চুপ ক'রে রইলে যে?

পর্ব্বত। বে কেমন ক'রে করব মামা! না মামা! ও আমার সুবিধে হবে না।

নারদ। এখন আর 'না' বললে চলবে না বাবাজী! আজই আমি তোমাকে সংসারী ক'রে দিচ্চি।

পর্ব্বত। না মামা! তোমার পায়ে পড়ি। রক্ষা কর মামা! আমার বড় ভয় কর্‌চে।

নারদ। এ কি রে পাগল! কাঁপতে লেগে গেলি যে। ভয় কি, ভয় কি! বিবাহ কি বাঘ সিঙ্গি নাকি?

পর্ব্বত। সে কি তুমি বোঝগে। আমায় ছেড়ে দাও। আমি পালাই মামা! আমায় রক্ষা কর।

নারদ। ভয় নেই ভয় নেই! আমি আর তোকে বে করতে বলব না। কাঁপনি কেন—কাঁপিস কেন?

পর্ব্বত। ও আমার সইবেনা মামা! প্রেমটা আমার কখন পোষায় নি, কখন পোষাবেও না।

নারদ। তুমি একটু রাগটাকে যদি খাট কর, তা হ'লেই পোষাবে।

পর্ব্বত। শুধু দুটো খাবার জন্য এতটা করব? তুমি প্রেমিক

যোগী—তুমি যা হ’ক একটা ক’রে ফেল। দাও মামা আমাকে একটী মামী এনে, আমি মামীকে নিয়ে সংসারী হই। আচ্ছা মামা তোমার মনের কথাটী কি বল।

নারদ। আমার মনের কথা কতক ওই রকমেরই বাবাজী! তুমি আমার প্রিয় হ’তেও প্রিয়। আমার ইচ্ছা তোমাকে কিছু কাল ধ’রে মর্ত্ত্যের ভোগটা খাওয়াই। সেই জন্যই তোমাকে কোন রকমে সংসারী দেখ্‌তে আমার বড় ইচ্ছা।

পর্ব্বত। তবে ত ঠিকই হয়েছে—দুই মন এক হয়ে গেছে। তবে মামা! মামীর চেষ্টায় লেগে যাও।

নারদ। বৃদ্ধ বয়সে নাকানি চোবানি খাব, সেটা কি দেখ্‌তে ভাল হবে?

পর্ব্বত। ওটা ত তোমার অভ্যাস আছে মামা! তা ভগবানকে নিয়েই খাও, কিম্বা ভগবান যারে নিয়ে খেয়েছেন, তারে নিয়েই খাও। মামা! যে পায়স খেয়েছি, তার অনুরোধে আমি চুরি পর্য্যন্ত কর্‌তে পারি—বিবাহ ত তুচ্ছ কথা। তবে কি না, তোমাকে দিয়ে যদি কার্য্যটা সমাধা করতে পারি, তা হলে আমি নিষ্কৃতি পাই। জান ত মামা! মাতৃগর্ভ হ’তে প’ড়ে অবধি এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিনি। আর তোমার প্রেম কর্‌তে হ’লে, শুনেছি, কখন বাতাস খেয়ে থাক্‌তে হয়, কখন হা হুতাশ কর্‌তে হয়; কখন আগুনে পড়তে হয়, কখন বা জলে ঝাঁপ দিতে হয়। আর চোখের জল ফেল্‌তে ফেলতে "আদাবন্তে চ মধ্যে চ" বাবা সর্ব্বত্র গীয়তে। আগুন টাগুনে না হয় চোখ কাণ বুজে পড়তে পারি, কিন্তু চোখের জলও ফেল্‌তে পার্‌ব না, আর 'বাবা গো বাবা গো' ক’রে জীবন্ত পিতার তর্পণও কর্‌তে পার্‌ব না।

নারদ। বাবাজী! এক উপায় আছে। তা যদি কর্‌তে পার, তা হ'লে হা হুতাসটাও আসে, আর চোখ দুটোও জলে ভাসে।

পর্ব্বত। কি বল দেখি মামা!

নারদ। তুমি কিছু দিন রমাকে সহচরী করতে পার?

পর্ব্বত। তা হ'লে তোমার পায়েস খাবে কে?

নারদ। কেন বাবাজী!

পর্ব্বত। তা হ'লে মন্দর পর্ব্বত সমেত ক্ষীরোদসাগর যদি খাইয়ে দাও, তবুও তোমার ভাগ্‌নেকে বাঁচাতে পারবে না।

নারদ। কেন বল দেখি?

পর্ব্বত। দেখ মামা! রমার কথা যখন আমার কাণে ঢোকে তখন কাণটা যেন কটাস্ কটাস্ ক'রে ওঠে, পেটের ভিতর পায়েস যেন বেরুবার জন্য আঁচড়্‌পাঁচড়্ করতে থাকে। প্লীহাটা যকৃতের গায়ে ঢ'লে পড়ে; যকৃৎটে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে ঢুঁ মারে। তবু রমাকে ভাল ক'রে দেখিনি মামা! রমাকে সঙ্গিনী করলে কি আর বাঁচব!

নারদ। প্রথম দিন যে হাঁ ক'রে চেয়ে ছিলে!

পর্ব্বত। তখনকার দেখা আর এখনকার দেখা কি সমান! তখন যে ধানের বিচি পেটে পড়ে নি মামা!

নারদ। তবে রমাকে ভাল ক'রে দেখতে আরম্ভ কর, দেখবে প্রাণে অপূর্ব্ব তৃপ্তি পাবে—ক্রোধের উপশম হ'বে। অমন অনিন্দিতাঙ্গী সাধ্বী, সুশীলা বালিকা দেখে যদি মরতেও হয়, ত সে মরণেও সুখ আছে। সে মরণ অমরেরও বাঞ্ছনীয়।

পর্ব্বত। তবে দেখতে আরম্ভ করব? যদি মামা, বিপদে পড়ি!

নারদ। তবে মামা সঙ্গে রয়েছে কি করতে বাবা! (স্বগত) তোমাকে না পাড়তে পারলে আমার আর নিস্তার নাই।

পর্ব্বত। তবে আজ থেকে রমাকে দেখতে আরম্ভ করি?

নারদ। কাল বিলম্ব নয়।

পর্ব্বত। তোমা হ'তে কোনও সুবিধে হবে না?

নারদ। চুপ কর। কারা আস্‌চে।

(রমা ও সুকুমারীর প্রবেশ।)

সুকু। এই যে প্রভুদের আগমন হয়েছে। (উভয়ের প্রণাম করণ) কতক্ষণ এলেন? আমাদের স্নান করতে বিলম্ব হয়ে গেছে—অপরাধ নেবেন না।

নারদ। আরে না না। স্নান করতে একটু বিলম্ব হওয়াই উচিত।

রমা। তা, আমাদের প্রভু, বড় অপরাধ নেই। পাঁচ বৎসরের রুক্ষগায় তেল পড়েছে, সে কি উঠতে চায়! গায়ের তেল তুলতে এত দেরী হয়ে গেল।

পর্ব্বত। এই বারে রমার কথা। তর তর ক'রে সমীরণ অঙ্গে তরঙ্গ তুলে, সে কথামালা কোথা গেল?

নারদ। আজ তোমাদের এমন বিভিন্ন বেশ কেন?

সুকু। রমাকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন তার এবেশ পরিবর্ত্তন। যোগিনীবেশ, কি অপরাধ করেছে প্রভু?

রমা। আচ্ছা প্রভু! রুক্ষ খসখসে, নেড়ানেড়া যোগিনীর বেশ ভাল, কি তেল—চুকচুকে, রঙে টুকটুকে, গন্ধে ভুরভুরে, অলঙ্কারে অঙ্গ ঢাকা গৃহিণীর বেশ ভাল?

সুকু। তোর কি এমন ক'রে প্রভুদের সঙ্গে কথা কইতে লজ্জা বোধ করে না? তুই কেমন ধারা মেয়ে?

পর্ব্বত। সমীর সাগরে সাঁতার কেটে কথার সঙ্গে ছুটবো? না—ওই যে, সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর হয়ে রমার কথা কোথা গেল!

রমা। দেখুন প্রভু!

সুকু। তুই চুপ্ কর্, আমি বলচি।

পর্ব্বত। আহা কথা কচ্চে, কথা কইতেই দাও না ছাই!

সুকু। কেন, আমার কথা কি আপনার ভাল লাগেনা প্রভু!

পর্ব্বত। না—মোটেই না।

সুকু। তবে রমা! তুই কথা ক'। আমি চলে যাই?

পর্ব্বত। তা যাও।

নারদ। মূর্খ! ভদ্রতা কারে বলে আজও শিখলে না!

পর্ব্বত। না, শিখলুম না। কেন ভদ্রতায় কি মানুষের একটা অঙ্গ বাড়ে না কি?

নারদ। দেখ রমা! যার ভাল তার সব ভাল।

রমা। ও কি তোটকচ্ছন্দে জবাব দিলেন, ও আমার ভাল লাগল না।

সুকু। থাম্, আর বেহায়াপনা করতে হবে না।

পর্ব্বত। আহা! কথাটা কইতেই দাওনা ছাই।

রমা। কেন থামব কেন? এই কথা নিয়ে, দেখুন ঠাকুর, দিদির সঙ্গে আমার ভারী তর্ক হয়েছে। ও বলে,—আর তেল মাখবনা, বেশ করব না—যোগিনী সেজেছি যোগিনীই থাকব। আমি বলি যখন ব্রত উদ্‌যাপন হয়েছে, তখন রাজকুমারী আবার রাজকুমারী হব। তেল মেখে স্নান করব, গন্ধচন্দন

গায়ে দেব. উত্তম উত্তম কাপড় পরব, অলঙ্কারে অঙ্গ সাজাব। বল ত ঠাকুর! কোন্ টা ভাল। এই দেখুন—দিদি চুল ঝাড়েনি, গা ঘসেনি, টোপর কেশে যোগিনীর বেশে চ'লে এল। আমি বেশ আভাং ক'রে তেল মাখলেম, গা মাজলেম,—তার পর গন্ধ-চন্দন গায়ে মেখে, চুল বেঁধে, টিপ্ প'রে,—নানাপ্রকারের বেশ-বিন্যাস ক'রে শ্রীচরণ দর্শন করতে এলেম। বলুন ত ঠাকুর, কারে বেশী ভাল দেখাচ্চে!

নারদ। তোমাদের দুজনকেই ভাল দেখাচ্চে।

রমা। না ঠাকুর! এ আপনার মনরাখা কথা।

নারদ। তবে ওই বাবাজীকে জিজ্ঞাসা কর। বলত বাবা পর্ব্বত! তুমিই বলত, কারে দেখাচ্চে ভাল।

পর্ব্বত। রমা! এইবারে আমি তোমায় দেখব। বলত মামা! এর ভেতর কোন্‌টী রমা!

রমা। ওই যেটীর দাড়ী, গায়ে নামাবলী।

নারদ। বাবা পর্ব্বত! রমা যাকে নির্দ্দেশ ক'রে বল্‌চে, সেই রমা।

পর্ব্বত। কথা বিলাসিনি! তুমি কথা কও।

রমা। আমি আর কথা কইব না। ঠাকুর! এত যত্ন ক'রে পায়েস খাওয়ালেম! আমায় চিন্তে পারলেন না? আমি আর কথা কইব না।

পর্ব্বত। না রমা! তুমি কথা কও। আমি এইবার তোমাকে দেখব। আমি এত দিন কেবল তোমার পায়েস দেখেছি।—এইবার দেখব—তুমি, তোমার পায়েস আর তোমার কথা—এ তিনের ভিতরে কোন্‌টা বেশী মিষ্ট।

সুক্‌। ঠাকুর! রমার পায়েস খেয়ে আপনার মুখে সুখ্যাতি ধরে না—আর আমি যে এত যত্ন ক'রে আপনার সেবা করলেম—পেটটী ভরিয়ে পায়েস খাওয়ালেম—আমার সম্বন্ধে ত একটী কথাও কইলেন না!

পর্ব্বত। তোমার পায়েস টক।—তোমার পায়েস খেয়ে আমার গাল ছড়ে গেছে।

সুকু। ছিছি! তুমি ঠাকুর খোসামুদে!

পর্ব্বত। কি—কি—কি বললে?

রমা। বলবে আর কি—যথার্থই ত তুমি খোসামুদে। আমি পায়েসে এক কাঁড়ি তেঁতুল গুলে দিলেম—আমার পায়েস হ'ল মিষ্টি, আর দিদি এক বস্তা চিনি দিলে, তার পায়েস হ'ল টক!

সুকু। ছি ছি ঠাকুর, তুমি এমন! আসুন প্রভু! শুধু আপনাকে আহার করাই।

পর্ব্বত। দেখ মামা! তুমি থাক্‌তে হয় থাক। আমি যদি আর এখানে একদণ্ড থাকি—

নারদ। আরে গেল! চট কেন?

পর্ব্বত। আমায় অপমান!

নারদ। আরে মূর্খ! অপমানটা হ'ল কি সে! তামাসাও বোঝ না?

পর্ব্বত। তামাসা বুঝতে হয়, তুমি বোঝ।—তুমি আমার চেয়ে কি সে বড়? বয়সে আর সম্পর্কে—এই ত তোমার অহঙ্কার! তা না হ'লে তুমি কিসে বড়? তুমি করযোড়ে কেঁদে কেঁদে, ছন্দোবন্ধে গাণ বেঁধে, হরি হরি ব'লে, যেন কচি-ছেলে আবদার ক'রে ভগবানের কাছে গিয়েছ। আর আমি আপনার জোরে,

সাধনার ডোরে হরিকে বন্ধন ক'রে কাছে এনেছি। তুমি আমার চেয়ে কিসে বড় ?

নারদ। আরে মূর্খ ! তুমিই না হয় বড় হ'লে, তাতে হ'ল কি—অপমানটা কিসে হ'ল ?

পর্ব্বত। তোমায় আপনি আপনি ক'রে কথা কইবে, আর আমাকে বলবে তুমি !

নারদ। আ পাগল! তাই তোর রাগ! আমি মনে কর্‌লেম, হটাৎ নাজানি বাবাজীর ঘাড়ের কোন্ শিরটে ছিঁড়ে গেল।

রমা। আমি মনে কর্‌লেম, ঠাকুর বুঝি ষট্‌চক্র ভেদ কর্‌লে।

পর্ব্বত। ওই শোননা—আমি কখন থাকৃব না।

স্কু। প্রভু! মার্জনা করুন। আমরা জ্ঞানহীনা নারী—আমরা কি আপনার মহত্ত্বের মর্ম্ম বুঝতে পারি! রহস্য কর্‌তে গিয়ে কি বল্‌তে কি বলেছি। ঠাকুর আমাদের ওপর ক্রোধ কর্‌লে আমরা যাই কোথায়? বলুন প্রভু! আপনার রাগ গিয়েছে।

পর্ব্বত। আমি কি রেগেছি স্কুমারি! তোমরা আমার অন্নদাত্রী—ক্ষুধানল সাগরের নিস্তারকর্ত্রী—তোমাদের উপর কি রাগ কর্‌তে পারি! ও আমি রহস্য কর্‌ছিলেম—মামাকে ভয় দেখাচ্ছিলেম।

স্কু। চল্ রমা! ঠাকুরকে আজ পেট ভ'রে পায়েস খাইয়ে দিবি চল্।

রমা। এস ঠাকুর! আমার রান্নাঘরের দোর আগ্‌লে বসবে এস। সে থানে ব'সে কেমন পায়েস রাঁধি দেখ্‌বে এস।

পর্ব্বত। আমি কিছুতেই যেতেম না, শুধু মামার খাতিরে যেতে হ'ল।

নারদ। ভাগ্নের ত কর্ত্তব্য কাজই তাই।

রমা। কই আবার তুমি বললুম, রাগ কর্‌লে না যে! দেখ ঠাকুর! তোমায় যে যেমন বলে বলুক, যে যেমন দেখে দেখুক, আমি কিন্তু তুমি রাগলে, দেখি ভাল।

পর্ব্বত। বটে!—তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! মামা! এই ভবে তোমার মর্ত্তভোগের ইতি।

[বেগে প্রস্থান।

সুকু। কি করলি হতভাগা মেয়ে?

নারদ। ওহে পর্ব্বত! রাগ ক'রনা—ফের, ফের। ওহে বাবাজী! ফের,—

রমা। ভয় কি—ঠাকুর যাবে কোথা! আমার হাতের নিমঝোলকেই যখন ঠাকুর পায়েস মনে ক'রে খেয়েছে, তখন আর ঠাকুর যায় কোথা!

সুকু। চলে গেল—আর যাবে কি।

রমা। দেখবেন—ফেরাব?—(উচ্চৈঃ) ও ঠাকুর যাচ্চে যাক্। আপনি কোথায় যান্? আজ আমি ক্ষীরপুলি দিয়ে পায়েস রাঁধব, ছানার ডালনা করব—খাবে কে? উচ্ছের শুক্ত, টক দিয়ে মুগের ডাল, পোস্তোর ঝালবড়া! দুজনেই চ'লে গেলে খাবে কে?—দেখেছ চাল কমে এল।

সুকু। সত্যিই ত লো!

নারদ। রমা! তুমি ভুবনেশ্বরী হও।

রমা। আলু দিয়ে, বেগুন দিয়ে, বরবটী দিয়ে, পাঁচ ফোঁড়ন দিয়ে চড় চড়ি! আমসীর গুড় অম্বল!

নারদ। ফিরেছে—ফিরেছে।

রমা। না ফিরে যাবে কোথা?

(পর্ব্বতের পুনঃপ্রবেশ।)

সুকু। দেখিস্—আর যেন কিছু বলিস্‌নি।

নারদ। না রমা—আর কিছু ব'ল না।

পর্ব্বত। আমার কমণ্ডলুটো কোথায় রেখেছ দাও।

রমা। সে, ক্রোধানলে পুড়ে গেছে।

নারদ। বাবাজী! তোমার হাতে ওটা কার কমণ্ডলু?

পর্ব্বত। (হস্ত নিরীক্ষণ করিয়া) তবে আমি আবার চল্লেম।

সুকু। না ঠাকুর! আর যেতে হবে না। এত আয়োজন করেছি কার জন্যে?

রমা। তোমার জন্যে আমি হাত পুড়িয়ে মরুচি—তোমায় না খাইয়ে ছেড়ে দেব মনে করেছ না কি? নাও, চল।

পর্ব্বত। না—আমি যাবনা।

নারদ। আবার যাবনা কেন?—চল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

লতাকুঞ্জ।

জনার্দ্দন ও ক্ষেমঙ্করী।

ক্ষেম। যোগী ঋষি, যোগী ঋষিই আছে,—তোরে তারা বক্‌বার কে? তুই আমার ভাঙা ঘরে জ্যোছনার আলো—তুই আমার মন্দের ভালো। হ'লেই বা তারা স্বগ্‌গের মানুষ! তারা তোরে বক্‌বার কে?

জনা। দেখ্‌ ক্ষেমা দিদি! রাজা যদি করে খুন, ত সেটাও একটা গুণ। তুমি আমি তাই দেখে যদি কাঁদি, তা হ'লেই বিধি বাদী—মা লক্ষ্মী অমনি শাক কড়ি, কুণকে ধানের হাঁড়ী, পদ্মাসন সমেত পেঁচার পিঠে চাপিয়ে, সর্ব্বাঙ্গে তেল মাখিয়ে খিড়কীর দোর দিয়ে সরেন। রাজার গুণ দেখে যদি হাসি, তা হ'লেই কোটালরূপসী প্রেমের রশী দিয়ে দুটী হাত বেঁধে, গাধার কাঁধে চাপিয়ে, চল্‌ শালা, হেট্‌ শালা বল্‌তে বল্‌তে ঘানিগাছে জুতে দেন। ক্ষেমা দিদি! যোগী ঋষির প্রেমের কথায় থাকিস্‌নে।

ক্ষেম। তাই ত! প্রেমের কথায় থাকাত বড় দায় হ'ল!—হাঁ রে ভাই! তাদের লক্ষণটা কি দেখলি বল্‌ দেখি!

জনা। সব অলক্ষণ—কাঁড়ি কাঁড়ি খাচ্চে, আর গাঁ গাঁ ক'রে চেঁচাচ্চে। আর যে কাছে আস্‌চে, তারেই মা ভৈঃ মা ভৈঃ ক'রে তেড়ে যাচ্চে। চল্‌ দিদি আমরা দেশ ছেড়ে যাই।

ক্ষেম। তাই ত দাদা! তাই ত দাদা! কেমন ক'রে যাই বল্। মন গেছে রসাতল—গিয়ে বল্ করব কি, খিদে পেলে খাব কি?

জনা। তাই ব'লে যে কাঁড়ি কাঁড়ি ফুল তুলে, দুটো উচ্ছে, দু'টো কলমীশাক, আর তলার মুটো থানেক ধরা ভাত খেয়ে মর্‌ব, তা আর পারচি না। এবারে বেরুলে আর ফিরচি না। রাজা, মেয়েদের দিলে বুড়োবর,তাদের না আছে পয়সা না আছে ঘর—কেবল ঝুড়ী প্রমাণ রাগ আছে। ধরাই হ'ক পোড়াই হ'ক, আজ তবু দুমুটো খাচ্চি, কাল আর পাচ্চি না। পায়েস হাঁড়া হাঁড়া, গুড় অম্বল ঘড়া ঘড়া, যতক্ষণ দেখচি ততক্ষণ বেশ আছি। হাত দিয়েছি ত মরেছি। অম্‌নি দিদিরাণীরে ছুঁলি—সর্ব্বনাশ কর্‌লি,বল্‌তে বল্‌তে মারতে আসে। শালপাতা আর তেঁতুল দিয়ে তোরে সব মাজিয়ে নেয়। ঘস্‌তে ঘস্‌তে তোর হাতে খিল ধরে। তাই দেখে যদি মনের কষ্টে চোখে জল ঝরে, অমনি রমাদিদি কাণে মন্তর ফুঁক্‌তে থাকে। সে মন্তরের তাড়ায় প্রাণ ধুঁক্‌তে থাকে। বলে ঠাকুরদের ভক্তি ক'রে সেবা কর্, মুক্তি হবে।

ক্ষেম। তা তোর হবে, মুক্তি তোর ঠিক হবে।

জনা। আ মরণ! ডাইনি তুই মরবি কবে! সকাল সকাল মুক্তি হ'লে তোর গতি করবে কে? ওরা কি আর তোরে দেখবে?—তোর অদৃষ্টে তা হ'লে ভাগাড় আছে।

ক্ষেম। কি বল্‌লি! আমাকে ভাগাড়ে যেতে হ'বে!

জনা। আরে বুড়ী! তুই যাবি কি বল্‌চি? ভাগাড় তোর কাছে আস্‌বে।—বল্ দেখি ঠাকুররা এসে অবধি কদিন তোর খোঁজ নিয়েচে? তোরে কত পায়েস পিঠে দিয়েছে?

ক্ষেম। পায়েস আমি চিবুতে পারি না ব'লে, ওরা আমাকে

ডেঙ্গো কুমড়োর ডাঁটা খেতে দেয়। আম কাঁঠালের রস খেলে বিষম লাগে ব'লে, আমাকে ছাতু খাওয়ায়। দেখ্ জনা! তোর দিদিরাণীরে আমায় বড্ড ভাল বাসে। আর তোর দাদাঠাকুররোও যে বাসে না, তা নয়। বড়ঠাকুরটী আমাকে দেখলে কাছটীতে বসিয়ে হরিনাম শোনায়, বীণায় গান গায়, আর পুরাণের গল্প করে। ছোটঠাকুরটী আমায় দেখলেই বগল বাজায়, আর বম্ বম্ বম্ বম্ ক'রে তাথেই তাথেই নৃত্য করে। বলে বুড়ী! তোরে দেখ্‌লেই আমার কৈলাসের কথা মনে পড়ে।

জনা। ও হরি! তা জানিস না বুঝি! কৈলাসে একটা ডাইনি আছে, তারে ঠাকুর বড় ভাল বাসে। সে খুকুর-খুকুর কাসে, মিটির-মিটির চায় আর থাকে বেলতলায়। তার মূলোর মতন দাঁত, তালগাছের মতন হাত, কুমীরের মতন হাঁ, গণ্ডারের মতন গা। তোরে ঠিক তার মতন দেখতে কি না, তাই তোরে দেখলে তার কৈলাসী নেশা হয়।

ক্ষেম। তবে রে হতভাগা! (প্রহারোদ্যত)।

জনা। মারতেই যদি হয়, ত আগে কথা শোন্।—বল্ দেখি দিদি! পাহাড় জ্বলে কি জঙ্গল জ্বলে।

ক্ষেম। আমি এত কথা একেবারে বলতে পারব!

জনা। এও কি একটা কথা! তবে আমি যখন জিজ্ঞেসা করচি, তখন চোক কাণ বুজে'ব'লে ফেল্।

ক্ষেম। ও দুইই জ্বলে।

জনা। আহা দিদি! মরে যেন তুই জন্ম জন্ম জন্ম-বিধবা ক্ষেমাদিদি হ'স। দুইই জ্বলে তবে তাতের কিছু মাত্রা প্রভেদ। আর পাহাড় জ্বললে পাঁকের কাঁড়ি, জঙ্গল জ্বললে ছাই।

ক্ষেম। তোর বালাই নিয়ে মরে যাই। তুই ঠিক বলেছিস্। তোর ঠাকুরদা একবার একটা পাহাড়ে মেয়ের সঙ্গে পিরীত করতে গিছল; তা সে রসিকতা ক'রে এক কাঁড়ি পাঁক তোর দাদার গায়ে ঢেলে দেয়। আমাকে বে করবার পর পর্য্যন্তও পাঁকের গন্ধ তার গায়ে ছিল।

জনা। তুই গন্ধটা কোন্ চেটে নিয়েছিলি।

ক্ষেম। মুখে আগুন তোমার।

জনা। আমর্! মুখে আগুন কেন? তা হ'লে এ বুড়ো বয়সে আর পাত চেটে মরতিস্ না। ও দুর্জ্জয় খিদের দমন হ'ত— চিরকালের মতন মরে যেত। তাহলে দেখ্তে দেখ্তে টপাস্ ক'রে আমার ঠাকুরদাদাকে গালে তুলে দিতিস না।

ক্ষেম। আমি শুনে, তোর ঠাকুরদাদাকে খ্যাঙরা মেরে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়েছিলেম। তা'র গন্ধ চেটে নেবো?

জনা। আহা! দিদি! তুই সাবিত্রী। তুই অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তি তারা মন্দোদরীস্তথা।

ক্ষেম। মিছে নয় ভাই! যে আমার রান্না খেয়েছে, সেই আমাকে দ্রৌপদী বলেছে।

জনা। দিদি! তোর পতিভক্তিটে একবার নল্তেকে শিখিয়ে দিস্ ত; যাতে শিগ্‌গির-শিগ্‌গির তোর মতন ধাত পায়, দুটো পাঁচটা দেখ্তে দেখ্তে পেটে পূরতে পারে।

(ললিতার প্রবেশ।)

ললিতা। চেপে ধর্! জনার মুখটা চেপে ধর্। দেখলি দিদি! জনার আক্কেল দেখলি?

ক্ষেম। তুই মরণা রে পোড়ারমুখো! নলতে আমার জন্ম-এয়ো হয়ে থাক্।

জনা। হাঁ—হাঁ, তা হ'লেও হয়।

ললিতা। ভিমরতি বুড়ী, বল্লি কি! জনা যে আমার বর—আমি যে তোর নাতবউ!

ক্ষেম। ও মা! কোথায় যাব! তুই আমার নাতবউ! জনা তোর বর?

জনা। তা জানিসনে বুঝি দিদি! আমি তোর নাতজামাই।

ক্ষেম। ও মা কি নজ্জার কথা! তুই আমার নাতজামাই! আমি এতক্ষণ জামাইয়ের সঙ্গে কথা কইলুমরে! (ঘোমটা দেওন)

জনা। ও দিদি করলি কি!

ললিতা। ও দিদি করলি কি! ও দিদি কম্‌নে গেলি!

জনা। ও দিদি আজকের মতন কথা ক'।

ললিতা। ও দিদি ঘোমটা খোল্।

জনা। ও দিদি বদন তোল্।

ক্ষেম। ওরে আমার বড় নজ্জা করচে।

জনা। শোন! বড় দিদি রাণী রাঁধবে; ছোট দিদি রাণী যোগাড় দেবে; হাঁড়ি হাঁড়ি পায়েস হবে, গাড়ি গাড়ি পিঠে হবে। কিন্তু দিদি! আমার বরাতে বুঝি খাওয়া হ'ল না।

ক্ষেম। (ঘোমটা খুলিয়া) কেন দাদা জনার্দ্দন!

ললিতা। তোর মূর্ত্তি দেখে ওর বুক ধড়ধড় করচে।

ক্ষেম। ডুমুরের ফুল, চাঁপ'কলার বিচি, জামরুলের ছাল, মাগুরের আঁশের সঙ্গে বেটে খাইয়ে দে—ঝাঁঝাঁ থিদে হবে এখন।

জনা। ও বাবা! কেমন করে খাব গো!

ক্ষেম। কেন সবাই যেমন করে খায়,—পাণের রস আর মধুর সঙ্গে মেড়ে খাবি। নিদেনের চরকা-ঠাকুরের দোহাই দিয়ে পাণের রস আর মধুর সঙ্গে গোবর গুলে দিলেও অষুধ হয়।

জনা। না দিদি তা আমি কোন মতেই খেতে পারব না।

ক্ষেম। তবে ঘাড়ে পেরলেপ দিস্।

জনা। নলতে আমার হয়ে খেলে, আমার এ রোগ সারবে কি বলতে পারিস্?

ললিতা। তা হ'লে আমি যখন মরে যাব, তখন দিদির অষুধ আগুনে ফেলে দিস্। বাঁচলুম ত বাঁচলুম; না বাঁচি ত পরকালেও কাজ দেখবে।

জনা। দেখলি—তোর নাতবৌএর আক্কেল দেখলি!

ক্ষেম। তা,—হাঁ নাতজামাই! নাতবৌকে আমার পছন্দ হয়েছে? তা হয় ত বল্—দুহাত এক করে দিই।

ললিতা। আহা দিদি! তুই মেয়ে প্রজাপতি। কি মিলটাই ঘটালি!

নাতজামাই নাতবৌ হলাগলা ভাব,
পুঁইমাচাতে রাঙা-আলু, পল্‌তা ক্ষেতে ডাব।

জনা। কিন্তু হ'লে কি হবে দিদি! তোর নলতে, আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। তাইতে আমার শরীর শুকিয়ে যাচ্চে।

ললিতা। আমি একটা অষুধ বলে দেব, খাবি? দুদিনে দেহ পূরে উঠবে।

জনা। সে অষুধ রাজ-কবিরাজেও বিশ বৎসরে শিখ্‌তে পারে না, না? দে ত নলতে!—কি বলিস্ দিদি খাব?

ক্ষেম। খা'না খা'না। আমি নলতেকে সে সব অষুধ শিখিয়ে দিয়েছি।

ললিতা। এই ক্ষেমা দিদির ঘাড় পেঁচিয়ে রক্ত বার ক'রে, যদি সর্ব্বাঙ্গে মাখাতে পারিস্—

ক্ষেম। তবে রে ডাইনি! তোর যত বড় মুখ তত বড কথা!—দেখ দিদি এই ছুটোতে প'ড়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করচে।

(রমার প্রবেশ।)

রমা। হাঁ রে নলতে! তোর ও কি রকম আক্কেল! তুই কচি মেয়ে, সহবৎ শিখ্‌বি, না গুরুজনের সঙ্গে ঝগড়া করচিস্!

জনা। ঝগড়া করব কেন—ক্ষেমা দিদিকে প্রেম শেখাচ্ছি। নলতেকে বলচি এককাঁড়ি রাঁধ্, তারপর। 'সব খাব কাউকেও দেব না' ব'লে উপোষ ক'রে থাক্। আর ক্ষেমা দিদি 'খাব না— খাব না' ক'রে নাকে দিয়ে চোঁৎ ক'রে টেনে নিক। ছোট দিদি রাণী! নলতেকে অরুচি শেখাতে পার?

রমা। আর অরুচি শেখাতে হবে না। ঠাকুররো আজ কিছু খেতে পারেনি—সব ফেলে উঠে গেছে। তোরা কে কত খেতে পারিস্ দেখব। আয় শিগ্‌গির আয়।

জনা। আহা! ছোট দিদিরাণী! আর ছুদিন আগে যদি ঠাকুরের দিকে সুনয়নে চাইতে, তা হ'লে না খেতে পেয়ে নলতের আমার কণ্ঠা বেরুত না।

ক্ষেম। সত্যি দিদি! নলতের মুখের দিকে চাওয়া যায় না। মেয়েটার কি হল!

ললিতা। না দিদি রাণী! জনার কথা শুনো না। আমি আগের চেয়ে মোটা হয়েছি ব'লে, ওরা ছুজনে প'ড়ে চোখে-চোখে আমায় খেলে।

রমা। বটে রে মুর্খ!—তবে আমি ঠাকুরকে ভালবাসি ব'লে,

বুঝিঠাকুর আধপেটা খেয়ে উঠে গেল মনে করেছিস্! হতভাগা ছেলে,আমি ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করি দেখ্‌তে পাস না? তোর বড় দিদিরাণীর কথা বলতে পারিস বটে—আমাকে বলতে পারিস না।

জনা। মুখ্‌খু না হ'লে কি সূক্ষ্ম নজর হয়? দে ত ললতে শুনিয়ে। শোন্ দিদি! বল্ দিদি—কথাটা ঠিক কি না।

ললিতা। বলব দিদিরাণী?

রমা। কি বলবি বাঁদর মেয়ে?

জনা। বটে—কি বলবি!—তবে নিশ্চয় বল্ ললতে!

গীত।

প্রেমের কি সে ধার ধারে।
প্রেমের কথায় কাণ দিতে সই, প্রাণ নিতে যেই সাধ করে।
প্রেমের বোঝা বয় লো সই যারা,
প্রেম ধরিতে ফাঁদ পেতে সই. আপনি দেয় ধরা।
শেষে সব বিকায়ে, মূল হারায়ে, দাম দিয়ে তার পায় ধরে।

রমা। হাঁ রে বাঁদর মেয়ে! তবে দেখি আজ তোদের কে খেতে দেয়।

[রমার প্রস্থান।

জনা। দেখলি ক্ষেমা দিদি, ছোট দিদিরাণীকে কেমন ঠোকরটা মারলুম—মাথাটী গোঁজ ক'রে চ'লে গেল!

ক্ষেম। বেশ করেছিস্ দাদা—বেশ করেছিস্। আমাকেও ভাই, তোরা ওই রকম ক'রে একটা আধটা ঠোকর মারিস্ ত।

জনা। না দিদি তোরে ঠোকর মারতে পারব না। তুই মাথাটী গোঁজ করলেই বাকী দাঁতগুলি ঝর ঝর ক'রে প'ড়ে যাবে।

ললিতা। মাথা গোঁজ কল্লেই দিদি, কোলকুঁজো হয়ে যাবি। তা হ'লে রোজ তোর কুঁজের সেবা করবে কে?

জনা। তুমি পাকাবুড়ি শালেরগুঁড়ি তোমায় মারলে বান।

ললিতা। ঠিকরে এসে রগটী ঘেঁসে কেড়ে লবে প্রাণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—০:০—

তৃতীয় দৃশ্য।

——

শিব-মন্দির।

নারদ পূজায় উপবিষ্ট।

গীত।

উথলে উঠে যে প্রাণ, হে ঈশান!
এ কেমন তব ভালবাসা এ কেমন আপনদান।

(সুকুমারীর প্রবেশ।)

সুকু। প্রভু! আপনার শিবপূজা হয়েছে?

নারদ। কেও—সুকুমারি!

সুকু। আজ্ঞে হাঁ—আপনার পূজা সাঙ্গ হয়েছে?

নারদ। হাঃ হাঃ—আমার আর পূজাই বা কি, আর তার সাঙ্গই বা কি!—তা দেখ সুকুমারি! পূজা—ও একটা মায়িক প্রক্রিয়া; আর ক্রিয়াকলাপটা কি জান? ও যেন ভগবানের সঙ্গে আলাপটা করবার কার্য্যটা। ও যেন বেশভূষা ক'রে গিয়ে, উপঢৌকন হাতে নিয়ে, ভগবানের দ্বারের কাছটীতে গিয়ে বলাটা—প্রভো! নারদোহং ভবৎসমীপমাগত্য ত্বামনুগ্রহং যাচয়ামি।

তারপর দয়াময় বংশের পরিচয়, আকাঙ্ক্ষা সমুদয় জেনে, ভেবেচিন্তে বুঝে, দুটো আলাপ করতে হয় করলেন, না হয় একটা আধটা ফল দরোয়ানের হাত দে দিয়ে, অমনি দরোয়ানকে দিয়েই সোজা পথ দেখিয়ে দিলেন।

সুকু। তবে কি প্রভু! পূজায় কোনও ফল নেই ?

নারদ। ফল নেই সেকি কথা—কাজের ফল আছে বইকি! খাতায় নাম ওঠে। যদি কখন হাটে-মাঠে, পথে ঘাটে, শ্মশানে-মশানে বিপদাপদ ঘটে, তাতে পরিচয়টায় অনেক উপকার দেখে।

সুকু। তবে কি আমরা আর পূজা করব না ?

নারদ। দরকার কি ? তোমাদের পূজার যে বিশেষ কিছু প্রয়োজন তা ত দেখি না।

সুকু। শঙ্করের আরাধনা ক'রে, আপনার ন্যায় অতিথির চরণদর্শন রূপ মহাফল লাভ করলেম—আর বলেন কি না পূজায় প্রয়োজন কি!

নারদ। একেবারে বিশেষ কিছু যে অপ্রয়োজন তাও ত দেখি না। তা হ'লে তোমরা পূজা করলেও করতে পার।

সুকু। তবে কি আপনি আর শিবপূজা করবেন না ?

নারদ। তোমায় যদি পূজা করতে হয়, তা হ'লে আমাকেও করতে হবে বৈকি! সাকার-পূজা কেবল ফলের জন্য। আর ফল কামনা কে না করে সুকুমারি! হাঁ, তা—হাঁ সুকুমারি! আমার এখানে আগমন তোমার ফল ব'লে জ্ঞান হয়েছে ?

সুকু। প্রভু! আপনি শঙ্করের আরাধনা করুন।

নারদ। এই যে কচ্চি, এই যে কচ্চি। তা হ'লে আমার হাতে কতকগুলো তুলসী দাও ত।

সুকু। শিবের পূজায় কতকগুলো তুলসী কি হবে ঠাকুর!

নারদ। হাঃ হাঃ হাঃ! এ কথাটা বলতে পার। ভাল সুকুমারী! তুলসীর ওপর তোমাদের এত রাগ কেন? মা লক্ষ্মী ত তুলসীর নাম শুনলেই জ্বলে যান।

সুকু। আপনি বড় তুলসী ভাল বাসেন ব'লে। নিন্—বিল্বপত্র নিন্—নিয়ে শিগ্‌গির শিগ্‌গির পূজা সারুন। পর্ব্বত ঠাকুর আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন।

নারদ। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং। দেখ সুকু-মারি,—

সুকু। আবার সুকুমারী কেন প্রভু!

নারদ। আবার সুকুমারী কেন! হাঃ হাঃ! 'ম'য়ে সুকুমারী 'হ'য়ে সুকুমারী, 'শ'য়ে সুকুমারি—আর রজতগিরির উপত্যকা, অধিত্যকা, গহ্বর, ঘর্ঘর, শৃঙ্গ—সব সুকুমারী।—সে কথা যাক্—বলছিলেম কি—হাঁ—দেখ সুকুমারি! ভগবৎসেবায়—অনাহারে, অনিদ্রায়, আগ্রহে, উৎকণ্ঠায়, ভক্তিমতী রমণীর মুখ যে কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, যে তা না দেখেছে, সাধ্য কি সে সেরূপ অনুমান করে।

সুকু। পর্ব্বতঠাকুর আপনার জন্য আহার করতে পারচেন না।

নারদ। এই যে চল না—আমিও ত আহারের জন্য প্রস্তুত।

সুকু। ধ্যান করতে করতে, আবার বন্ধ ক'রে উঠলেন কেন?

নারদ। বন্ধ করব কেন! তবে কোন্‌খানটা পর্য্যন্ত বলেছি বলত।

সুকু। প্রভু! আপনি কি করচেন, তাও বুঝতে পারি না—আপনি কি বলচেন, তাও বুঝতে পারচি না।

নারদ। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রংতাবং রত্নকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং'—দেখ, মহেশের ধ্যানের ভিতর অনেক গলদ। রজতগিরি, চন্দ্র, রত্ন—এসকল ছাড়া, তুলনা করবার কি আর ভাল জিনিষ মিল্‌লো না।

সুকু। এ সকলের চেয়ে আর কি সুন্দর আছে ঠাকুর!

নারদ। ঠিক বলেছ—ভক্তিসুধামাখা, উপবাস-মলিন রমণীর মুখের যে সৌন্দর্য্য—সে সৌন্দর্য্য কল্পনায় আসে না। সে সৌন্দর্য্য বিধাতার তুলিতে অঙ্কিত হয় না। সুকুমারি! সে রূপের তুলনার মর্ম্ম বুঝবে কে? সে রূপ মুণিমনোহারী।—সুকুমারী! তোমার সৌন্দর্য্যে আমি বিমুগ্ধ হয়েছি।

সুকু। প্রভু! শঙ্করের আরাধনা করুন।

নারদ। সুকুমারি! তোমার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হয়েছি। তোমার এই লজ্জাবিনম্র বদনের তলদেশে কোটী স্বর্গরাজ্য অবস্থিতি করে। সুকুমারি! সুকুমারি!—

সুকু। প্রভু! পূজা করতে ইচ্ছা না থাকে ত চলে আসুন, ভোজনসময় উপস্থিত।

নারদ। আমি আবার কার পূজা কর্‌ব সুকুমারী! শঙ্করের ঘরে আমার এত বিল্বপত্র জমেছে, যে তার একটা কম্‌লে কি বাড়লে এখন আর হ্রাসবৃদ্ধি নাই। সুকুমারি! তুমি আমার কে।

সুকু। পিতার আদেশে আমি আপনার সেবায় নিযুক্ত।

নারদ। বেশ বেশ। দেখ সুকুমারি! পিতার আদেশে যে আপনাকে চালিত করে, তার গম্যপথের একমুষ্টি ধুলায়, শত অমরাবতী ক্রয় করা যায়।—তা—হাঁ পিতৃপরায়ণা! পিতার আদেশপালনই যদি তোমার কাজ, তা হ'লে তুমি আমার কে?

সুকু। আমি আপনার সেবিকা—দাসী।

নারদ। বেশ বেশ—আরও বেশ। সুকুমারি! তুমি জগদীশ্বরী হও। ভাল, তুমি যদি আমার দাসীই হও—তা হ'লে প্রভু যদি দাসীকে কোন আদেশ করে, তবে দাসীর কি করা উচিত?

(নেপথ্যে। মামা! মামা! বলি ও মামা!)

সুকুমারি! চলে যাও, চলে যাও। দে'খ—পর্ব্বুতে ছোঁড়া যেন এদিকে আসে না। (উপবেশন।)

(রমার প্রবেশ।)

রমা। প্রভু! ছোট ঠাকুর পাত কোলে ক'রে চোক রাঙাবার জোগাড় করেচে। (নেপথ্যে। মামা! ও মামা!)—ওই শুনুন—আপনার পূজা শেষ হয়েছে?

(পর্ব্বতের প্রবেশ)।

পর্ব্বত। ও কি মামা!—হচ্চে কি? ধ্যায়েন্নিত্যং পড়তে কি এক বৎসর লাগে!

রমা। এই বারণ করে এলেম, আবার উঠে এলে যে!

পর্ব্বত। তুমি চলে এলে, কতকগুলো কথা কোন্ আমার কাছে রেখে এলে। আমি সেই কথাগুলো লয়ে পায়সসাগরে ছিনিমিনি খেলতের।

নারদ। ধ্যায়েন্নিত্যং—

পর্ব্বত। ও কি মামা! সমস্ত দিনে রজতগিরি পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারনি! না—মামা আমার, মৃত্যুঞ্জয়ের প্রেতকৃত্য সমাধা না ক'রে আর উঠচেন না।

সুকু। ছোট ঠাকুরের যদি ক্ষুধা এতই প্রবল হয়ে থাকে, তা হ'লে রমা, ঠাকুরকে আগে দিগে যা না।

নারদ। হুঁ হুঁ—হুঁ হুঁ (ইঙ্গিতে অনুমতি প্রদান)

রমা। হাঁ দিদি! আহারযোগে যদি ভগবান মেলে, তবে যোগীরা রাজযোগ হটযোগ ক'রে নাখেয়ে নাখেয়ে শুকিয়ে মরে কেন? ছোট ঠাকুরের কাণ্ডকারখানা দেখে, শাস্ত্রে আর দেবতাতে আমার অভক্তি হয়ে গেছে।

পর্ব্বত। মামা! তোমার পূজো রাখ, রেখে আমার একটা কথা শোন।

নারদ। এই যে বাবা! কি বলবে বল না বাবা! এই যে আমি শুনচি বাবা!

পর্ব্বত। দেখ মামা! এত দি'নর তপস্যায় যদি কিছু জ্ঞান জন্মে থাকে, তা হ'লে ঠিক বুঝেছি, এই মেয়েটী বড় প্রগল্‌ভা।

রমা। দেখ্ দিদি! এত দিনের শিব আরাধনায় যদি কিছু বুদ্ধি শুদ্ধি হয়ে থাকে, তা হ'লে ঠিক বুঝিছি, এই ঠাকুরটী কেবল বচনবাগীশ।

পর্ব্বত। তোমার কোনও গুণ নাই।

রমা। আর প্রভু গুণের সাগর। সে সাগরের এক গণ্ডুষ জল পেটে পড়্লে, অন্নপ্রাশনের ভাতপর্য্যন্ত ঠেলে উঠে। একটু ছিটে গায়ে লাগলে বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত জ্বলে যায়।

সুকু। চলুন, চলুন। ও মুখরা—ওর সঙ্গে তর্ক কর্‌লে কেবল রাগ বাড়বে।

পর্ব্বত। দেখ মামা! তুমি আমাকে কি দেবে বলেছিলে।

এই রমাটাকে আমাকে দিয়ে দিতে পার ? আমি ওরে একবার জটায় বেঁধে ত্রিভুবনের জল খাইয়ে নিয়ে বেড়াই।

রমা। তাই দিন ত প্রভু ! আমি ঠাকুরকে দিয়ে পায়েস রাঁধবার কলসী কলসী জল তোলাই।

সুকু। এ ত সুখের কথা। ঠাকুর ! রমাকে পছন্দ হয়েছে ?

পর্ব্বত। পছন্দ অপছন্দ বুঝি না। আমি ওকে জব্দ কর্‌ব।

রমা। আমিও পছন্দ অপছন্দ বুঝি না—আমি ঠাকুরকে রান্নাঘরের ধোঁয়া খাওয়াব।

নারদ। দেখ রমা ! তুমি আমার ভাগ্‌নেকে চেন না—তাই অমন কথা বলচ। বাবাজী আমার দ্বাদশ বৎসর বায়ু আহারে কঠোর তপস্যা ক'রে, স্বর্গপথের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। ওকে প্রেমবন্ধনে বাঁধা ভগবানেরও সাধ্য নাই।

রমা। আপনার ভাগ্নেটী সাধনার সময় কত বায়ু উদরস্থ করেছেন ? উনপঞ্চাশের সব খেয়েছেন কি দুটো একটা বাকী আছে ?

পর্ব্বত। সে কি আছে দেখিয়ে দেব। এখন এস আমাকে আহার দেবে। এস মামা ! নাও, শিবপূজা রেখে ওঠ।

নারদ। পূজা অনেকক্ষণই শেষ করেছি। ও কেবল ধ্যানের পুনরাবৃত্তি করছিলেম। এস সুকুমারী।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:০:—

চতুর্থ দৃশ্য।

লতাকুঞ্জ।

ক্ষেমঙ্করী ও জনার্দ্দন।

ক্ষেম। প্রেম, প্রেম—এ সব আবার কি কথা বাপু! প্রেম, প্রেম, প্রেম—কথাটার মানে কি? আমাদেরও ত এককালে যৌবন ছিল! কিন্তু প্রেম ব'লে কথা ত কখন শুনিনি। বলে প্রেম কর—প্রেম কর। হাঁ রে জনা! প্রেম কেমন ক'রে করে বল্‌তে পারিস্‌?

জনা। পারি বই কি।

ক্ষেম। তা হ'লে দে ত ভাই! আমাকে প্রেমটা শিখিয়ে। তোর দিদিরাণীদের সঙ্গে একবার ভাল ক'রে প্রেমের টরক্কটা দিয়ে আসি।

জনা। তোর অম্বলের ধাত দিদি, আর প্রেমটা বড় গরম—তোর সইবে কি! তোর ঠাণ্ডাও সয় না, গরমও সয় না। তোরে প্রেম শিখিয়ে কি জ্যান্ত মেরে ফেলব!—অন্তর্জ্জলীও করতে হ'বে মুখে আগুনও দিতে হবে। গায়ে জল লেগে যদি সর্দি হয়, আর আগুন তাতে যদি অম্বল চেগে ওঠে। না দিদি! তোরে আমি প্রেম শেখাতে পারব না।

ক্ষেম। আমর্‌! শেখাতে না পারিস্‌, প্রেমটা ব্যাপারখানা কি বলতে পারিস্‌ না?

জনা। প্রেম মানে প্রণয়।

ক্ষেম। হাঁ রে মুখপোড়া! আমার সঙ্গে ঠাট্টা!

জনা। আ মরণ! ভিমরতি বুড়ী! ঠাট্টা করব কেন। প্রেম কি এক কথায় বোঝান যায়! আচ্ছা দিদি! তুই বক্ দেখেছিস?

ক্ষেম। হাজার হাজার।

জনা। আচ্ছা, বকের রঙ্ কেমন বল্ দেখি?

ক্ষেম। দুধের মত্তন শাদা।

জনা। দুধ কেমন বল দেখি?

ক্ষেম। দুধ আবার কেমন!

জনা। (হাত বেঁকাইয়া) দুধ এই—এমন এমন। এই প্রেমও তাই। প্রেম মানে প্রণয়, প্রণয় মানে অনুরাগ। অনুরাগ মানে প্রণয়, প্রণয় মানে প্রেম। বুঝ্‌লি?

ক্ষেম। কতক কতক। তোর ঠাকুরদা ভাত রাঁধতে দেরী হ'লে দুধেরবাটী ফেলে, হাঁড়ি কলসী ভেঙে, দুপ্‌দাপ্ লাপিয়ে বাড়ীথেকে চলে যেত। আবার যেই রেঁধে বেড়ে ডাকৃতুম, অমনি সুড়সুড় ক'রে চোরটীর মত এসে খেত। আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তলপীতলপা নিয়ে দেশত্যাগী হবার জন্যে বাড়ী থেকে বেরুত। খানিক দূর হনহন করে গিয়েই পেছু বাগে চাইত, দেখত আমি ডাকি কি না। যেমনি ডাকৃতুম অমনি সেইখানে দাঁড়িয়েই দন্ত ফলান হ'ত। আর হাতটী ধরলেই ন্যাতা। কেঁদে হেচে, কেশে আমানি ঝোমানি হয়ে, পোষা বাঁদরটীর মতন সঙ্গে সঙ্গে আসত। কতক কতক বুঝেছি। প্রেম হচ্চে অনুরাগ। কথায় কথায় রাগ। হুড়মুড় দুড়দুড়, একফোঁটা জল নেই।

জনা। ক্ষেমাদিদি! তুই যে বুঝেও বুঝিস না, ওইটেই তোর

বাহাদুরী। [তাহ'লে ত দিদি, এককালে তুই প্রেমলীলার হদ্দ করেছিলি! তাহলে তোকে প্রেম শেখাব কি। আমরা এখন কথ আর তুই কিল্লী আর্ক। ক্ষেমাদিদি! তুই প্রেমের ঙন্ত্র—ঙ'র নীচে দন্ত্য স, তার নীচে তয়ে রফলা স্তেরো। যখন মরবি, তখন আমাকে পাঁজরার হাড়খানা দিয়ে যাস্ ত। আমি কতকগুলো বৃত্রসংহার করব। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছিস্, ততদিন ঠাকুরদের প্রেমের পরাকাঠ্টা দেখা ত। ঠাকুররো দেশ ছেড়ে পালাক।

ক্ষেম। আরে পোড়ামুখো, পরাকাঠ্টা কি রে!

জনা। আরে পোড়ামুখ! যেদিন হ'তে তোর ভেতর থেকে রস গেছে, সেই দিন থেকে ব্যঞ্জন বর্ণ হতেও শকারের পাঠ উঠে গেছে। তাই বলি ক্ষেমাদিদি তোর প্রেমের গরাণ নিয়ে, বামুন দুটোকে তাড়া করত আমি একটু হাত পা মেলিয়ে বাঁচি।

ক্ষেম। আ পোড়া কপাল! প্রেম প্রেম ক'রে এত কাল হেদিয়ে মলেম, শেষে প্রেম বুঝি হ'ল অনুরাগ! ওরকম প্রেম ত আমি লাখো দিন করেছি। রাগটা আমার বরাবরই ছিল। তোর দাদার সঙ্গে ঝগড়া করিনি এমন দিনই ছিল না। তবু আমাদের যে দেখত, সেই বলত ক্ষেমাদিদির সুখের সংসার। আ আমার পোড়া কপাল! এর নাম প্রেম।

জনা। ওরই নাম প্রেম। তবে প্রেমের দুটো পক্ষ আছে। শুক্লপক্ষে প্রেম হলেন ভগবান। কৃষ্ণপক্ষে হল কি না পিরীত।

ক্ষেম। ওমা কি ঘেন্না! প্রেম তোর পিরীত! রাম রাম! প্রেম—পিরীত!

জনা। শুনতে ঘেন্না, কইতে ঘেন্না। এই বুঝেই দেখ্ না

কেন—এই রাজা মশায়, দিদিরাণীদের হবিষ্যি করিয়ে, উপোষ করিয়ে, খাটিয়ে খুটিয়ে, হাঁটিয়ে, ছুটিয়ে, মাটীতে লুটিয়ে, মাথা-কুটিয়ে, কেমন এক রকমারি ক'রে তুলেছিল। দিদিরাণীদের দেখলে চক্ষু জুড়ুতো। আর যেই তোর আশ্রমের ভেতর প্রেম ঢুকেছে, অমনি সবাই কিম্ভূত কিমাকার হয়ে গেছে। তোর চোখের কোন বসে গেছে—দিদিরাণীরে খেঁকি হয়েছে, সখীগুলো গোকুলের ষাঁড় হয়ে ছুটোপাটী দুপোদুপী করে গাছপালা ঘর-দোর কিছু রাখলে না। নলতে হয়েছে রায়বাঘিনী। তার কাছেই এখন ঘেঁসিনি। আগে ছিলেম 'ভাই জনার্দ্দন'—এখন হয়েছি 'ওরে জনা'। আগে ছিলেম 'ভাই দেখিয়ে দেনা'; এখন হয়েছি 'দূর কাণা'। আগে আমায় দেখলে দিদিরাণীদের গা যুড়িয়ে যেত; এখন আমার গতরে আগুন লেগেছে। কাজেই তাত্ খেতে কে কাছে আসবে ক্ষেমাদিদি!

ক্ষেম। তোর গতরে আগুন লেগেছে! তুই আছিস্ তাই সবাই নড়ে চড়ে বেড়াচ্চে। আর বলিস্‌নি, আমি সব বুঝেছি। পিরীত!—ওমা কি ঘেন্না! রাজার মেয়ের পিরীত!

জনা। রাজার মেয়ে মানুষ ঠেঙাবে, কথায় কথায় নাক তুলবে, যারে দেখবে তারেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে; তাড়ালে না নড়ে মেয়াদ দেবে, মেয়াদে না কুলোয় শূলে দেবে। রাজার মেয়ের কি পিরীত সাজে ক্ষেমা দিদি!

ক্ষেম। এখনি আমি রাণীর কাছে যাচ্চি। বলিগে হাঁ গা বাছা! তোদের মানুষ ক'রে কি শেষে আমাকে এই সব দেখতে হ'ল!

জনা। আবার শোন্। ঠাকুররো এলো, জনার্দ্দনের নাম করতে পাগল'হল। এই জনার্দ্দনের কল্যাণে ক্ষীরসমুদ্দুর মন্থনে,

আস্ত আস্ত বাকতুলসীর বিচি, হাতের পোঁচায় উঠে, পেটে ঢুকে যেই ঠাকুরদের বেল পাতার জড় হ'ল, অমনি ঠাকুররো সপ্তমে উঠেছে। জনার্দ্দনকে দেখেছে কি মুখ বেঁকিয়েছে, দাঁত খিঁচিয়েছে; আর তুষ্টু সরস্বতীর ঘর উজোড় ক'রে, বেছে বেছে কথা বার ক'রে জনার্দ্দন ভায়ার কাণে ঢেলেছে। তা দিক্। কিন্তু দিদি, ঠাকুরদের আধ্যাত্মিক তেস্কারে কতকগুলো কথা শেখা গেল।—বলে, জাল্ম, গুল্ম, শাল্মলী; গর্দ্দভ, বর্ব্বর উর্ব্বরা; মর্কট, ধূর্জ্জটী, পর্কটী! এসব কি কথা বাবা! দেখ্ ক্ষেমা দিদি! আমার যেখানে দু'চোক্ যায় সেইখানে চল্লুম। নে—আমার কাছে তোর কিকি আছে বুঝে নে। কলসী আছে, চন্দনের কুঁচি আছে, মন পাঁচেক তেঁতুল কাট আছে আর আছে নারকেল পাতা এক কাঁড়ি, আর আট কড়া কড়ি। নে সব বুঝে নে—আমি চল্লুম।

ক্ষেম। তুই একলা যাবি কেন? রোস্ আগে আমি রাণীমার কাছ থেকে আসি। তার পর যাই ত এক সঙ্গে যাব। রস্—আমি রাজবাড়ী যাব আর আসব—দেখিস্ যেন কোথাও যাস্নি

[প্রস্থান]

জনা। হাসিস্নে জনার্দ্দন, হাসিস্নে! বড়ই বিপদ উপস্থিত। দিদিরাণীদের ওপরে যেরকম শনির দৃষ্টি পড়েছে, তাতে কেবল তাদের মাথা উড়তে বাকী। ও দুটো যোগী কি মাথা উড়িয়েই নড়বে! হাতীর মুণ্ডু জুড়ে দুটো মেয়েগণেশ ক'রে তাদের দিয়ে রুক্মিণীহরণের পালা লিখিয়ে নেবে তবে ছাড়বে। আরে রে বর্ব্বরী ললিতা সুন্দরি! বল দেখি ভাই, মেয়েগণেশে যদি মহাভারত লেখে, পড়বে কে?

ললিতা। হাঁ রা জনা!

জনা। কি ভাই দিনকাণা! আমায় চিনতে পারচ না?

ললিতা। না না ভুলে গেছি। হাঁ ভাই! শ্রীল শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন!

জনা। এইবারে টলাতে পারবে মুণির মন। এখন বল দেখি মিষ্ট কথার খনি! কি বলবে তা শুনি।

ললিতা। দেখ্ ভাই! ছোট দিদিরাণী তোকে ডেকে দিতে ব'লে দিলে।—বললে বড় দরকার—জনাকে যেখানে দেখতে পাস্ সেইখান থেকে ডেকে আন।

জনা। আগে ছেল বকাবকি—এখন ডাকাডাকির পালা পড়ল। আগে চরকা ঘুরলো, শেষে ঢেঁকি পড়ল! যখন বড় বাড়াবাড়াটা ঘটবে, তখন যে সবাই এসে বলবি দে জনা! ঢেঁকির মুখে বুক দে। দেখি কেমন রক্ত বেরোয় তোর নাকদে আর মুখ দে। সেটী হচ্চে না।

ললিতা। শিগ্‌গির যা না।

জনা। তবে আমি চল্লুম।

ললিতা। দেখ্ ভাই, আমায় গোটাকতক চাঁপাফুল পেড়ে দিবি?

জনা। পাড়ব কি ক'রে?

ললিতা। কেন, গাছে উঠে।

জনা। তবে গাছে চড়াটা শিখিয়ে দে।

ললিতা! না ভাই, তোর সঙ্গে আমি কথা কইব না! তুই আমার সঙ্গে কেবল তামাসা করিস্।—আমি চল্লুম।

জনা। আরে ভাই যাস্‌নে। যথার্থ কথা কি বল্‌তে, দেখ,

ভাই নলতে! তুই এখন শিবরাত্তিরের শলতে। তুই আছিস্ তাই এখনও দাঁড়িয়ে আছি।—নলতে, ছুটো বেদান্তের কথা শুনবি?

ললিতা। তুই যা বলিস্ যা করিস্ সবইত বেদান্ত। বেদান্ত-ছাড়া ত তোর কিছু নেই। তুই গালাগাল দিস্ তাও বেদান্ত, মারিস্ তাও বেদান্ত। তোর নাচ, গান, হাসি—সব বেদান্ত। তোর চুপক'রে থাকাও বেদান্ত। তবে আর বেদান্তের নতুন কি শোনাবি বল্।

জনা। এই মনে কর্না কেন, তুই যেন কোন আকাশের কোন মেঘের কণা ছিলি। ঝ'রে নারকেল মুচিতে প'ড়ে হলি ডাবের জল।

ললিতা। পোড়া কপাল বেদান্তের।—নে চল্—দিদিরাণী দেরী হ'লে যা ইচ্ছে তাই বলবে।

জনা। জল থেকে হলি ফোঁপল, ফোঁপল থেকে হ'লি গাছ। আবার মাথার উপর সাগর বসালি, আমি হলেম তার মাছ।—হাঁ নলতে! জলে এত বল পেলি কোথায়, যে নারকেল মালা ফুঁড়ে, আবার আকাশ পর্য্যন্ত ঠেলে উঠলি।

ললিতা। দেখ ভাই! কেমন গোলাপ ফুটেছে!

জনা। দেখ্ ভাই! গোলাপ গাছের কি চমৎকার শোভা।

ললিতা। চুপ রও! গাছের আবার শোভা!

জনা। আজ্ঞে হাঁ প্রভু! গাছেরই শোভা! গোলাপ শুধু শোভা দিতে এসেছে। গোলাপ শোভার কে?

ললিতা। এবার থেকে গা সাজাতে হ'লে তোকে গাছ তুলতে হবে। গোলাপের গায়ে হাত দাও ত মেরেই ফেলবো।

জনা। আচ্ছা, গোলাপ তুলে যখন আমি কাণে গলায় পরি—বুকে ধরি,—তখন আমায় কেমন দেখায় বল্ দেখি?

ললিতা। গোলাপ তুলে তোর কাণে গুঁজে দেব?

জনা। আগে কেমন দেখায় বল্ না।

ললিতা। আমি বল্‌ব না।

জনা। তবেরে পোড়ামুখী! গাছের শোভা না ফুলের শোভা?—এখন বুঝেছিস্?

ললিতা। (ফুল উত্তোলন) রোস্, ভাল ক'রে বুঝে দেখি, তোর কথা সত্যি কি আমার কথা সত্যি।

জনা। বোকা মেয়ে! তোরে ত দম বাজী দিয়ে বুঝিয়ে দিলেম—এখন আমায় বোঝায় কে! শোভাময়ি! তুই নিজেই শোভা—নিজেই সুধা। তুই সুধার স্বাদ বুঝবি কি?

ললিতা। (ফুল আনিয়া) নে কাণ বাড়িয়ে দে।

জনা। এই নিষ্কণ্টক গোলাপ গাছে কি এই গোলাপ শোভা পায় নলতে?

ললিতা। আবার কি রকম গোলাপ শোভা পায়! এমন বস্‌রাই তোর পছন্দ হ'ল না?

জনা। তুই আমার কাঁধে ওঠ্।

ললিতা। আমি তোর কাণ ধরি।—উঃ! আর এমন কথা কইবি?

জনা। (হাত ধরিয়া)।

গীত।

এবার তোদের রইল না লো মান।
ও ফুল দুলিস্ কেন, হাসিস্ কেন, শোন লো দুটো গান।

তোরাই কি লো বাগানের মেয়ে,
তোদের সনে কইতে কথা, আসি লো ধেয়ে।
তোরা ক'স না কথা, নাড়িস মাথা,
আদর কথায় দিস না কাণ।
তোরাই শুধু বাগানের মেয়ে,
কেবা আলো ক'রে হেলে দুলে ফেরে, দেখ্ দেখি চেয়ে—
এ ফুল চাঁদের সনে ফোটে লো গগণে
চাঁদের সুধায় পোরায় প্রাণ।

ললিতা। না ভাই—ও কি কথা বলিস্ ভাই! আমার বড় লজ্জা করে।

(নারদ ও পর্ব্বতের প্রবেশ।)

পর্ব্বত। আরে মলো! এখানেও তোরা।—তোদের কি অগম্য স্থান নেই! কিজ্বালা!—দেখ মামা! এই নন্দীভৃঙ্গী দুটোকে কোন রকমে কৈলাসে পাঠাতে পার? পারত, দুটোকে পাঠাও ত মামা! ও দুটো কৈলাসেই শোভা পায়। যেখানটা মনে করচি নির্জন, সেই খানে কি ও দুটো আছে!

জনা। ললতে!—গতিক ভাল নয়, পালাই চল্।

পর্ব্বত। ভাগ্। ফের যদি এখানে তোদের দেখি, তা হ'লে মাথা ভেঙে ফেলব।

জনা। কোকিল রয়েছে, ভ্রমর রয়েছে, বাতাস রয়েছে—তাদের বেলায় কি করবে? আমরা থাকলেই বুঝি যত দোষ।

ললিতা। বাগানে এলেই আমাদের দেখতে হবে।

জনা। মরুভূমে যাও, জলায় যাও—তখন যদি আমাদের দেখতে পাও, তা হ'লে রাগ ক'র। এখন রাগ করলে তোমাদের কথা শুনবে কে?

নারদ। ললিতা দিদি! তবে তোরা দুটী কি বাগানের ফুল?

ললিতা। আমরা পর্ব্বত ঠাকুরের চোখের শূল। চল্ জনা আমরা চলে যাই।

পর্ব্বত। ওলো ছুঁড়ি! একটা কথা বলি শোন্।

জনা। ও শুনবে না। ওই গোলাপ আছে, মল্লিকা আছে, যুঁই আছে, বেলা আছে ওদের বল।

ললিতা। একলা থাকলে, কথা ক'বার ঢের লোক পাবে তাদের বল।

[বেগে প্রস্থান।

নারদ। আচ্ছা বাবাজী, ও দুটোর ওপর তোমার এত রাগ কেন বল দেখি!

পর্ব্বত। সে ওই দুটোই জানে, ওদের জিজ্ঞাসা কর। আমি বলতে পারি না। আর বলবই বা কি, আমি নিজেই জানি না। এখন যা বলতে এসেছি শুন।

নারদ। বল।

পর্ব্বত। বল দেখি প্রেমের পূর্ব্বলক্ষণটা কি।

নারদ। তোমার কি কি হয়েছে?

পর্ব্বত। ক্ষুধা মান্দ্য হয়েছে, চোক জ্বালা ধরেছে; হাতের তেলোয় ঘাম, আঙ্গুলের গলিতে গলিতে ঘাম; গা চব্বিশ ঘণ্টাই আগুন—নিদ্রা নাই, শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে বেড়িয়ে সুখ নাই। কারও সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা করে না।

নারদ। ও কিছু নয়। পায়সটা একটু রসাল জিনিষ। যত পেরেছ খেয়েছ, তাইতে পিত্ত বৃদ্ধি হয়েছে; পৈত্তিক জ্বর মারাত্মক নয়, তবে কিছু কষ্টদায়ক।

পর্ব্বত। কি আমার কাছে মনের কথা গোপন কর্‌চ! জ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? মনের কথা গোপন ক'র না। বল, এ আমার কি।

নারদ। এ পূর্ব্বরাগ। রমা তোমার হৃদয়াকর্ষণ করেছে।

পর্ব্বত। কি আমার হৃদয় একটা মেয়ে আকর্ষণ করবে!

নারদ। পুরুষের হৃদয় মেয়েতে টানে না ত কি হাতী ঘোড়ায় টানে।

পর্ব্বত। কি—কি বল? তবে কি আমার ভিতরে আগ্নেয়-গিরির অধিষ্ঠান হবে। ধাতুনির্গমনের মত, আমার সাধের পায়স মুখ দে ঢুকে কি মুখ দিয়েই বেরুবে?

নারদ। ক্রমে ক্রমে সে সব হবে বৈকি!

পর্ব্বত। কি এই সব হবে! তবে কি রমা আমাকে ডাকলে যেতে হবে?

নারদ। না না—তোমাকে কি আর এতটা করতে হবে।

পর্ব্বত। তোমার যে আর দেখা পাবার যো নেই। তুমি যে এ কয় দিন কোথায় আছ খুঁজেই পাই না। তা হ'লে কি আর এতটা হয়!

নারদ। আমি কদিন জপে ছিলুম।—তা যা হ'ক—এখন কি করবে বল দেখি!

পর্ব্বত। কি করব তুমিই বল না।

নারদ। তোমার কি তবে এখানে আর থাকতে ইচ্ছা নাই?

পর্ব্বত। ইচ্ছা থাকলেও কি আর এখানে এক দণ্ড থাকা উচিত? শেষে কি আমাকে রমার কথায় উঠতে বসতে হবে?

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। ছোট ঠাকুর মহাশয়!—ছোট ঠাকুর মহাশয়! আপনাকে ছোট দিদিরাণী ডাক্‌চে।

পর্ব্বত। শুনলে মামা! আস্পর্দ্ধার কথাটা শুনলে?

ললিতা। ছোট ঠাকুর মশায়! ছোট ঠাকুর মশায়! ছোট দিদিরাণী ব'লে দিলে, যে আপনি যেমন থাকবেন তেমনি আসবেন—যেন এতটুকু দেরী না হয়।

পর্ব্বত। বেরো আমার স্মুখ থেকে ছুঁড়ি!

নারদ। ওকি! ওকি! ওকে অমন কচ্চ কেন?

পর্ব্বত। ছোট ঠাকুর মশায়—ছোট ঠাকুর মশায়!—তোরে কে পাঠিয়ে দিলে?

নারদ। আরে মূর্খ! ও ছেলে মানুষকে ধম্‌কাচ্চ কেন—ও কি করেছে?

পর্ব্বত। দেখ, মূর্খ মূর্খ ক'র না। তোমার দিগ্‌গজী পাণ্ডিত্য নিয়ে তুমি থাক। আমার মূর্খত্বই ভাল। চির কাল দাসত্ব করে, তোমার কি আর পদার্থ আছে!

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনা। ছোট ঠাকুর মহাশয়! ছোট ঠাকুর মহাশয়! ছোট-দিদিরাণী বলে দিলে, যে আপনি এখনি গিয়ে তার সঙ্গে একবার দেখা করেন।

পর্ব্বত। জনার্দ্দন! বাপ্ আমার!—একবার কাছে এস ত।

নারদ। না হে বাপু জনার্দ্দন! তোমার এসে কাজ নেই।

পর্ব্বত। ভয় নেই, কিছু বলব না।

জনা। ভয়ই বা কিসের। ছোট ঠাকুর মহাশয় দু এক ঘা মার্‌বেন,—এই ভয়! আঃ! তা হলে ত ভালই হয়। পিঠটা

চিরকাল প্রেতপক্ষে পড়েছে;—একবার দেবপক্ষে প'ড়ে না হয় শুদ্ধ হয়ে যাক্।

পর্ব্বত। আয়, আয়, তুইও আয়।—নে দুজনে আমার দুটো কাণ ধর্। ধ'রে হড়হড় ক'রে টান। টানতে টানতে তোদের ছোট দিদিরাণীর কাছে নিয়ে চল্।—ভয় কি, ভয় কি—ধর্ না। নিয়ে গিয়ে বল্, ঠাকুর আসছিল না—আমরা কাণ ধরে এনেছি।

নারদ। হয়েছে, হয়েছে,—টানাই হয়েছে। যাও ত ভাই! তোমরা গিয়ে বল ত ঠাকুররো আসচে!

জনা। শিগ্‌গির—শিগ্‌গির।

ললিতা। দেরী হ'লে ছোট দিদিরাণী রাগ করবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

নারদ। এত রাগের কারণটা কিসে হ'ল!

পর্ব্বত। কিসে হ'ল, তুমি যদি বুঝতেই পারবে, তাহ'লে একটা ভাঙা বীণায় ঝঙ্কার দিতে দিতেই জন্ম কাটাও। কিসে হ'ল? দাসত্বলোলুপ তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে হ'ল। কিন্তু আমিও বলচি আর না। আর আমার ক্ষুধা যাবে না—হৃদয়ের কোনস্থানের কোন প্রদেশের কোন অংশে,আর কোন অস্বাভাবিক ক্রিয়া হ'তে পাবে না। আর দারুণ ক্ষুধা সত্ত্বেও, পর্ব্বত ঋষি এখানে থাকবে না। রমার সহস্রবার গললগ্নীকৃতবাসে, সুকুমারীর লক্ষ প্রয়াসে, আর তোমার কোটী আদেশে,—কিছুতেই আমাকে আর এখানে রাখতে পারবে না। ব'ল মাতুল, সেই পাপিনী রমাকে, সে যদি আমাকে দেখতে চায়, তাহ'লে এই বেলা দেখে যাক্। মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হ'লে আর আমায় দেখতে পাবে না।

নারদ। আহা! বাবাজী! অত ক্রোধ কর কেন?

পর্ব্বত। ক্রোধ কর কেন! ক্রোধ করি না কেন তাই বল। বলে কিনা তোমায় ডাকচে! যার ডাকে ভগবান আসে—সেই মহাযোগী পর্ব্বত আমি—হিমালয় হ'তেও কঠিন আমি—আমাকে একটা মেয়ে ডাক্‌চে! তুমি মামা! দেবলোকে ফিরে যাবার পথটা বলে দাও ত।

নারদ। আহা! এত ক্রোধ কর কেন—শোনই না।

পর্ব্বত। শুনবে কি মাথা আর মুণ্ড। তুমি আমায় পথ বলে দাও। বল ত এই বাঁদিকের পাহাড়ের ডানদিকের পথ, তার পর একটু কোণাচ বাগে বেঁকে. তারপর বারকতক ঘুরে, বারকতক ফিরে, উঠেপ'ড়ে হামাগুড়ি দিয়ে, তার পর সেই আগুনে গর্ত্তটা ডিঙিয়ে, তার পর বরা বর—কেমন এই ত মামা! এই ত তোমার দেবলোকের পথ?

নারদ। আরে বাবাজী! তুচ্ছকথায় এত বৈরাগ্য কেন?

পর্ব্বত। তুমি ব'লে দেবে ত দাও। না দাও ত আমি আপনি চলে যাব। ঘুরে ফিরে ম'রে ম'রেও যাব। তুমি যেতে চাও ত এইবেলা আমার সঙ্গে চল।

নারদ। আমার যাবার এত প্রয়োজন কি? আমাকে কেউ ডাকেও নি, আর আমার ভিতরে আগ্নেয় গিরির মুকুলও বেরোয় নি।

পর্ব্বত। তবে তুমি থাক, আমি চল্লেম।

নারদ। আরে পাগল! রাগ কর্‌রে না, শোন!

পর্ব্বত। তুমি সেই তমঃপূর্ণহৃদয়া সৃঞ্জয়তনয়াকে ব'ল, যে পর্ব্বত আর তার কটু শুক্ত, তিক্ত ঝোল, কষায় অম্বল গালে

তুলবে না। আর সেই স্বস্বরগরবিনী বহুভাষিণী রমাকে ব'ল যে, তার পর্ব্বত, আর তার অমৃতোপম উচ্ছিষ্ট ভাতে চেয়ে খাবে না।

নারদ। তবে তুমি একান্তই যাবে?

পর্ব্বত। তুমি আমার সঙ্গে যাবে না?

নারদ। যেতে পারি, তবে আজ কেমন ক'রে যাই! রমা আজ পরিচর্য্যা করবে, কাল করবে স্বকুমারী। আমি প্রতিশ্রুত আছি। অন্ততঃ এ দুদিন ত যেতেই পারি না। তুমি যদি একান্তই যেতে চাও, যাও; ঠাকুরকে আমার প্রণাম জানিও।

পর্ব্বত। দেখ, স্বকুমারীকে ব'ল, যেন সে আমার সব দোষ ভুলে যায়।

নারদ। আচ্ছা।

পর্ব্বত। আর রমাকে ব'ল, আমার সঙ্গে আর তার দেখা হবে না।

নারদ। আচ্ছা।

পর্ব্বত। আর দেখ তারে ব'ল, সে যদি কখন গোলোকে যায়, তাহ'লে আমার সঙ্গে একবার দেখা হ'লেও হ'তে পারে। এত কাল ত তার খেয়েছি, কি বল মামা!

নারদ। তাত বটেই, তাত বটেই।

পর্ব্বত। ভাল একথাও তারে ব'ল, গোলোকে গিয়ে সে যদি আমায় ডাকতে পাঠায়, তা হ'লে না হয় একবার তার কাছে যেতে পারি। স্বর্গে আর মান অপমান কি, কিবল মামা!

নারদ। তা'ত বটেই—তাত বটেই।

পর্ব্বত। তা হ'লে তুমি আর শিগ্গির যাচ্ছ না?

নারদ। কি করি—প্রতিশ্রুত হয়েছি।

পর্ব্বত। প্রতিশ্রুত ত রোজই হচ্চ। প্রতিশ্রুত হ'তেও ছাড়বে না, আর ঘরেও ফিরবে না। তোমার মতলবটা কি বল দেখি? তুমি কি এখানে আর একটা গোলকধাম বসাতে চাও?

নারদ। যেখানে আত্মার তৃপ্তি, সেইখানেই গোলক। আমি এদের সেবায় পরম পরিতুষ্ট। সুতরাং এখানে গোলক বসাটা কিছু বিচিত্র নয়।

পর্ব্বত। একি! পেছন ফিরতে তোমার দেরি সয়না দেখচি যে!

নারদ। নাও, কি বলবে, শিগ্গির শিগ্'গির ব'লে ফেল। আমার খিদে ধরেছে।

পর্ব্বত। আজ রমার পালা, তাই মামার ক্ষুধার মাত্রাটা কিছু বেড়েছে। কেমন না মামা! আচ্ছা বল দেখি, কার হাতের রান্না ভাল?

নারদ। সুকুমারীর রান্নাটাই কিছু মধুর লেগেছে।

পর্ব্বত। এইত মামা, মিছে কথাটা কয়ে ফেললে!

নারদ। রমা ব্যঞ্জনে বড় ঝাল দেয়।

পর্ব্বত। রান্নার মজা যা কিছু তা ত ওই ঝালেই। তুমি বুড়ো হয়েছ, তোমার কি আর স্বাদ বোধ আছে!

নারদ। আচ্ছা তাই হ'ল —এখন কি বল্‌তেছিলে, বল।

পর্ব্বত। দেখ মামা! রমা যদি আমার প্রতি ভৃত্যের মত ব্যবহার না কর্‌ত, তাহ'লে আরও কিছুকাল এখানে থাক্‌তেম।

নারদ। আহা বাবাজী! থেকেই যাও না। সে আর কি এমন অপরাধ করেছে, একবার শুধু ডেকেচে।

পর্ব্বত। বলচ, ডেকেচে, আবার বলচ কি অপরাধ!

নারদ। আমার বোধ হয়,—বোধ হয় কেন বিশ্বাস, রমা তোমায় ভালবাসে।

পর্ব্বত। আমাকে ভালবাসবার তার কি অধিকার ?

নারদ। না, একথা তুমি দুশোবার বলতে পার।

পর্ব্বত। এতবড় আস্পর্দ্ধা ! আমাকে দেব দানব গন্ধর্ব্ব সকলে ভয় করে ; আর একটা বালিকা ভাল বাসবে !

নারদ। না, এটা তার গুরুতর অপরাধ।

পর্ব্বত। অপরাধ নয় ?

নারদ। ভাল আজকের মত দয়া ক'রে ক্রোধ পরিত্যাগ কর। কিম্বা অনুনয় ক'রে রমাকে বল, "রমে ! আমাকে ডেকোনা"—তাতে আমার অপমান বোধ হয় ।—আবার যাও কেন ?

পর্ব্বত। কি বলব, তোমার উপর রাগ করবার যো নেই। তা না হ'লে তোমাকে দেখিয়ে দিতেম, আমি কেমন পর্ব্বত ঋষি। দেখ মামা ! তুমি বুড়ো ভিমরতি—তুমি অর্ব্বাচীন—তুমি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হীন।

নারদ। আহা বাবাজী ! শান্ত স্বভাবের আর বেশী পরিচয় দেবার প্রয়োজন নাই। এখন চল।

পর্ব্বত। যদি দুদণ্ডও থাকতেম, কিন্তু তোমার আচরণে আর একমুহূর্ত্তও না। (বেগে প্রস্থান)

নারদ। আহে বাবাজী ! যেওনা যেওনা। ওহে শোন শোন। রমা আজ অন্নব্যঞ্জনের মেরু প্রস্তুত করেছে, আমি একা নিঃশেষ করতে পারব না। ওহে দুপুর বেলায় না খেয়ে যায় না।—ওত ছুট বলতেই পলায়! সত্যি সত্যিই এবারে

তাগলো দেখি যে! আমার উপায়! আমার যে বিষম দায় উপস্থিত। সুকুমারি! সুকুমারি! (হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া) সুকুমারী হে।—কি কল্লেম! নারায়ণ না বলে সুকুমারী বল্লেম!

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

—০ঃ০—

প্রথম দৃশ্য।

প্রান্তর পথ।

পর্ব্বত।

পর্ব্বত। বড় বিপদেই পড়েছি। যেথানে যাচ্চি, সেই খানেই রমার কণ্ঠস্বর সহস্র ফণা বিস্তার ক'রে আমাকে গ্রাস করবার জন্য ছুটে আসচে। আমার একি হ'ল! আমার সে ক্রোধ কোথা গেল? রমার কথায় সহস্র চেষ্টায়ও ক্রোধ আনতে পারচি না! মামার একটা রহস্য আমার সহ্য হয় না; স্বয়ং ভগবানের রহস্য কথায় আমি তেলে বেগুনে জ্বলে যাই;— সেই আমি কি না, একটা তুচ্ছ নারীর কথায় হতভম্ব হয়ে যাচ্চি! আমার ক্রোধই যদি গেল ত রইল কি! এমন ক'রে ক্রোধ উদ্দীপনের চেষ্টা করি, এমন ক'রে চোক রাঙাই, এমন ক'রে পাকাই, আর যেই রমা আসে অমনি সব গুলিয়ে যায়।— এই কি প্রেমের পূর্ব্ব লক্ষণ! প্রেম করাত দাসত্ব স্বীকার। আমার বীরত্বের বিনিময়ে এক রাশ দাসত্ব কিনব? রমার পায় সাধের কঠোরতায় অঞ্জলি দিব? কে সে রমা? মাতা পিতা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যার সম্পর্ক নাই, রমা তার কে? রমা

আমার কে? তার জন্য আমার রাগ যাবে, মান যাবে, হৃদয়ে অস্থিরতা আসবে! তারজন্য আজন্ম কঠোর, কোমল হবে! বাত্যাতাড়িত মহাসাগরের, আর্ত্তনাদে ভরা, তরঙ্গমালা পর্ব্বতের গলদেশ আশ্রয় করবে!—কখনই হ'তে দেবনা।—মায়া!—কিসের মায়া!—বালিকার প্রতি আমার আবার মায়া কি? আমি আর রমার মুখ দেখব না। কিন্তু রমার স্বর!—হয়েছে—হয়েছে। উপায় স্থির করেছি। আজ আমি চক্ষে অনলকুণ্ডের প্রতিষ্ঠা করব। সর্ব্বনাশী যদি আসে, অমনি ক্রোধানলে তারে দগ্ধ করব। অঙ্গের সঙ্গে রমার সব যাবে। কথার বিলোপ হবে। আর আমি অমনি আনন্দে নৃত্য করতে করতে ভবানীর কাছে গিয়ে আমার মর্ত্ত্যের লাঞ্ছনা,—দুঃখ কাহিনী সব খুলে বলব। বিপন্ন পর্ব্বত ভবানীর আশ্বাসবাণী পেয়ে আবার সুস্থ হবে। কিন্তু সেই আশ্বাসবাণী! রমার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তার প্রভেদ কি? (নেপথ্যে। যেওনা—যেওনা) ওই আসচে। রায়বাঘিনীর মত গভীর গর্জন করতে করতে, ওই রমা ছুটে আসচে। আয়—নারী আয়। আয়, আজ তোকে আমার জীবন জন্মে ক্রোধানলের আহুতি ক'রে আপনাকে নিষ্কণ্টক করি। আয় নারী—আয়।

নেপথ্যে। যেওনা—যেওনা—একটা কথা শুনে যাও।

পর্ব্বত। না—এ বিশ্বাস ঘাতক চক্ষু বিকল হয়ে গেছে। যে দিকে ঘোরাতে যাই সে দিকে ঘোরেনা। যেদিকে ফেরাতে চাই সে দিকে ফেরেনা। কি করি? কোথায় যাই? কোন দিকে চাই? (ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া দণ্ডায়মান)।

(রমা ও ললিতার প্রবেশ)।

ললিতা। ছোটঠাকুর ম'শয়— ছোটঠাকুর ম'শয়! চেয়ে দেখ কে এসেছে!

রমা। কি ঠাকুর! আকাশ পানে চেয়ে রয়েছ যে! দেবলোকে পালিয়ে যাবার পথ দেখছো না কি?

পর্ব্বত। পালিয়ে যাব কেন? দেবলোকে যাবার আমার কিছু বিশেষ প্রয়োজন পড়েছে।

ললিতা। ছোটঠাকুর মহাশয়—ছোটঠাকুর মহাশয়! দেবলোকে যাবার কি ওই এক পথ?

পর্ব্বত। না, একপথ থাকবে কেন। ব্রাহ্মণের অসম্মান, অতিথির অসৎকার, বাচালতা কলহপ্রিয়তা—এসকল পথ অবলম্বন করলেও বিনা ক্লেশে স্বর্গে পৌঁছান যায়।

রমা। সবার চেয়ে সরল পথটা যে ভুলে গেলে ঠাকুর! কই মিথ্যার কথাটা ত কইলে না! সত্যপথে গেলে যদি সহস্র বৎসর লাগে, মিথ্যার সাহায্যে সেটা একদিনে নিষ্পন্ন হয়। আমায় জটায় বেঁধে ঘোরাবে বলেছিলে। তা করতে গেলে, এজন্মে ত আর স্বর্গরাজ্যে যেতে পারতে না। তা করতে গেলে অন্ততঃ আজ ত কোন ক্রমেই যেতে পারতে না।—ঠাকুর! তুমি ত চল্লে, আমার উপায় কি করে গেলে! তুমি দেবলোকে গেলে আমায় জটায় বেঁধে ঘোরাবে কে?

ললিতা। কেন ছোটদিদিরাণি! তুমি ছোটঠাকুর মশায়ের সঙ্গে স্বর্গে যাওনা।

পর্ব্বত। তার চেয়ে তুই আয়না।—তোকে নিয়ে পথে যেতে যেতে বৈতরণীর অনলজলে বিসর্জন দিয়ে যাই।

রমা। বল কি ঠাকুর! আমার ওপর এত রাগ, যে তার

জন্য এই নিরপরাধিনী বালিকাকে আগুনে ফেলে দেবে! এত-রাগ, যে তার জন্য নরক দর্শন করতে ছুটবে!

পর্ব্বত। না, আমার আর উদ্ধার নাই, আমার হ'য়ে এলো। ভগবন্! আমাকে কি পোড়া পায়েস খেতেই মর্ত্ত্যে পাঠিয়েছ! পায়স সাগরের পাকে প'ড়ে আমার প্রাণ যায় যায় হ'ল যে।—কি করি—মামার শরণাপন্ন হই। হয়ে বলি মামা! আমাকে এ বিপদ হ'তে রক্ষা কর—রমার অত্যাচার হ'তে আমাকে রক্ষাকর—আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে।"

রমা। আর ঠাকুর! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ পানে চেয়ে ভাবতে হবে না। আমাকে ঘোরাবার দায় হ'তে তোমাকে নিস্কৃতি দিলেম।

পর্ব্বত। তোমায় যে না ঘোরাব, তা বললে কে?

রমা। তা বুঝেছি—স্বর্গ থেকে জটা এসে আমায় ঘোরাবে। তুমিই না হয় মিছে কথা কও। তোমার জটাত কইতে পারে না।

পর্ব্বত। দেখ রমা! যা খুসী তাই ব'লনা।

ললিতা। যা খুসী তাই বলতে পারৃচি কই। বলব কি না বলব তাই ভাবচি, বলবার উদ্যোগ করৃচি, এমন সময় তুমি প'লিয়ে যাচ্চ। তা হ'লে আর কখন বলা হ'ল ছোটঠাকুর মহাশয়!

পর্ব্বত। ফের বলচিস পালিয়ে যাচ্চি?

রমা। তা যাচ্চ যাওনা! পালিয়েই যাও, কি আমোদ ক'রেই যাও। আমরা কি ধ'রে রাখচি।

পর্ব্বত। দেখ রমা। তুমি আমায় চেন না। তুমি আমার

ক্রোধ জান না। স্বয়ং ভগবানই আমার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কথা কয়।

ললিতা। আমরা ত আর ভগবান নই, যে তোমাকে ভয় করব। তোমার ভগবানই আমাদের ভয়ে অস্থির। আমাদের একফোঁটা চক্ষের জলে তোমার পাথরের ঠাকুর পর্য্যন্ত গলে যায়।

পর্ব্বত। ভগবান তোদের চোখের জলে গ'লে গিয়েই ত, তোদের এত আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে। তা নাহ'লে আমার সম্মুখে দাঁড়াতেও তোদের সাহস হয়! কিন্তু আমি রাগলে ভগবানের তোয়াক্কা রাখি না। আমি নারী-টারী যারে দেখব, দো চোখো ভস্ম ক'রে ফেলব।

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)।

জনা। ব্যাধের তাগ আর বামুণের রাগ, বরাবরই রগ ঘেঁসে যায়। লাগল ত প্রাণগেল, ফস্কাল ত কাণে তালা। আমি একবার ঠাকুরকে দেখতে পেলে বলি যে—হে দিদিরাণী ভয়াতুর কঠোর ঠাকুর! হে মমতা বিচ্ছিন্ন, স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে বিশেষ প্রকারে মান্য কাজেই অন্তঃসারশূন্য যোগীবর! তোমার প্রভাতের মেঘাড়ম্বরের মত রাগে আমাদের অঙ্গ জরজর হয়েছে। তার জ্বালায় জনার্দ্দন সাধুভাষা শিখেছে। তার প্রাণে আর মমতা নাই, শ্বাস প্রশ্বাসের সমতা নাই। তার বুকে এখন এত কত কি ঢুকেছে, যে তা প্রকাশ কর্তে ভাষায় আর কথা নাই।

পর্ব্বত। দেখ্ পাষণ্ড।

জনা। এই যে ছোট ঠাকুর মশায়, অমনি অমনি চল্লে, বক্সিস্ দিলে না।

পর্ব্বত। আমার ক্ষুধাটা তোরে দিয়ে দিলুম।

ললিত। আর আমাকে?

পর্ব্বত। আর আমার কাছে কি আছে তা তোরে দেব। সব গেছে রাক্ষসী! তোদের উপদ্রবে আমার সব গেছে। শুধু ছাই আছে, আর ছাই ফেহতে ভাঙা কুলো এই কমণ্ডলুটো আছে। এই নে আমার কমণ্ডলু—খা।

জনা। ও খাবে তোমার ছাই ও পাবে তোমার কমণ্ডলু। আর আমি তুচ্ছ পায়েস খেয়ে মরব? তা হবেনা। তা হ'লে সব পড়ে থাকবে। মামা ঠাকুরে বাঁদরে পাখীতে পোকাতে ভাঁটোয়ারা করে নেবে।

ললিতা। জনা! আমি চল্লেম। ঠাকুর আমাকে কমণ্ডলু দিয়েছে।

জনা। তবে যা। ঠাকুরের কমণ্ডলু হাতে ক'রে ঠাকুরের ব্যবসাটা ত্রিভুবনের লোককে দেখিয়ে আয়।

ললিতা। তাই ভাল ছোট ঠাকুর মহাশয় আমি চল্লেম, তুমি যাও, জনাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

জনা। কমণ্ডলু যাক ছাই যাক রাগ যাক সব যাক জনা থাক। প্রাণের মমতা, দুঃখের চিন্তা বিরলের নিশ্বাস, প্রবাসের স্মৃতি জনাতে সব আছে। সময়ে অবহেলা অসময়ে অনুতাপ, ক্ষুধায় উপবাস আহারে আহার জনার অঙ্গে সব মাখান আছে। দেখো যেন জনাকে হাত ছাড়া করনা।

ললিতার গীত।

সে যে অভিমান করেছে সার গো।

তাই জীবনে যাতনা রাশী, হিয়ায় ভুবন ভারগো।

করিতে কথার ছলা দ্বিগুণ বাড়িবে জ্বালা

সখিরে ডেকোনা তারে ডেকে ফিরিবেনা আর গো!

মিনতি করিতে গেলে, সে যে দূরে যাবে চ'লে
আদরে নয়নে ব'বে ধার গো।
তাই সখি করি মানা সেথা যেওনা যেওনা
যদি আসে পথ ভুলে গেলে না মিলিবে দেখা তার গো!

(ললিতার প্রস্থান)

জনা। যাই আমিও যাই, ওযে যথার্থই চলে গেল। আমার কান্না পাচ্চে।

পর্ব্বত। যাও, তুমিও যাও। সে গাইতে গাইতে গেল, ও কাঁদতে কাঁদতে গেল, তুমি একটা কিছু করতে করতে যাও। আমি ক্ষণেক এ স্থানটায় বসে ভগবানের নামটা জপে নিই।

রমা। আমি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে যাব। চলুন রাগটা দুর্ব্বাসা ঋষিকে উচ্ছুগ্‌গু করে দিয়ে আমার সঙ্গে আসুন।

পর্ব্বত। আর লুন সুন করতে হবেনা। মান তুমি আমার যথেষ্টই রেখেছ! নাও এখন স্বস্থানে যাও আমিও আপনার পথ দেখি।

রমা। সেকি প্রভু! এই পথ আমি একা যাব, এইটে কি আপনার কথা হ'ল?

পর্ব্বত। ত'ব কি আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে বল নাকি?

রমা। দেখুন প্রভু, শুনেছি রাধা একবার রাসকুঞ্জে বেড়াতে বেড়াতে কৃষ্ণের কাঁধে উঠতে চেয়েছিল; তাইতে কৃষ্ণ অভিমান ভরে গভীর নিশীথে রাইকে সে বনের ভিতর একলা ফেলে অদৃশ্য হয়েছিল। প্রভু! কৃষ্ণ কি অপ্রেমিক!

পৰ্ব্বত। বোকা গয়লার পুষ্যিপুত্তুর তার আর কত বুদ্ধি হবে! তা না হ'লে কাঁধে ওঠবার কথা শুনে চম্পট দেয়!—আমি হ'লে এক চড়ে তারে স্বর্গের চূড়ায় তুলে দিতেম।

রমা। তা হ'লে আমি আপনাকে ছাড়ব না। ঠাকুর! আমার স্বর্গ দেখবার বড় ইচ্ছা হয়েছে।

পৰ্ব্বত। সে আজ আর নয়, ফিরে এসে দেখা যাবে।

রমা। আমি পথ ছাড়ব না।

পৰ্ব্বত। দেখ আমার রাগ বাড়িয়ো না।

রমা। তা যদিই বাড়ে, বাড়ার ভাগটা রমাকে দিয়ে যান না। আমার ভাণ্ডারে সব আছে, কেবল ওইটারই অপ্রতুল। তা রমা আপনার এত সেবা করলে, সে কি একটুও পরস্কার পাবার যোগ্যা নয়।

পৰ্ব্বত। কি আপদ! তোর কি ভস্ম হবার ভয় নেই?

রমা। আ! তা হ'লে ত বেঁচে যাই। তা হ'লে ত বাতাসে ভেসে ভেসে, আপনার পায়ের নখে, দুটী চোখে, মাথার জটায়, ঠোঁটের ডগায় জড়িয়ে থাকি। তা হ'লে আপনার প্রতিজ্ঞা শুধু পূর্ণ হয় না, উপচে ওঠে।

পৰ্ব্বত। রমা! তোর কি নরকেরও ভয় নাই?

রমা। আমি নরকে না গেলে আমায় নিয়ে যায় কে? আপনার ভগবানের যদি বাপ থাকত, তা হ'লে ভগবানের বাপান্ত করে বলতেম, যে তার বাপেরও সাধ্য নাই আমাকে জোর ক'রে নরকে নিয়ে যায়।

পৰ্ব্বত। একি বিপদে পড়লেম গা! এমন বিপদে যে কখনও পড়িনি।

রমা। সত্য সত্যই কি প্রভু। এই মুখরা রমার উপর আপনার ঘৃণা উপস্থিত হয়েছে? ঠাকুর মুখ তুলুন যথার্থ বলুন, আর আমি আপনাকে বিরক্ত করব না। চরণে ধ'রে বল্‌চি, আর আপনার কাছে আসবনা; কাছে আসিত মুখ তুলবোনা; মুখ তুলিত কথা কবনা। কদন্ন খাইয়ে আর আপনাকে অসুস্থ করব না। জ্ঞানহীনা নারী, না বুঝে দুষ্কর্ম্ম করেছি।

পর্ব্বত। ভগবান! আমাকে একি বিপদে ফেল্লে!

রমা। মার্জনা করুন দেব দর্শনে আত্মবিস্মৃতা রমণী, আপনার প্রশ্রয়দানে কর্কশভাষিণী ক্ষমা ভিক্ষা চায়।

পর্ব্বত। আঃ! পাছাড়।

রমা। ক্রোধ শান্ত না হয়, আমাকে ভস্মীভূত করন।

পর্ব্বত। ভগবান! আমাকে একি বিপদে ফেল্লে!

রমা। ভগবানকে ডাকবেন না। হতভাগিনীকে আর ভগবানের বিষ নয়নে ফেলবেন না।

পর্ব্বত। আঃ! পা ছাড়।

রমা। ভাল, নরকেই না হয় প্রেরণ করুন।

পর্ব্বত। আঃ। পাই ছাড়না ছাই। ভগবান! আমার একি দুর্দ্দশা করলে!

রমা। ভগবানকে ডাকবেন না।

পর্ব্বত। কি বিপদ! ভগবানকে ডাকাও ছাড়তে হবে নাকি!

রমা। বলুন, ক্রোধ শান্ত হয়েছে!

পর্ব্বত। আঃ! ছেড়েই দাওনা। তোমার জন্য কি মিছে কথাও কইতে হবে?

রমা। বলুন, আপনার রাগ গিয়েছে!

পর্ব্বত। রাগ হ'লই বা কখন, তা যাবে

রমা। তবে আমি উঠি?

পর্ব্বত। তোমার যা খুসী তাই কর।

রমা। যা খুসী তাই করি?

পর্ব্বত। যা খুসী—মারতে হয় মার—রাখতে হয় রাখ। এই আমি বুক পেতে দাঁড়িয়ে রইলেম।

রমা। (উঠিয়া) তবে ঠাকুর!

পর্ব্বত। একি, এ আবার কি?

রমা। সুকুমারীর রান্না খেয়ে একটা শাকের কণা প্রসাদ রাখবে না, আর আমি রাঁধলেই মুখ ফিরুবে!

পর্ব্বত। একি করচ? হাত ধরলে কেন, ছাড়না!

(সখীগণের প্রবেশ ও পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া গীত)

সাধে কি বাদ সেধেছে প্রেমে কি বিষের জ্বালা।
ছল ক'রে তুলতে গো ফুল জড়িয়ে সে ধরলে গলা।
অচলে ভাসিয়ে তুলে নলিনী ডুবলো জলে
খুঁজিতে গলে গলে পড়ল ঝরে শশীকলা।
আকাশে ঢেউ লেগেছে আঁধারে চাঁদ ধরেছে
বিষাদে ঝাঁপ খেয়েছে মেঘের কোলে তারামালা।

পর্ব্বত। তোদের মেঘে থাক, পৃথিবী ভেসে যাক। রমা তোর আমি কি অপরাধ করেছি!

রমা। অপরাধ নয়? গুরুতর অপরাধ। আমার সাধ তোমার কাছে ব'সে, খাওয়াই, তুমি কাছে বসনা, তোমার চোখে চোখে

রাখি, তুমি দেখা দাওনা। আমায় না ব'লে চ'লে যাও, আমায় না জিজ্ঞাসা ক'রে অপরের খাও।

পর্ব্বত। তা হ'লে কি করতে হবে?

রমা। খেতে পাও না পাও আমাকে জিজ্ঞাসা করবে; ভাল লাগে না লাগে আমার কাছটীতে থাকবে।

পর্ব্বত। খিদের ম'রে যাও আমার সুমুখে যাবে, হাত পা আছড়াতে হয় আমার সুমুখে আছড়াবে। কেন আমি তোর চাকর নাকি!

রমা। তুমি আমার মাথার মণি।

পর্ব্বত। রমা! তুই কুহকিনী।

রমা। (জনৈক সখীকে ধরিয়া গীত)।

আমি কতই কুহক জানি সজনি!
সাধ ক'রে মজাতে পরে ফাঁদে পড়ি আপনি।
শিলায় ঢালিতে বারি নয়নে করেছি ঝারী
শেষে পিপাসায় মরি দিনে হেরি রজনী।
দিয়ে লতায় ফুলের বাস কুসুমে লতার ফাঁস
পরায়ে প্রাণের অলি টানি।
পরিমলে বাঁধি পায় যদি অলি রাখে পায়
তবু চলে যায় ফিরে ত না চায় গুণমণি!

১ম সখী। সেকি প্রভু! কোথায় যাবে?

২য়, স। আমি এমন চোখ তুলে আনারস ছাড়ালুম—

৩য়, স। আমি এমন কচি কচি আমড়া পাড়লুম—

৪র্থ, স। আমি এমন ক্ষীরের মতন ক'রে পোস্ত বাটলুম—

৫ম, স। আমি এমন রাঙা নারকেলের ফোঁপল বার করলুম—

রমা। নাও, কি করবে বল। (হস্ত ধারণ)

পর্ব্বত। আমি খাব না।

রমা। তেঁতুল কাঁচা?

পর্ব্বত। খাব না।

১ম, স। টোকো আঁব ছেঁচা?

পর্ব্বত। আমি খাব না।

২য়, স। উচ্ছে কচি?

পর্ব্বত। আমি খা-ব-না।

৩য়, স। পটল বিচি?

পর্ব্বত। খাবনা খাবনা।

৪র্থ, স। দুধের গলা।

পর্ব্বত। এত বিষম জ্বালা। আমি কিছু খাবনা।

রমা। না—খাবে না। আমার হাত নালে ভেসে গেল, উনি কিছু খাবেন না! চল ঠাকুর! পেটটী প'ড়ে রয়েছে, মুখটী শুকিয়ে গেছে, চোখ দুটী ছল্ ছল্ করচে, চল কিছু খাবে চল। এমন দিন দুপুরে গেরস্তর বাড়ী হ'তে না খেয়ে কি কেউ কমনে যায়? খেয়ে দেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে যেতে হয় অপরাহ্লে যেও। এখন চল।

পর্ব্বত। আঃ! আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—আঃ!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লতাকুঞ্জ।

নারদ।

নারদ। কে তুমি আমার হৃদয় মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতা! কে তুমি শয়নে স্বপনে, দেবার্চ্চনে ধ্যানে সমাধিসাধনে নারদের মানস

কাননে আপনার মনে বিচরণ করচ? কে তুমি ধরণী শিরোমণি শ্যামলা, জলদ বিলাসিনী চপলা, যমুনালহরীশোভাকরী রাসেশ্বরী হিমগিরিশিখরমাধুরী গৌরি? সুকুমারি সুকুমারি!

গীত।

তারা! কি বলব তোরে!
তোর ছলার জ্বালায় মায়ার খেলায় কথা না সরে।
দুর্ঘট ঘটনা পটীয়সী মায়া নিজোদ্ভুত শশীশেখর জায়া,
ছায়ারূপে কায়া ঢেকে মা বিচর ধরাপরে।
মোহন মদন বিলাসে জগমোহন অভিলাষে,
বেঁধেছ আপন প্রাণ পদনখরে,
আবার আদর ক'রে ধরে তারে তুলেছ শিরে।
বৃন্দাবন হৃদি নিকুঞ্জ ধামে বসি নটবর বংশীধর বামে
সংসার গলায়ে দেছ যমুনা নীরে,
আবার ফুল্ল শতদল তুমি গিরিশিখরে।

হরি দর্শন নিয়েত কথা! তবে কেন এত মাথা ব্যথা? কেন শঙ্করের কাছে বুক খুলি, কেন হরির কাছে কৃতাঞ্জলি? বন জঙ্গল ভেঙে হিমালয়কে বশে এনে, পাহাড়ে মেয়ের বিয়ের ঘট-কালি যদি এই দিলে শঙ্কর! প্রভাসে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে, এই বৃদ্ধকে মুখরা বৃন্দার গাল খাইয়ে স্বকার্য্য সাধনের যদি এই পুরস্কার গদাধর! তোমাকে আমিও বলে রাখি, প্রতি শোধ লব। তোমার তারা আজ হ'তে সুকুমারীর চোখে আর তোমার কমলা আজ হ'তে সুকুমারীর মুখে! সুকুমারি! সুকুমারি।

(জনার্দ্দন ও ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

জনা। ওই শোন্ কেমন ঠিক বলেছি না? ওই দেখ্ ঠাকুর ঝিরি করচে।

ক্ষেম। ওরে ছাড় ছাড়্।

জনা। আমর! শোন্ না—প্রেম একলা ব'সে কত রকমের কথা কয় শোন্ না। প্রেম প্রেম করে হেদিয়ে মরিস, ঠাকুর যোগে বসেছে এই ফাঁকে প্রেমটা শিখে নেনা। দিদি তুই রাধা হবি?

ক্ষেম। দূর হতভাগা! বুড়ো হয়েছি, রাধা হবার কি আর বয়েস আছে! ওরে ছাড়্।

জনা। দূর ভিমরতি বুড়ী, রাধা কি চিরকালই ছুঁড়ী ছিল? একশ বছরের বিরহ আঁচলে বেঁধে যখন রাধা প্রভাসে কৃষ্ণকুণ্ডে ঢেলে দিয়েছিল, তখন কি সে জলে তরঙ্গ উঠেনি; প্রভাসের রাধা বুড়ীর কি প্রেম ছিল না? দিদি! আমি বলছি তুই রাধা হ'। বড় দিদিরাণীর বড় অহঙ্কার। দাসত্বের অহঙ্কারে মাটীতে আর তার পা পড়ে না। দিদি! দিদি! তুই একবার রাধা হ'।

ক্ষেম। তবে, নলতেকে রাধা করে দেনা কেন?

জনা। নলতে আমার কাণ মলে আমি তারে গাল দিই। আমিও তার চাকর নই, সেও আমার দাসী নয়। সমানে সমানে হুকুম চলবে কেন দিদি। তাই বলি তুই রাধা হ'।

ক্ষেম। আমার বড় লজ্জা করে।

জনা। পিঁপড়ের পালক ওঠে মরবার তরে। তোর হয়ে এসেছে। নে আয়, আমি তোরে মরতে দেবনা। তুই যে প্রেম প্রেম ক'রে হেদিয়ে মরবি, তা হবে না। আয়—ওই দেখ্ ঠাকুর বাহ্যদৃষ্টিহীন ভেবে ভেবে থড়কের মতন ক্ষীণ; এমন দিন নেই যে কাঁদে না, এমন ক্ষণ নেই যে বীণায় বেয়াড়া সুর বাঁধে না।

ও এখন থাকা না থাকা সমান। তুই ওর সুমুখে বসে ডাইনীর মন্তর ঝাড়্—বল্ বঁধু, কি আর বলিব আমি? জনমে জনমে মরণে মরণে প্রাণনাথ হইও তুমি।

ক্ষেম। আহা! দাদাঠাকুরের আমার কি রোগ হ'ল।

জনা। আমর! আবার বেঁকে গেলি! ভাল, তুইত সকল অসুখ জানিস, দাদা ঠাকুরের চিকিৎসাটা তুই কর্না কেন!

ক্ষেম। তবে এক কাজ কর। চিকিসুপুরির রস—

জনা। বস—অষুধ বন্ধ কর বদ্যি ঠাকরুণ, সেরস ঠাকুরের কস বেয়ে মাটীতে পড়লে আশ্রমটা সুপুরি গাছে ভরে যাবে। তোর ক্ষেমা কুঞ্জে বাঘ ঢুকবে! তার চেয়ে আর এক কাজ কর্, হুঙ্কার ছেড়ে ঠাকুরকে বল্ যে সুকুমারি তোমায় ডাকচে। দিদিরাণী রাঁধতে রাঁধতে অম্বলে পলতা বেটে দিয়েছে। এখন দাদাঠাকুর চেকে যদি বলে মিষ্টি, তবেই রইল নইলে তোকে আমাকে খেতে হবে বুঝছিস্। শিগ্‌গির যা, গিয়ে গা ঠেলাদে।

নারদ। সুকুমারি সুকুমারি!

জনা। ওদিদি! ওদিদি!

ক্ষেম। ওরে ব্যথা হাতে ব্যথা।

নারদ। এখনও এলেনা সুকুমারি!

জনা। কেমন ক'রে আসব ঠাকুর! আমার প্রাণ কই?

নারদ। কি বললে কি বললে?

ক্ষেম। ও মুখপোড়া কি করলি? ও মুখপোড়া পুড়িয়ে মারলি!

জনা। তা হ'লে এখন পালানই কর্ত্তব্য বুঝলি?

ক্ষেম। উঃ উঃ, ওরে, ওরে, আস্তে টান।

(প্রস্থান)

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। আর কোথায় দেখি বাপু! দিঘীর ধারে খুঁজলেম সেখানে নেই; নদীর তীরে দেখলেম, সেখানেই বা কই? বাকি আছে এই বাগানের কুঞ্জ—ঠাকুর! এখানে আছেন কি?

(সুকুমারীর প্রবেশ)

সুকু। ললিতা! তুই আমাকে ডাকছিলি?

ললিতা। কই কখন?

সুকু। তবে আমাকে ডাকলে কে?

ললিতা। তবে বুঝি জনা ডেকেছে।

সুকু। দূর বাঁদর মেয়ে, জনাকি আমাকে সুকুমারী বলবে?

ললিতা। ওকি আমিই বলতে পারি দিদিরাণী!

সুকু। তুই সেই অবধি খুঁজচিস?

ললিতা। তুমি বললে খুঁজে আন্, কাজেই আমি খুঁজচি।

সুকু। তাহ'লে দেখা না পেলে সমস্ত দিনই খুঁজতিস নাকি! মুখ মুচকে হাসলি যে! ওপর বাগে চেয়ে দেখ্ দেখি সূর্য্যি কোথায়। সর্ব্বনাশ! আমি না এলে, না খেয়ে সমস্ত দিন ঘুরতিস্; যা বাড়ী যা, আর তোকে খুঁজতে হবে না।

ললিতা। আমি কতবার বল্লেম দিদিরাণি! ঠাকুরের পেছুনে একজন লোক রেখে দাও। ঠাকুর নায়না খায়না কি করতে কি করে, কি বলতে কি বলে, কোথায় যেতে কোথায় যায়। তোমায় বললে কেবল হাস। সে দিন ঠাকুর আমাকেই প্রণাম ক'রে ফেললে। ঠাকুরের পায় ধুলো গায়ে মুখে না মাখলে সে দিন পুড়ে মরেছিলুম আর কি। দিদিরাণী! ঠাকুরকে বাঁধতে পারত বাঁধ; ঠাকুরকে খোঁজা আর চলে না।

সুকু। আচ্ছা সে যা করবার করা যাবে এখন। এখন যা, গিয়ে কিছু জল খেগে যা। ঠাকুরের অপেক্ষায় বসে থাকলে মারা যাবি। যা চলে যা। (ললিতার প্রস্থান) এ ত বিষম জ্বালা হ'ল! এযে ঠাকুরকে কথায় কথায় খুঁজতে হয়, কথায় কথায় ডাকতে হয়, এর এখন উপায় কি। ঠাকুরের দিন দিন যে প্রকার পরিবর্ত্তন দেখ্‌চি তাতে প্রাণেত বড়ই আতঙ্ক উপস্থিত। এর প্রতিবিধানের পথ না দেখলেত আমার নিস্তার নাই। এ যে জগতের লোক এক বাক্যে আমাকে তিরস্কার করবে আর বলবে "ত্রিসংসারের দেব যক্ষ নর কিন্নরাদি সর্ব্বজীবের কল্যাণকর মহাপ্রেমকে রাক্ষসী সুকুমারী গ্রাস করলে, সংসার ডোবালে, লোক মজালে—স্বার্থ পরায়ণা একার জন্য সবার সর্ব্ব নাশ করলে", তা আমি সহ্য করতে পারব না। বিশ্বামিত্রের মেনকা যেমন শুন্দোপশুন্দের তিলোত্তমা যেমন, আমাকেও যে তেমনি ব্রহ্মবল বিনাশিনী উপমা হয়ে কালের অসীম চিত্রপটে কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত হযে থাকতে হবে, তা আমি কখনই সহ্য করতে পারব না। দেবর্ষে! আমি না বুঝে দুষ্কর্ম্ম করেছি; না বুঝে, পিতাদেশে তোমার সেবায় নিযুক্ত হয়ে, কি করতে কি করে ও চরণ কমলে প্রাণ দিয়েছি—না বুঝে তোমাকে হৃদয় সিংহাসনে বসিয়ে, দুঃখিনী সাধিকার একমাত্র সম্বল মানসোপচারে তোমার পূজা করেছি। তোমার তাতে কি প্রভু! বালিকার চিন্তা পরিত্যাগ কর আবার বক্ষের ধন বক্ষে ধর। বিশ্বম্ভরের ভার তোমার মাথায়। সংসার তার ছায়ায় ব'সে ক্রীড়াবিলাসে মাতোয়ারা। তার ভার আ'ছে সংসার জানে না। সংসার জানে না, সে ভারে আকাশ জমিয়া যায়, ধরণী পরমাণু হয়।

ভগবন্! হৃদয়ের ভার হৃদয়ে রাখ। বিশ্বপ্রেম সর্ব্বাঙ্গে মাখ। অঙ্গ সৌরভ ভিক্ষায়, এখনও পর্য্যন্ত যেমন জগৎবাসী তোমার পানে চায়, তেমনি চাইতে দাও—বালিকায় ভুলে যাও। বল, ভালবাসার যদি আকর্ষণ থাকে, ভালবাসা ভুলে যাই; সেবায় যদি নিগড় থাকে, সেবা ফেলে চলে যাই; মৌনত্বে যদি মোহ থাকে চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী ক'রে, মুক্ত কণ্ঠে বলে যাই; ছাই রূপের যদি কিছু দাহিকা শক্তি থাকে, বল প্রভু, তোমার সুমুখে আগুন খাই। না—না প্রভু! আমার জন্য যে তুমি আত্মহারা হবে, তা হবে না। সেবা আমার ধর্ম্ম, দাসত্ব আমার সাধনা; আমায় যে রাণী ক'রে তুমি ভিখারী হবে—তা কখনই হবে না। প্রভু! এখানে আছেন কি? কই প্রভু কই! প্রভু যদি এখানে নেই তবে আমাকে ডাকলে কে? বলি, প্রভু এখানে আছেন কি?

নারদ। সুকুমারী? সুকুমারি!

সুকু। কেন প্রভু! মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ, আহার্য্য সকলই প্রস্তুত, সকলেই আপনার আগমন প্রতীক্ষায় বসে আছে।

নারদ। সুকুমারি! তুমি কাছে এস।

সুকু। ও আজ্ঞা আর করবেন না। আপনি উঠে আসুন।

নারদ। (অগ্রসর হইয়া) তোমার স্নানাহার হয়েছে?

সুকু। আজ্ঞে, আপনি আজ আহার করলেন না দেখে—আমরা সকলে সে কাজ আগে সেরে রেখেছি। প্রভু! হলেন কি! দিন দিন হচ্ছেন কি? কার্য্যের অবতার, জ্ঞানের অবতার, প্রেমের অবতার, দিন দিন আপনার একি পরিণাম?

ব্রাহ্মণের নিত্য ক্রিয়ায় অনাস্থা, দেব পূজায় বিস্মরণ, আহারে অপ্রবৃত্তি, লোক সঙ্গমে বিরাগ—প্রভু! আপনার হ'ল কি! আমাকে কি ডাকছিলেন?

নারদ। যথার্থই সুকুমারি তোমায় স্মরণ করেছি।

সুকু। কি আজ্ঞা প্রভু!

নারদ। মুহূর্ত্ত মাত্র সময় তোমা হ'তে বিচ্ছিন্ন, তোমায় ডাকা উচিত হয়নি, তবু তোমায় ডেকেছি।

সুকু। কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে কি প্রভু?

নারদ। স্নানাহার যদি না হয়ে থাকে, সে সকল কার্য্য সম্পন্ন কর—তার পর বিশ্রাম লও—বিশ্রামের পর যদি ইচ্ছে যায়, তুমি আমার হয়ে একবার হরি স্মরণ ক'র।

সুকু। এসব কি কথা প্রভু!—দেখুন এত দিন বলি নাই, আজ বলি—পিত্রাদেশে আমি আপনার সেবায় নিযুক্ত; আপনি আমার দেবতা; আপনার সেবাই আমার ধর্ম্ম, আপনার আদেশ পালনই আমার কর্ম্ম। কিন্তু অপরদিকে আমার রক্ষার ভার আপনার করে। আপনার ভাব দর্শনে আমার আতঙ্ক উপস্থিত। প্রভু! এ আতঙ্ক নিবারণের উপায়?

নারদ। ভয় নাই পিতৃ পরায়ণা!—আমার জ্ঞান যাক, আমার অস্তিত্ব বিলোপ পাক্। সত্য আমাকে ত্যাগ করবে না সুকুমারি! ভয় নাই—তুমি ভয় নাশিনী—তোমার রাজত্বে ভয় বাস করতে পাবে না।

সুকু। তবে দাসীকে ডাকলেন কেন?

নারদ। সমস্ত দিবসের পর দণ্ডেক সময় তোমা হ'তে অন্তর হয়ে, আমি ভগবানকে স্মরণ করতে গিছলেম, কিন্তু

সুকুমারি! ভগবানকে স্মরণ করতে তোমায় স্মরণ করেছি, হরিকে ডাকতে তোমায় ডেকেছি। হরিস্মরণ করতে হয় তুমি কর। তুমি আমার ধ্যান ধারনা সাধনা, সুকুমারি তোমার স্বর আমার বীণার ঝঙ্কার। তুমি আমার মূল মন্ত্র, তুমিই আমার মন্ত্রোদ্ধার যন্ত্র।

সুকু। কি করলে তপোধন! একটা ক্ষুদ্র বালিকার জন্য স্বর্গপথের দ্বাররুদ্ধ করলে! কি করলে হরিপরায়ণ! কোটী কোটী মানবে, কোটী কোটী দেব দানব গন্ধর্ব্বে, স্বর্গে মর্ত্তে রসাতলে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হরিনামের বীজ বিকীর্ণ ক'রে নিজের হৃদয়কে মরুভূমি করলে!

নারদ। সুকুমারি—

সুকু। কি করলে ঋষি! সংসারকে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ক'রে আজি নিজে উপবাসী—কি করলে তপোধন?

নারদ। অনুশোচনা ছাড়, আমার কথা আবার শুন; সুকুমারি আমার ভবিষ্যৎ তোমার শ্রীকরে, আমার অনন্ত জাবন তোমার হৃদয়োপরে। শুন সুকুমারি! তুমি নারদের বরাভয়করী, তুমি প্রাণেশ্বরী।

সুকু। কিহ'ল মহেশ্বর? পিতৃদেবের আদেশ পালনে, তোমার পূজনে কিহ'ল শঙ্কর! আমাকে ঘোর নরকে ডোবালে, আমাকে দিয়ে ঈশ্বরকে স্বর্গচ্যুত করালে।

নারদ। তুমি যেখানে থাক সেইখানেই স্বর্গ তুমি ভুবনেশ্বরী তুমি কমলা তুমি শঙ্করী তুমি বৃন্দাবন বিলাসিনী তুমি নগেন্দ্র নন্দিনী; তুমি মায়া তুমি মোহিনী। ইষ্টমন্ত্র সমেত আমার এই বিশ্বাধার হৃদয় তোমার করকমলে সমর্পণ করলেম। সুকু-

মারি প্রাণেশ্বরি! মস্তকাবনত করনা, মুখতুলে চাও, বিশ্বে আমাকে স্থান দাও। ওকি সুকুমারি তুমি কাঁদচ?

সুকু। কিহ'ল এ কিছু'ল প্রভু! এযে কিছুই বুঝতে পাল্লেম না। প্রভু! আমাকে বুঝিয়ে দাও বলে দাও কেমন ক'রে কোন গ্রহ দুর্দ্দৈববশে অতিতুচ্ছ অতি হেয়, মর্ত্তের একটা ক্ষুদ্রনারী আপনার নয়ন মন আকর্ষণ করলে। না বললে, ঠিক জেনো ঠাকুর, আর এথানে থাকবনা; লোকসমাজে মুখ দেখাবনা; না বললে, শুনে রাখ ঋষিরাজ এপ্রাণ আর রাখবনা। জীবনের পরিণাম ভাববনা আত্মঘাতিনী হ'ব তার ফলে অনন্ত নরকে পশে অনন্ত কালের মত তোমার নয়নের অন্তরালহব। বল দেবর্ষে কেন এমন হ'ল—কামনাত্যাগী যোগীবর! নিষ্কাম ব্রত ধারণের কি এই পরিণাম?

নারদ। এই পরিণাম—যেথানে কিছুই নাই সেথায় ভগবান আছে; যেথানে কামনা নাই সেথানে ভগবানই কামনা। সুকুমারি রূপ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে নারদ তোমাকে আত্মসমর্পন করে নাই। তোমার কোমলতা মধুরতা, তোমার কমনীয়তায় নারদ আত্ম-হারা হয় নাই। এই ক্ষুদ্র কলেবরে যাআছে—এই শঙ্কা-বিকম্পিত কোমল হইতেও কোমল হৃদয়াভ্যন্তরে যে মহাধন নিহিত আছে, সেইধনের প্রলোভনে নারদ আজ এথানে। সেটুকু তোর ভক্তি। ক্ষুদ্র জলবিম্বেও অগণ্য তারকার আশ্রয়-স্থান অনন্ত গগণের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, ক্ষুদ্র দীপশিখা বিনিঃসৃত আলোকরশ্মি পথ পাইলে চতুর্দ্দশ ভুবনে প্রসৃত হইয়া পড়ে। এই ক্ষুদ্র বদনকমলের আলোক কণায় সূর্য্য চন্দ্র জ্যোতিষ্মান, এই ক্ষুদ্র হৃদি সরোবরের লহরে লহরে

অনন্ত প্রাণ ভাসমান। আবদ্ধ রেখনা সুকুমারি! খুলে দাও—মায়াশৃঙ্খলে আবদ্ধ প্রাণ একবার খুলে দাও—ভুবন ভরিয়া যাক্, নারদ আর একবার বীণাকরে, তোমার নাম ধ'রে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'ক।

সুকু। আমি যে দাসী প্রভু! আমায় একি কথা বলচ?

নারদ। দাসী তুমি—(হাস্য) যথার্থই সুকুমারি তুমি দাসী, আর সেই জন্যই আমি তোমার শ্রীচরণপঙ্কজের পরিমলপ্রয়াসী। বালিকে! দাসত্বেই মহত্ত্বের পরিমাণ—যার যতবড় দাসত্ব তার ততবড়ই মহত্ব—ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের দাস—আর কেন ছলনা পিতৃদেব সাধিকে, কৈশোর যোগিনি, শঙ্করচিরসঙ্গিনি! আর কেন ছলনা। আত্মদর্শন কর—একবার দেখ, তোমার বিশ্বব্যাপী প্রেম নিকেতনের একস্থানে নারদের স্থান আছে কিনা। রস সুকুমারি, তোর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি। তোর কেশে কালী, মুখে শ্রী, হৃদে বনমালী, হর পায়, গায়ত্রী তোর সর্ব্ব গায়। পাথরে ঈশ্বর কল্পনা করে যদি আত্মতৃপ্তি হয়, জীবন স্বরূপিনী নার শিরোমণি! তোতে তা ক'রে কি সে তৃপ্তি পাব না? দেখ ভক্তিময়ি! তুই আমার কে।

সুকু। (ধ্যানমগ্ন হইয়া)

তুমি আমি এসংসারে।

নারদ। আমি শুধু জানি তোমায় তুমি জান আমারে॥

সুকু। তুমি জ্ঞান আমি মায়া তুমি আলো আমি ছায়া,

প্রাণ কায়া পতি জায়া আছি যে যারে ধরে।

নারদ। তুমি মহাশক্তি মার তুমি প্রেম রাধিকার,

আলোকে আঁধার তুমি আলো তুমি আঁধারে।

জনা। এদিকেতে পাহাড় ঠাকুর এসে বুঝি পাট করে।—দিদি ঠাকুরুণ তুমি কোথায়? হায় হায়, হায় তুমি হেথায়! ওদিকে সব যায়, মাথার ঘায় মুনি ঋষি পর্য্যন্ত পাগল হ'ল।

নারদ। কি হয়েছে?

সুকু। আ গেল অমন করে চেঁচিয়ে মরচ কেন?

জনা। আর মরচ কেন; বাঁচতে পারলেমনা তাই মরচি—দিদিরাণি সবগেল। (কম্পন) দিদিরাণি সব গেল।

নারদ। আরে কাঁপচিস্ কেন? পাহাড় ঠাকুর কি কিছু করেছে?

জনা। পাহাড়ে ধস খেয়েছে।

সুকু। ও পাগলের কথায় আবার কাণ দেয়।

জনা। যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও ত কাণ দাও—

সুকু। কি হয়েছে বলইনা শুনি, অমন করতে লাগলি কেন? পাহাড় ঠাকুর কি রেগেছে?

জনা। সে সব খেয়ে বসে আছে—

নারদ। সুকুমারি, তুমি এইখানে ক্ষণেক অপেক্ষা কর—

সুকু। সেকি প্রভু! জনার কথায় বিশ্বাস করচেন।

নারদ। বিশ্বাস করবার কারণ আছে।

সুকু। কারণ আছে! তবেকি জনার কথা সত্যি?

নারদ। আমার বিশ্বাস তাই।—হাঁ জনার্দ্দন, সে কি করচে?

জনা। একবার এমনি করচে—একবার তেমনি করচে—একবার দাঁত খিঁচুচ্চে একবার হাই তুলচে একবার বলচে হর হর বম্ বম্ একবার মাটীতে পা ঠুকচে দম্ দম্—মন্দির করচে গম্

গম্; গাটা টলচে, হাত দুটো দুলচে, নিশ্বাসটা ঘন ঘন চলচে পেটটা নাবচে আর ফুলচে, মুখ ছুটচে চোক ঘুরচে—শিবঠাকুর ঠকঠক করে কাঁপচে, রমা দিদি মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে গেছে।

[প্রস্থান]

নারদ। এত কাণ্ড হয়েচে! সুকুমারি তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই ফিরে আসচি—

সুকু। সেকি প্রভু! রমা মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে আছে—

জনা। আঃ কি জ্বালাগা—ঠাকুরকে ছেড়েই দাওনা—যা হবার ওর ওপর দিয়েই হয়ে যাক্, তুমি কোথায় যাবে?

নারদ। যথার্থই সুকুমারি, তোমায় যেতে বলতে সাহস করিনা।

জনা। না দিদিরাণি! (হস্তধারণ)

সুকু। চুপ কর্ মূর্খ!

জনা। ওই! ওইতেইত দুঃখ হয়। তোমার কথা শুনে আমার কাঁপুনি সেরে গেল। আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, আমি তোমায় কখনই যেতে দিবনা, ঠাকুর যাক্; যেই যাবে অমনি রমাদিদি ঝেড়ে ঝুড়ে উঠবে ঠাকুরের দাড়ী দেখলে ভূত পালায় তা সেত কোথাকার এক ফোঁটা মূর্চ্ছো—না ঠাকুর—তুমি একা যাও আমাদের অনেক দুঃখের দিদিরাণী, তুমি যাও আমরা হাত পা মেলিয়ে বাঁচি। ওই দেখ ঠাকুরের নাম করতেই রমাদিদি বেঁচে উঠেচে। ওই দেখ থর থর ক'রে চলে আসচে। আমি আর থাকতে পাচ্চিনা আমি চল্লেম, আমার গা কাঁপচে প্রাণ ধুঁকচে মন হুহু করচে—আমি দাদাঠাকুরের নাম করতে করতে যাই। নারোদ! নারোদ! নারোদ! (প্রস্থান)

সুকু। (ছুটিয়া রমাকে ধরিয়া) হাঁ রমা! কি হয়েছে ভাই!—তুই নাকি মূর্চ্ছা গিছলি?

নারদ। পর্ব্বত নাকি আজ ক্রোধে আত্মহারা হয়েছে?

রমা। আজ ঠাকুরের ভাবগতিক দেখে আমার ভাল বোধ হচ্ছেনা। ক্রোধোদ্রেক হয়েছে। আজ আর তাঁর কথায় মিষ্টতা নাই, ভাবে মধুরতা নাই। লোচন আরক্ত হয়েছে, দেহ সময়ে সময়ে বিকম্পিত হচ্চে, আর আপনার অনুসন্ধান কচ্চে; ভয়ে আমি সতর্ক করবার জন্য জনাকে পাঠিয়ে দিলেম। আহারের অনুরোধ করতে তিরস্কার খেয়েছি। চরণে ধরতে মূর্চ্ছা গিয়েছি। প্রভু! একটু সাবধানে থাকুন—আমি আবার যাই, আর একবার আহারের জন্য সাধ্য সাধনা করিগে।

নারদ। যাও, যাও—শীঘ্র যাও— কিয়ৎক্ষণের জন্য তারে ভুলিয়ে রাখগে। (রমার প্রস্থান)

সুকু। এসব কি কথা প্রভু!

নারদ। সুকুমারি, যথার্থই বিপদ উপস্থিত। পর্ব্বতের কাছে প্রতিশ্রুত ছিলাম, সকল মনের কথা তার কাছে প্রকাশ করব। বুঝেছত সুকুমারি! আজ কয়দিন ধরে তারে মনের কথা গোপন ক'রে আসচি; আমার আচরণে, আকারেঙ্গিতে সে বোধ হয় মনের কথা বুঝতে পেরেছে। তাই আমারে খুঁজচে—

সুকু। বুঝতে পেরে থাকে পেরেইছে। তাতে ভয় কি?

নারদ। ভয় বিলক্ষণ। সে যেমনই আমায় দেখতে পাবে, অমনি শাপ দেবে।

সুকু। শাপ দেবে—সেকি কথা যেমন দেখবে অমনি শাপ দেবে!

সুকু। সর্ব্বনাশ! তবে উপায়?

নারদ। নিরুপায়। যোগীশ্রেষ্ঠ পর্ব্বত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করবেনা। তবে উপায়ের মধ্যে এক তুমি, তোমায় দেখে দয়া ক'রে ভীষন শাপ যদি না প্রদান করে তবেই নিস্তার, নাহ'লে পরিত্রাণ নাই। ওই আসচে সুকুমারি! লুকোও লুকোও।

(নেপথ্যে মামা! মামা!)

সুকু। আমি তারে নরম করবার চেষ্টা করি, আপনি গাছের আড়ালে যান—(নেপথ্যে মামা) এলো এলো—(নারদের অন্তরালে গমন।) (পর্ব্বতের প্রবেশ)

পর্ব্বত। মামা—মামা—মামা—মামা—না মামা ঠীক মরেছে। কে তুমি—রমা না সুকুমারী?

সুকু। সেকি প্রভু! ক্রোধে এতই দৃষ্টিশক্তি হীন যে আমি কে চিনতে পারচেন না।

পর্ব্বত। চিনতে পারচিনা—যথার্থই চিনতে পারচিনা—ঘাতক সম্প্রদায়— বলে দাও আমার মামা কোথায়? ঘাতকেশ্বরি! কেতুমি—রমা কি সুকুমারী? যদি রমা হও, তাহ'লে গললগ্নীকৃতবাসে বলচি আমায় ছেড়ে দাও—যদি হও সুকুমারী তাহ'লে হাতে ধরি, আমার মামাকে উগরে দাও। আধসিদ্ধ মামাকে গোলকে নিয়ে গোলকের হাওয়া খাইয়ে বাঁচাই। করাল বদনে! মামা বিহনে মাতুল বংশ একেবারে নির্ব্বংশ—মামার একটু অংশ রাখ।—সব খাও একটু অংশ রাখ।—আর কথায় কাজ নেই—মামা—মামা।

সুকু। আপনাকে কি এখনও খেতে দেয়নি, চলুন আপনাকে আহার করাইগে।

পর্ব্বত। আহার করাবার আর বাকী কি রেখেছ, পাথেকে গলা পর্য্যন্ত গিলিয়েছ, শক্ত মাথা তাই সেইটে বেঁচেগেছে, তাই ছুটো কথা কয়ে বাঁচচি।—মামা—মামা।

সুকু। মামাকে একটু বাদে পাবেন এখন—

পর্ব্বত। মামাকি এখন জপে আছেন? কুহক কুমারি! তবেকি এই অবকাশে একটা গান গাইতে পারি?

সুকু। গাননা—আপনাকে কতদিন অনুরোধ করেছি, কিন্তু একদিন ও আমার কথা রাখলেননা।

পর্ব্বত। আচ্ছা আজ একবার রেখেই দেখা যাক্—তোমার কাছে বীণা আছে?

সুকু। বীণা?—এনে দেব?

পর্ব্বত। না অতদূর করতে হবেনা—হাঁড়ী ভাঙ্গা আছে?

সুকু। হাঁড়ি ভাঙ্গা কোথায় পাব?

পর্ব্বত। সরা?

সুকু। না।

পর্ব্বত। পাথর বাটী?

সুকু। তাইবা কোথায়।

পর্ব্বত। তবে ডুটো শুকনো কাটী নিয়ে এস।

সুকু। কাটী কি হবে?

পর্ব্বত। সুর বাঁধতে হবে।

সুকু। সেইজন্য! বস ঠাকুর আমি খুঁজে দিচ্চি।—(কাটী আনিয়া পর্ব্বতকে প্রদান)

গীত।

ত্রেতা যুগে ছিল রাজা বিশ্বামিত্র।
চরিত্র তাহার বড়ই বিচিত্র॥
জাতিতে ছিলসে ক্ষত্র গাধি নাম রাজপুত্র

করি কঠোর তপস্যা ঘুচা'ল সমস্যা
লভিল দ্বিজত্ব রাখিল যোগমহত্ব ইহত্র পরত্র।
(নারদের প্রবেশ)

সুকু। ঠাকুর রক্ষে করুন।—আমার প্রাণ যায়।

পর্ব্বত। সেকি! এরই মধ্যে প্রাণ যাবে! শুধু চিতেনেই প্রাণ গেলে আমার পরচিতেনটা শুনবেকে? কি মামা গানের ঠেলায় বেরিয়ে পড়েছ! এস—মামা এস! এস মামা সুরটো বীণায় বেঁধে নাও, আর একটু যোগমাহাত্ম্য শুনে যাও।

নারদ। রক্ষা কর বাবাজী! নাও কি বলবে বল—

পর্ব্বত। বলব আবার কি মামা! মুখ শুষ্ক কেন? চোখের কোণে কালিমা কেন? এমন সোণার শ্মশ্রুতে জটা কেন?

নারদ। কেন, তোমায় কি বলব?

পর্ব্বত। কি বলবে—কি বলবে মামা! কি বলতে প্রতিশ্রুত ছিলে, কি না বললে কি হবে বলে ছিলে?

সুকু। প্রভু! আমরা আপনার অনুগ্রহভিখারিণী। আপনার ক্রোধানলে সাগর জলহীন রবি প্রভাহীন হয়—প্রভু! ক্ষুদ্র নারীর উপর ক্রোধ প্রকাশ ক'রে নিজের গৌরব হানি করবেন না। আমার প্রতি দয়া করুন—দেবর্ষিকে শাপগ্রস্ত করবেনা, সুকুমারীকে মহাকলঙ্কে কলঙ্কিনী করবেন না।

পর্ব্বত। কিছু নিতেই হবে। এ আমার ক্রোধ নয়, এ আমার সত্য পালন। তবে তোমার অনুরোধে মাতুলকে ঘোরতর শাপগ্রস্ত করলেমনা দেখ মামা বুঝেছি, প্রেমমার্গে তুমি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ, দুইদিন পরে সুকুমারী হবে তোমার নারী। কিন্তু যেই দিনে যেইক্ষণে তুমি সুকুমারীর সহিত উদ্বাহ

বন্ধনে আবদ্ধ হবে তম্মুহূর্ত্তেই যেন তুমি বানরমূর্ত্তি পরিগ্রহ কর। দেখব কেমন প্রেম স্পর্শমণি—দেখব কেমন প্রেম বানর বদনে রতিপতির মুখ সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করে, দেখব কেমন প্রেম বানর অঙ্গে পূর্ণশশাঙ্ক শোভা বিজড়িত দেখে, দেখব কেমন প্রেম বানর বচনে ভ্রমর গুঞ্জন শ্রবণ করে।

নারদ। পাষণ্ড! আমি একে তোর মাতুল—তার শিক্ষা গুরু, নিরপরাধে যেমন আমাকে অভিশপ্ত করলি আমিও তোরে শাপ দিলেম। আমিও বলি যে মহাধনে ধনী হয়ে আজ তুই এত অহঙ্কৃত এত আত্মবিস্মৃত, আমাকে পর্য্যন্ত অপমানিত লাঞ্ছিত করলি তুই সেই মহাধন হ'তে বঞ্চিত হ'—তোর স্বর্গ পথের দ্বার রুদ্ধ হ'ক। দেখি অপ্রেমিকের কঠোর যোগ সাধনা আবার কেমন ক'রে নষ্ট ধন পুনঃ প্রাপ্ত হয়।

সুকু। আমিও বলি প্রভু পদে পিতৃপদে যদি আমার মতি থাকে। তোমাকে যেন এই স্পর্শমণি স্পর্শ করে; তোমার কঠোর প্রাণ যেন বিগলিত হয়; তোমার নয়নের প্রস্তর তারকা যেন জল বর্ষণ করে; তোমার করুণ ক্রন্দনে পশু পক্ষী তরুলতাও যেন নয়ন জলে ধরণী প্লাবিত করে। (রমার প্রবেশ) আয় রমা—আয় এই তোর হৃদয় দেবতা কঠোর যোগীর সম্মুখে দাঁড়া—শুন ঠাকুর! হর আরাধনে যদি কিছু পুণ্য সঞ্চয় করে থাকি, তাহা হ'লে সেই পুণ্যবলে বলে রাখি যেন এই বালিকা এই ক্ষুদ্রবালিকা শয়নে স্বপনে ধ্যানে তোমার হৃদয় সিংহাসনস্থিত নারায়ণের স্থান অধিকার করে।

পর্ব্বত। হা হা হা, দূর পাগলি—দূর পাগলি, তাও কি কখন হয়! মামা তবে আমি চল্লেম। সুকুমারি আত্মহারা মাতুলকে

আমার যত্ন ক'র। রমে! মামাকে আমার রন্ধনের পারিপাট্য দেখিও। বালিকে! লুতাজালে মাতঙ্গ পড়ে না। যাও, যথেচ্ছা যাও—কুহকাস্ত্র প্রয়োগ করবার যদি অভিলাষ থাকে, মাতুলের মত প্রেমিক যোগীর সন্ধান কর; তার ভগবৎপ্রেম জ্ঞান স্বাত্মাবলম্বন করায়ত্ত ক'রে পায়সের সঙ্গে অনল মুখে সমর্পণ কর। এ সূচীমুখ জটারাশী ও কোমলাঙ্গ বেষ্টনের যোগ্য নয়। যোগী ধরা ব্যবসা ত্যাগ ক'রে ভগবান ধরবার উপায় কর। মামা চন্দ্রেম—প্রেমবিহ্বল স্বস্থানচ্যুত যোগীবর? ক্রোধোন্মত্ত হয়ে আমাকে অভিসম্পাত প্রদান করা তোমার ভাল হয় নাই।

(প্রস্থান)

রমা। (স্বগত) কথা যখন কইনি—তখন কথা কব না; মন কি বলে বলব না, ধরা পথ ছাড়ব না। দেখব আমার কোথায় স্থান কোথায় আমার ভগবান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কানন পথ।

রমা

রমা। দেবাদিদেব ব'লে দাও কোথায় যাই কোথায় গেলে দেখা পাই। আমা হতে ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ হ'ল তার স্বর্গ পথের দ্বার রুদ্ধ হ'ল! মহেশ্বর তোমার পূজায় যে বল পেয়েছি সে বলেও কি স্বর্গ দ্বার ভাঙ্গতে পারব না? কেন পারব না—কোন বিশ্বকর্ম্মা কোন বজ্রে তার কবাট গড়েছে, যে তবদত্ত বলে তারে ভাঙ্গা না যায়? দেবাদিদেব! বলে দাও কোথাই যাই—কোথায় গেলে ব্রাহ্মণের দেখা পাই।

(জনার্দ্দন ও ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। দিদিরাণি! আমি তোমার সঙ্গে যাব।

জনা। না দিদিরাণি! আমি তোমার সঙ্গে যাব।

রমা। কাউকেও যেতে হবে না, আমি একা যাব।

ললিতা। একা যাবে কি দিদিরাণি! সে বড় দুর্গম পথ।

জনা। সে বড় বিষম ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।

রমা। তোরা গেলে সে পথ সুগম হবে নাকি? আমি কাউকেও সঙ্গে নেবোনা! আমি একা যাব।

ললিতা। না দিদিরাণি! আমায় সঙ্গে নাও।

জনা। না দিদিরাণি! আমায় নাও।

ললিতা। ও তুইও যা আমিও তা। আমি গেলেই তোর যাওয়া হ'ল। কেমন না দিদিরাণি?

জনা। কথাটা শুনলে দিদিরাণি! ওটা তোমাকে ঠাট্টা করে বলা হ'ল।

ললিতা। কেন—ঠাট্টা কেন? ও যখন মার খায় তখন আমি কাঁদি।

জনা। ঠাট্টার ওপর ঠাট্টা দিদিরাণি! ঠাকুর স্বর্গপথ হারিয়ে কোন দেশে চলে গেছে, আর তুমি স্বর্গ স্বর্গ ক'রে পাগল হ'লে।

ললিতা। দিদিরাণীর পাওয়া হ'লেই ঠাকুরের পাওয়া হ'ল। কেমন না দিদিরাণি! আচ্ছা দিদিরাণি! তুমি ঠাকুরকে ভালবাস?

জনা। ওর মতন সবাইকে দেখেন। ঠাকুরকে দিদিরাণী ভাল বাসতে যাবে কেন? ঠাকুরের ভেতর ভালবাসবার কি আছে—কণ্ঠায় কণ্ঠায় রাগ নাড়ীতে নাড়ীতে খিদে!

রমা। দেখ্ জনা ব্রাহ্মণের নিন্দে করিস্‌নি অধঃপাতে যাবি।

জনা। তাই পাঠিয়ে দাও ত দিদিরাণি! স্বর্গপথটা সে দিকে একবার খুঁজে দেখি।

রমা। দেখ্ যাবার সময় বাধা দিস্‌নি বলচি।

ললিতা। ওমা, দিদিরাণী দাদাঠাকুরকে ভাল বাসে!

রমা। হাঁ বাসে, তাতে হয়েছে কি? নে পথ ছাড়্।

ললিতা। ছি ছি দিদিরাণি এমন কর্ম্ম ক'রতে হয়!

জনা। ছিছি দিদিরাণি এমন কাজও করতে হয়! দিদিরাণি! লাঞ্ছনার শেষ, দেশ হবে বিদেশ বিদেশ হবে দেশ। পদ্মফুলের হুল ফুটবে; কোকিল ডাকে বাজ হানবে; মলয় বাতাসে ঝলসে যাবে চাঁদের কিরণে ছাই হবে। ছি ছি দিদিরাণি, এমন কাজও করতে হয়।

রমা। করেছি বেশ করেছি, এখন আমায় ছেড়েদে। আমি আপনার কাজে যাই।

জনা। এস দিদিরাণি! পৃথিবীটে একবার ঘুরে আসি।

ললিতা। না দিদি তুমি ঘরে থাক।

রমা। আচ্ছা তোরা আমাকে এমন ক'রে জ্বালাতন করচিস্ কেন বল দেখি? আমার হয়েছে কি?

ললিতা। তোমার যা হয়েছে তা ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝতে পারবেনা। ওকি জনার কর্ম্ম! তাই বলচি ঘরের ধন তুমি ঘরে থাক।

জনা। ব্রাহ্মণ ওর জন্য সব নষ্ট করলে, আর উনি তার সর্ব্বস্ব খেয়ে ঘরে বসে থাকবেন।

ললিতা। তুই চুপকর্। যে খায় সেইত ঘরে থাকে

দিদিরাণি! যে খেতে না পায়, সেই এর দোর তার দোর করে বেড়ায়।

জনা। হাঁ—বেড়ায়—তুই দেখেছিস্! কাঙ্গাল যে সে খেতে না পারলে, ছাঁদা বাঁধে। না দিদিরাণি, চল আমরা চ'লে যাই।

ললিতা। না তুমি ঘরে থাক। দেখ দিদিরাণি! আমি একদিন একটী পাকা হরিতকী পেড়ে জনাকে দিতে গিছলেম। কোথায় যাব কুঞ্জবনে না গিয়ে পড়লেম তোমার ঘরে, সেথায় গিয়ে শুনলেম জনা পুকুরে। গেলেম পুকুরে, সেখানে শুনলেম তোমার ঘরে। এই রকম বারকতক ঘর পুকুর ক'রে কুঞ্জবনে ব'সে হরিতকিটী গালে দেব দেব মনে করচি, এমন সময় মাথা তুলে দেখি যে জনা হাত পেতে সুমুখে দাঁড়িয়ে। তাই বলি দিদিরাণি, তুমি ঘরে থাক।

জনা। দেখ দিদিরাণি! একদিন আমার মনের সঙ্গে বড় ঝগড়া হয়। আমি বললেম মন তোরে আজ শিবপূজা করতে হবে। মন বললে করব। শিবের ঘরে ব'সে আছি ফুল হাতে করে, চেয়ে দেখিনা মন গেছে নলতের মন্দিরে। বড়ই রাগ হ'ল বললেম মন! তোরে আজ মেরেই ফেলব। মন আমার রাগ দেখে কাঁপতে লেগে গেল। তখন দয়া কয়ে বললেম মন! যদি কথা শুনিস্‌ত থাক্, নইলে জন্মের মতন তোর বিসর্জ্জন। সেই অবধি মনকে যখন যা বলি তাই শোনে। দেখবে একবার মনের সঙ্গে কথা কব। মন! 'কেন ভাই জনার্দ্দন!'—নলতের কাছে থাকবি?—'তুমি বললেই থাকব।' দিদিরাণীর সঙ্গে যাবি? তুমি বললেই যাব। দেখ্ নলতের কাছে যাস্‌নি—'না।' তার সঙ্গে কথা কসনি। 'না।'

ললিতা। কই শুনি, আর একবার শুনি। মন তোর এত বশ মেনেছে।

জনা! মনকে আমি মুটোর ভেতর পুরেছি।

ললিতা। কই আর একবার বল দেখি, চোক বুজে বল।

জনা। মন!

ললিতা। কেন ভাই জনার্দ্দন!

জনা। তোরে যদি আমি ছেড়ে দি?

ললিতা। তাহ'লে পালিয়ে যাই।

জনা। যদি ধরতে যাই?

ললিতা। ধরানা দিলে ধরে কে। পাহাড়ে উঠলে তুমি আমি উড়ি আকাশে। তুমি গেলে বৃন্দাবনে আমি পালাই প্রভাসে।

জনা। কি তোর এত বড় স্পর্দ্ধা! দেখ্, মন, নলতেকে ফেলে আমি ইন্দ্রলোকে যাব।

ললিতা। আমিও তাহলে ব্রহ্মলোকে যাব।

জনা। আমিও অমনি গোলোকে।

ললিতা। আমিও অমনি ধ্রুবলোকে।

জনা। দেখ পাপীয়সী মন! তাহ'লে আর আমি তোর মুখ চাইবনা, আমি একেবারে তার বিশকাটি ওপর লোকে যাব।

ললিতা। তার বিশকাটি ওপরে যে গাধালোক!

জনা। তাহ'লে আমিও ধ্রুবলোকে থাকবো।

ললিতা। সেখানে যে নলতে আছে!

জনা। তবে আমি কোথাও যাব না, আমি ঘরেই থাকব।

ললিতা। এত ছুটোছুটি করে ঘরেতো আবার ফিরতে হ'ল। চল দিদিরাণি! আমার ঘরে যাই।

রমা। দেখ্ নলতে দেখ্ জনার্দ্দন! তোরা আমাকে পাগল কর্।

জনা। তা হ'লে আমার সঙ্গে এস।

ললিতা। তা হ'লে আমার সঙ্গে এস। ও নিজেই পাগল, ও আবার পাগল করবে কি?

জনা। নাও এস।

ললিতা। নাও এস।

রমা। অমন ক'রে টানাটানি কেন। তোরা দুজনে আমাকে ছিঁড়ে দুভাগ ক'রে নে—আমায় মেরে ফেল্।

ললিতা! দেখ ভাই জনা—আয়ত ঠাকুরের ঝুলি খুঁজে দেখি ভোলা ঠাকুর ছোট ঠাকুরকে ঝুলির কোথায় পূরে রেখেছে।

জনা। সেই ভাল। (রমার হাত ধরিয়া গীত)

নয়ন মেলি চাওনা মহেশ্বর।
তোমার কৃপার কাণয় ভুবন ভরায় আমরা কিহে পর।
সজল চোখে চাই,
আকুল প্রাণে কইতে কথা প্রাণের গাথা গাই।
আকুল প্রাণে সমীর সনে রোদন বিলাই।
আকুলে সকল ভুলে সব ঢেলেছি চরণ পর।
তবুত শুনলে না কাণে
তবুত পড়লনা ফুল লাগলনা প্রানে।
তবেকি এমনি করে ঘুরে ঘুরে দিন যাবে হে দিগম্বর।
ছিছি হে অভয়বরে করে ধরে দেখাও কেন বিষধর।

নেপথ্যে। হর হর হর বোম্! হর হর হর বোম্।

জনা ও ললিতা। ওই গো দিদিরাণি।

(পটক্ষেপ)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অধিত্যকা পথ।

পর্ব্বত।

পর্ব্বত। হর হর হর বোম। হর হর হর বোম। আরে ম'ল আবার সেই অধিত্যকা—ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে আবার সেই অধিত্যকা। অনাহারে অনিদ্রায়, পঞ্চদশ দিন অবিশ্রাম পথ পর্য্যটনের পর আবার সেই অধিত্যকা! কোথা স্বর্গ কোথা স্বর্গ করে পঞ্চদশ দিবসব্যাপী উন্মত্ততার পর আবার কি সেই অধিত্যকায় ফিরে এলেম। সেই সর্ব্বনাশীর গীতময়ী এ ললিতভীষণা অধিত্যকায় হাত হ'তে কি আর আমার নিস্তার নাই? এ অনন্ত বিস্তার গোলোকধাঁধার কোটী কোটী পথের আরম্ভও শেষ কি এই এক অধিত্যকা? দূর হ'ক আর আমি হাঁটব না। হেঁটে আর সংখ্যা করতে পারব না। আর আমি হাঁটবনা; আর মিছামিছি পথ চলে দেহের অবসাদ আনবনা; প্রাণে আশার স্থান বেদনা, পরস্পর বিরোধী কতক গুলো তর্কের প্রতিষ্ঠা করব না। আমি এই অধিত্যকাতেই থাকব। এই অধিত্যকার যে শিলাতলে বসে কুহকিনী প্রকৃতির উন্মাদিনী শোভাকর্ষণে আমার মনকে প্রথম স্বাধীনতা দেয়েছি সেই শিলায় আবার বসব। দে অধিত্যকা আমায় জল দে, দে অধিত্যকা আমায় ফলদে! আয় আয় অধিত্যকা আয়—আয় তোর কোলে মাথা রাখি—আয় তোর তুষারধবল কোমল অঙ্কে অনন্ত শয়নে শুয়ে থাকি! (শয়ন)

(নেপথ্যে গীত)।

সে যে ছড়িয়ে গেছে ফুল।
কি লয়ে আর গাঁথি মালা করি কাণের দুল,
ছিঁড়ে ছড়িয়ে দেছে ফুল।

ওরে বাবারে! আবার গান যে! কি সর্ব্বনেশে স্থানে আমায় পাঠিয়েছ ভগবন্! এখানে পাথরেও গান গায়! ঠাকুর আমায় শূলে দাও, সুদর্শনে খণ্ড খণ্ড কর, যে কোপানলে মদন ভস্ম করেছিলে, তাই দিয়ে আমায় পুড়িয়ে মার। কিম্বা অন্য যত রকম শাস্তি তোমার ভাণ্ডারে আছে, সব আমার মাথায় ঢাল। তাতেও আমি মনস্থির রাখব; না পারি আর আমায় তুমি নিয়োনা, না পারি আর আমার কথা কাণে তুলো না। তুলে লও—মর্ত্ত্য হ'তে গান তুলে লও। এক গানবাণ প্রহারে তুমি ত্রিভুবনে ছুটেছিলে, আর আমার পেছনে সহস্র গান লক্ষ গান কোটী গান কেবল গান! ভগবন্! অনাহারে দেহ জর্জ্জরিত আমি চলচ্ছক্তি হীন; পিপাসায় তালু শুষ্ক আমি বাক্‌শক্তি হীন। বড় অন্তর্যাতনায় আজ তোমাকে ডাকচি। আজ পোনেরো দিন তোমার অর্চ্চনা হ'তে বঞ্চিত! ঈশ্বর রক্ষা কর—ঈশ্বর রক্ষা কর!

(ফল ও জল লইয়া বালক বেশে ললিতার প্রবেশ)

যে সে ছড়িয়ে গেছে ফুল
কি লয়ে আর গাঁথি মালা করি কাণের দুল।
ছিঁড়ে ছড়িয়ে দেছে ফুল।
সে যে কোথায় আছে বলে না কারে।
বেড়ায় ভুবন কিসের কারণ কোন পথ ধ'রে,

তাইত জ্বালা ডুবিয়ে গলা ভাসতে টানে পাইনা কূল।
মিনি সুতোর গাঁথা মণিহার—
হৃদয় রতন মুদে নয়ন দেখে কে বাহার।
সে যে আসবে ব'লে এলোনাগো, তার কথায় কথায় ভুল।

পর্ব্বত। আরে ম'ল! এটা আবার কেরে!—দূর হ'ক ছাই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকি।

ললিতা। (অগ্রসর হইয়া) ঠাকুর, কিছু জল খান।

পর্ব্বত। কে তুই?

ললিতা। ঠাকুর, তুমি কাঁদছিলে।—আর কেঁদোনা, এই জল খাও। ঠাকুর, মুখ তোল, এই দেখ আমি তোমার জন্য সুশীতল জল এনেছি, সুমিষ্ট ফল এনেছি।

পর্ব্বত। কে তুই আগে না বললে আমি মুখও ফিরাবনা, জলও খাব না।

ললিতা। তবে জল আর ফল, তোমার পায়ের কাছে রইল—আমি চল্লেম। (প্রস্থান)

পর্ব্বত। যা দূর হয়ে যা। (চারিদিকে চাহিয়া) সত্য সত্যই গেল নাকি! (উঠিয়া চারিদিক অন্বেষণ করিয়া) সত্য সত্যই গেল নাকি!—বলিও—ও বালক! তোর ফল ফিরিয়ে নেযা! দ্বাদশ বৎসরের কঠোর তপস্যায় যে ফল পেয়েছি, তাতে আবার ফল! ওরে—ওরে—আরে মল এ বাতাসে মিলিয়ে গেল নাকি!—ওটা আর কেউ নয় ওটা অধিত্যকা।—বলি ওরে অধিত্যকা! আর একবার দেখা দে; আর একবার আমার কাছে এসে বল্—ঠাকুর, এই ফল খাও।—তা না হ'লে আমি কিছু খাবনা, ফেলে দেব ফেলে দেব। শুনলিনে শুনলিনে! তবে

রস্ তোর ফলের দফা রক্ষা করি। (ফল ফেলিতে উদ্যত। জনার্দনের প্রবেশ) আরে ম'ল আবার একটা যেরে! এটার আবার চুড়ো ধড়া! এটা আর কিছু নয়, এটা অধিত্যকার শিং।

জনা। বলে তুমি কাঁদচ, তুমি কাঁদচ! সমস্ত দণ্ড কাঁদাবে সমস্ত দিন কাঁদাবে, সম্বৎসর কাঁদাবে, যাবজ্জীবন কাঁদাবে; আবার বলবে হাঁগা তুমি কাঁদচ! দেখা দিয়ে কাঁদাবে, লুকিয়ে কাঁদাবে হেসে কাঁদাবে কেঁদে কাঁদাবে; আবার কথায় কথায় বলবে হাঁগা তুমি কাঁদচ!

পর্ব্বত। একটা সুবিধে দেখচি এটাতে গান নেই। তবে কথা গুলোর ক্ষুরের ধার। ছেলেটা কথা না কইত! বলি ওরে বালক, একটা কথা শোন্।

জনা। কি গা!—কে গা তুমি! কি বলচ?

পর্ব্বত। এগিয়েই আয়না—ওখান থেকেই কি বলচ বললে শুনবি কি।

জনা। না বললে আমি যাব না।

পর্ব্বত। আরে ম'ল! কাছে না এলে বলব কি? আবার পেছিয়ে যায়!

জনা। আমাকে আগে না বললে আমি যাব না।

পর্ব্বত। আরে ম'ল এ ত বিষম জ্বালাগা! মর্ত্ত্যলোকের কি সব বেয়াড়া! আরে গেল. শোন্না।

জনা। আমি শুনব না।

পর্ব্বত। দেখ চুলের ঝুঁটি ধ'রে কাছে এনে শোনাব বলচি।

জনা। কই শোনাও দেখি, এই আমি পালালুম—কেমন ক'রে শোনাবে শোনাও না (প্রস্থান)

পর্ব্বত। ওরে যাস্‌নি যাস্‌নি শোন্, বলচি শোন্। মিনতি ক’রে বলচি হাত জোড় করে বলচি শোন্। ওরে ভাই! দয়া করে বামুনের একটা কথা (জনার্দ্দনের পুনঃ প্রবেশ) একটা কথা শোন্।

জনা। নাও, কি বলবে বল; এই তোমার কাছে এসেছি কি বলবে বল। এই নাও আমার ঝুঁটি ধর, ধ’রে কি বলবে বল। আমি মিনতি সহ্য করতে পারি না ঠাকুর!

পর্ব্বত। এখানে গরমের কেউ নয় তাকি জানি, সেটাকে এমন করে মিনতি করলে বোধ হয় ফিরতো!—না আর তোর ঝুঁটী ধরবনা, আর তোরে কটু কথা বলব না—তোরে কেবল আদর করব।—নে ব’স্ এই খা।

জনা। সেটা সেটা করছিলে—সেটা কে গা।

পর্ব্বত। আর দুঃখের কথা বলিস্‌নি ভাই। সেটাও তোর মতন একটা নির্দ্দয়! আমাকে এসে জল দিয়েছে ফল দিয়েছে। কিন্তু আমিও এমনি পাষণ্ড, কটু কথায় তারে দূর ক’রে দিয়েছি।

জনা। তা এফল আমায় দিচ্চ কেন?

পর্ব্বত। আবার গোল করে—নে কথা ক’সনি চুপটী মেরে বসে এই ফল খা।

জনা। আগে বল—না বল্‌লে খাবনা।

পর্ব্বত। দেখ্ ভাই! আমি বড় কোপন স্বভাব। আমার কথা কাটালে সহসা ক্রোধ বাড়ে। কথা ক’সনি ফল খা।

জনা। না বল্‌লে, আমি খাবনা।

পর্ব্বত। তবে দূর হয়ে যা। (জনার্দ্দন প্রস্থানোদ্যত, পর্ব্বত হাত ধরিয়া) ভাল বলচি; তাহ’লে খাবিত?

জনা। আগে বল। না বল্‌লে কিছু বলতে পারবোনা।

পর্ব্বত। দেখ্‌, এক একবার ইচ্ছে হচ্চে, তোর মুণ্ডপাত করি। কিন্তু কি বলব, আমার দর্পচূর্ণ হয়েছে। তবে শোন্‌ অবাধ্য বর্ব্বর বালক! শোন্‌, আমি পোনেরো দিন নিরাহার।

জনা। তবে এফল আমায় দিচ্চ কেন?

পর্ব্বত। আমি এফল ভগবানকে নিবেদন করতে পারচিনা। দেখ্‌ ভাই আমার কাণদে বিষ ঢুকছে। কাজেই আমার কথা বিষ মিশ্রিত। বিষের ভয়ে ভগবান আমার কাছে আসচেনা।

জনা। কেন তোমার কথাত বড় মিষ্টি, এমন কথায় ভগবান এলোনা! তুমি ও ভগবানকে ত্যাগ কর।

পর্ব্বত। ভগবানকে ত্যাগ করব কিরে নরাধম!

জনা। ত্যাগত করেই রেখছ, তা আমার ওপর রাগলে কি হবে! যদি রাগ না কর ত একটা কথা বলি। বোধ হয় তুমি কার ভগবান সে তোমারে চায় তুমি তারে ত্যাগ করেছ! নিরু-পায় হয়ে সে তোমার ভগবানকে ধরেছে। হাত পা বাঁধা ভগবান আর তোমার কাছে আসতে পারচেনা। এমন ক'রে কদিন রয়েছ!

পর্ব্বত। আমিকি আর আছিরে বোকা ছেলে। আমি থাকলে কি আমার কাছে দাঁড়াতে পারতিস। দেখ্‌ তোকে দেখে আর একবার সেটাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্চে। সেটা আমায় আজ কাঁদিয়েছে; কাঁদিয়ে আবার বলে, হাঁগা তুমি কাঁদচ? (ললিতার প্রবেশ) আয় ভাই আয়, আর তোরে তাড়াবনা, আর তোরে কটুকথা বলবনা।

ললিতা। কি ঠাকুর! আবার তুমি কাঁদচ!

পর্ব্বত। ওই শোন্ শুনলি ?

জনা। তুই কাঁদায়ে গেছিস্ আবার এসে বলচিস্ কাঁদ। দেখ ঠাকুর তুমি ওর সঙ্গে কথা কয়োনা।

ললিতা। ঠাকুর আমি তোমায় কাঁদিয়ে গেছি ?

পর্ব্বত। না না, তুই কেন ?

জনা। তবে কে বলত ঠাকুর, আমি তারে মেরে আসি

ললিতা। বলত কে আমি তারে বেঁধে নিয়ে আসি। আনলে কি বকসিস্ দেবে ?

পর্ব্বত। তাহ'লে তোদের ভগবানের কাছে নিয়ে যাব।

ললিতা। ভগবান! ও বাবা! সে আবারকি!

পর্ব্বত। সে যে কি তা বলবার যো নাই; সে বড় সুন্দর।

ললিতা। হাঁগা! সে এর মত সুন্দর ?

জনা! সে সবার সুন্দর, সবার বড়।

ললিতা। হাঁগা সে এর গলা পর্য্যন্ত হবে ?

পর্ব্বত। দূর বাঁদর ছেলে! এযে এতটুকু।

ললিতা। ও হরি! ঠাকুর কাণা! আয় ভাই! আমরা তবে চ'লে যাই। না ঠাকুর! তোমার ভগবানে আমার কাজ নেই ভাই পালাই আয়, ঠাকুরের কাছে থাকলে ছোট হয়ে যাবি।

(জনা ও ললিতার দ্রুত প্রস্থান)

পর্ব্বত। আরে ম'ল! আবার গেলযেরে! ওরে আয় একটা কথা শোন্। ওরে তোরা যথার্থই বড়, ওরে তোরা ভগবানের চেয়েও বড়, শোন্, এই ফল নিয়ে যা। আমি ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত, ওরে!

(বালক বেশে রমার প্রবেশ)

রমা। আর ওরে, ওরা আর আসছেনা। তোমার সবার

বড় ভগবানকে ওদের চেয়ে ছোট কর্‌লে, ওরা আর তোমাকে বিশ্বাস করবে কেন ?

পর্ব্বত। য়্যাঁ কে তুমি—কে তুমি ? (হস্তধারণ) রমা !

রমা। রমা কে ঠাকুর !

পর্ব্বত। কে তুই—কে তুই ?

রমা। আমি বাদল।

পর্ব্বত। তুই বাদল—তুই আমার মুণ্ডু। দেখ্ তোরে আমি এক কথা বলছি, আমি দাসত্ব করবনা।

রমা। ছি ! দাসত্ব কি মানুষে করে ! দাসত্ব যে না করে তারে আমি বড় ভালবাসি।

পর্ব্বত। আবার সেই কথা। সত্য করে বল্ তুই কে। না না তুই বাদল। তোর চখে জল তুই যথার্থই বাদল।

রমা। আমি ত বাদল, তুমি কাঁদচ কেন ঠাকুর !

পর্ব্বত। আবার কথা ! দেখ্ বাদল আমি পোনেরো দিন অন্নজলহীন। আবার যদি অনাহারে ঘুরি, যদি অনাহারে মরি তা'হলে তোর ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে।

রমা। তবে এস ঠাকুর ! তোমায় পায়েস রেঁধে খাওয়াই।

পর্ব্বত। পায়েস পায়েস ! দেখ্, আমি জল তলতে পারবনা।

রমা। সে তোমার ইচ্ছা।

পর্ব্বত। ইচ্ছা ইচ্ছা ! ইচ্ছায় বুঝি দাসত্ব নাই ?

রমা। সে তুমি বলতে পার। একি এ ফল পেলে, কোথা ?

পর্ব্বত। ফল—ফল ! কই ফল কোথা ফল ? দেখ্ রমা না না তুই বাদল।

রমা। রমাটা কে ঠাকুর!

পর্ব্বত। দেখ বাদল! এই এমন ফল, আমি ভগবানকে নিবেদন করতে পারিনি। দেখ, পোনেরো দিন আমার পূজা হয়নি। এখানকার জলে কীট, ফুলে কীট, ফলে কীট, এখানকার বিল্বপত্রে বড় বড় চক্র।

রমা। সত্যি! কই আমিত কখন দেখিনি ঠাকুর। আমি পূজার জন্য ফুল জল রেখেছি। তবে কি তাতে কীট আছে! দেখ দেখি ঠাকুর এ ফলেও কি কীট আছে!

পর্ব্বত। এখন আমার ঝাপসা ঠেকচে। এখন আমি বুঝতে পারবনা।

রমা। তবে ঝাপসা চোখেই ভগবানের পূজা করনি কেন, তা'হলেত আত্মাকে এত কষ্ট দিতে হতনা!

পর্ব্বত। কি বল্লি কি বল্লি! কে তুই কে তুই! দেখ্—রমা, না না বাদল, তুই আমাকে পূজা করাতে পারিস্?

রমা। রমাটা কে ঠাকুর, একশো বারই রমা রমা করচ, সে তোমার কে? তোমার রমা রমা শুনে, আমার রমা হতে ইচ্ছা হচ্ছে।

পর্ব্বত। তাই হ তাই হ, কিন্তু দেখ্ রমা তুই আমাকে আদেশ করিস্নি, আমি দাসত্ব করতে পারবনা।

রমা। দাসত্ব করা তোমার ইচ্ছা, আদেশ করা আমার ইচ্ছা; তুমি না শুনলেইত পার!

পর্ব্বত। তবে দে রমা, আমায় শাস্তি দে—দে রমা, আমার স্বর্গ পথের দ্বার দেখিয়ে দে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ কুটীর সম্মুখ।

জনার্দ্দন ও ললিতার প্রবেশ।

গীত।

বল দেখি কে এসেছে।
যে আসবনা আসবনা ক'রে, অনেক দূরে পা দিয়েছে।
যে কইবনা কইবনা ক'রে
কইতে কথা দেয়না কারে,
আপন মনে যারে তারে, মনের বাঁধন খুলে দেছে।
যে, দেখা দিলে যায় গো জ্বলে
না দেখলে ভাসে নয়ন জলে,
কাছে গেলে দূর স'রে যায়, সর্‌লে ফেরে পাছে পাছে।
উদাস প্রাণের বেচা কেনা
পথের ধুলো মাথার সোণা,
না জেনে মন আপনা আনাগোনা সার ক'রেছে।

(কলসী মস্তকে পর্ব্বতের প্রবেশ)

পর্ব্বত। আরে মল! আবার তোরা! দেখ তোদের গেরো ঘুনিয়ে এসেছে বলে রাখচি।

জনা। হাঁগা আমায় একটু জল দেবে?

পর্ব্বত। পেটে কি মরুভূমি পূরে এসেছিস্, এগার কলসী জল খেলি ছোঁড়া, আবার জল!

ললিতা। তবু এখনও আমি চাইনি।

পর্ব্বত। তোরা দুটোতে আমাকে মেরে ফেলবার সঙ্কল্প করেছিস নাকি?

ললিতা। কার জন্য জল নিয়ে যাচ্চ বল, না বললে আমরা আবার জল চাইব।

জনা। বলনা, কার হুকুমে কলসী কলসী জল তুলচ।

পর্ব্বত। হুকুম আবার কার! আমার জল তোলা খেয়াল হয়েছে।

জনা। ঠাকুর আমার বড় পিপাসা জল দাও।

পর্ব্বত। জল খেয়ে মরচ কেন? এই জলে পিণ্ডি রাঁধা হ'বে তাই খেয়ো।

ললিতা। ঠাকুর আমার বড় পিপাসা জল দাও।

পর্ব্বত। দেখাদেখি তোমারও জেগে উঠল! (কলসী রাখিয়া) নে আয়, এসে এই মাথায় কলসীটে ভাঙ্। রক্তে জলে ঘিয়ে ফলার হয়ে গা দিয়ে গড়াবে, তোরা ছুটোতে পড়ে শুষে খা। ওরে ভাই, সে উননে আগুন দিয়ে বসে আছে, এই জল নিয়ে গেলে তবে রান্না হবে; তোদের পেট ভ'রে পায়েস খাওয়াব, আমায় ছেড়ে দে।

ললিতা। ঠাকুর পিপাসায় আমার প্রাণ যায়।

পর্ব্বত। আমর! শুধু পিপাসা নিয়ে ধরায় এসেছ, খিদে নেই! মরণ, খিদে করনা। ওরে ভাই আমার ঘাড় পিঠ ধরে গেছে; এবার জল তুলতে হ'লে ম'রে যাব। ওরে এক ক্রোশ তফাৎ থেকে জল আনচি।

জনা। তবে বল সে তোমার কে?

পর্ব্বত। আমি বলবনা, মরে গেলেও বলবনা।

জনা। তবে আমরাও জল চাইতে ছাড়বনা।

ললিতা। বলনা তুমি কারও বাড়ী দাসত্ব করচ।

পর্ব্বত। তবেরে হতভাগা ছেলে! (প্রহারোদ্যত)

ললিতা। ঠাকুর, বড় পিপাসা জল দাও।

জনা। ঠাকুর, বড় পিপাসা জল দাও।

পর্ব্বত। ও রমা! রমা! ওরে আমায় বাঘে ধরেছেরে।

জনা। আয় ভাই! আমরা আর কোথাও যাই। ওগো! এ বনে কে আছ আমাদের জল দাও।

পর্ব্বত। শোন্ শোন্। আচ্ছা খা ফের খা, দেখি কতবারে তোদের পিপাসা মেটে।

ললিতা। না ঠাকুর, তোমার জল আমরা খাবনা। তোমার জলে আমাদের পিপাসা মিটবেনা।

জনা। বলেছিত ঠাকুর, এ আমাদের সত্যের পিপাসা। সত্য কথা বল এক গণ্ডুষ জলে আমাদের পিপাসার শান্তি হবে!

পর্ব্বত। পাষণ্ড! তবে কি আমি মিথ্যাবাদী? জল তোলা আমার ইচ্ছা।

ললিতা। তবে চল্ ভাই! ও কথায় আমাদের পিপাসা মেটেনি, ও কথায় আমাদের পিপাসা মিটবেনা। ওগো কে আছ জল দাও।

(জনার্দ্দন ও ললিতার প্রস্থান)

পর্ব্বত। তবেকি আমি আত্মগোপন করচি! তবেকি সেই বালকটার কথায় জল আনা আমার দাসত্ব! না না জল আনা আমার ইচ্ছা। ভাল, না আনতে আমার ইচ্ছা হয়না কেন? আমার এ ইচ্ছাকে বশে আনলে কে? বালক?—না সে যে রমা! তারে রমা বলতেই আমার ইচ্ছা হয়, রমা ব'লেই আমি তৃপ্তি পাই। রমা! রমা! সেই রাক্ষসীই আমার এই সর্ব্বনাশ

করেছে। সেই রাক্ষসীর উপর অভিমানেই আমার জল তোল বার এই অদম্য বাসনা। রাক্ষসি! আমার কি করলি, নিজে পারলিনি তাই একটা বালকের বুকে বিশ্বাকর্ষিনী কথা ঢেলে আমাকে দাস করলি।

(রমার প্রবেশ)

রমা। কে জল চাইলে! জল জল ক'রে কে কাঁদলে।

পর্ব্বত। দেখ্ পাষণ্ড বালক! আর আমি তোর কাছে থাকবনা।

রমা। কেও তুমি! জল চাইলে তুমি?

পর্ব্বত। দেখ্, আর আমি তোর পায়স খাবনা।

রমা। কেন ঠাকুর, আমি কি অপরাধ করেছি?

পর্ব্বত। আমাকে জল তুলতে বললি কেন?

রমা। আমি পায়স রাঁধব ব'লে; কেন তাতে কি হয়েছে!

পর্ব্বত। পাষণ্ড আমাকে দাস করলি, আবার বলিস কি হয়েছে!

রমা। ক্ষুধা তৃষ্ণার দাসত্ব কে না করে ঠাকুর?

পর্ব্বত। তাতে তোর কথা শুনব কেন পাপিষ্ঠ নরাধম বর্ব্বর বালক! দেখ্ তুই আমাকে বড়ই তৃপ্তি দিয়েছিস—রমা হয়ে আমার স্বর্গস্বর্গ করা প্রাণকে স্বর্গের ছবি দেখিয়েছিস। আমাকে সুন্দর ফুল ফল দিয়ে ভগবানের পূজা করিয়েছিস; আমার প্রাণ রেখেছিস, মান রেখেছিস; আবার যে স্বর্গপথের অন্বেষণ করতে পারব, তার বল দিয়েছিস। তাই তোরে কিছু বললেম না, নইলে তোরে ভস্ম ক'রে ফেলতেম। যা আমার সুমুখ থেকে

চলে যা। আমাকে আদেশ করলি, আমাকে দাসত্ব শেখালি। আর আমি তোরে রমা বলবনা।

রমা। যাও এখনও যদি তোমার জ্ঞান না জন্মাল, তাহলে আর তোমারে ধরবনা। যোগীবর প্রভুত্বের তোমার গর্ব্ব কই? দাসত্ব তুমি না কর কার—ভগবানের উপর বল প্রয়োগ করতে তুমি দাসত্ব না কর কার? বৃক্ষলতা গুল্মের দাসত্ব কর, ভাল ফুল ফল না হ'লে তোমার পূজা হয়না; জলাশয়ের দাসত্ব কর, ভাল জল না হ'লে তোমার আচমন হয়না। এই অকিঞ্চিৎকর দেহের দাসত্ব কর, দেহরক্ষা না হ'লে তোমার প্রাণায়াম হয়না। দাস যে সূর্য্য তারও তুমি দাসত্ব কর, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'লে তোমার কার্য্য পণ্ড হয়। তোমার আবার প্রভুত্বের অহঙ্কার। যাও ঠাকুর যাও' তুমি বুঝলেনা আর তুমি বুঝবেনা। ভাল, আজ তুমি কার দাসত্ব করলে! এই তুমি ক্ষণেক আগে না আমায় বললে ত্রিভুবনে রমা কেবল আমার আপনার। আমি যদি আপনার হলেম, তাহ'লে আপনার ইচ্ছামত কার্য্য কি দাসত্ব?

পর্ব্বত। কে তুই—কে তুমি—রমা, আমার রমা?

রমা। কে জল চাইলে জল জল ক'রে কে কাঁদলে (প্রস্থান)।

পর্ব্বত। এ জগতে পিপাসা নাই কার? রমা তবে অপরে পিপাসায় জল অন্বেষণ করে আর আমি নদী ছেড়ে মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়াই। রমা আর আমায় ফেলে যাসনি।

(জনার্দ্দন ও ললিতাকে ধরিয়া ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ।

ক্ষেম। পোড়ারমুখো ছেলে পোড়ারমুখো মেয়ে, আমায় কাঁদিয়ে বনে এসেছ, পুরুষ সেজেছ, চুড়া ধড়া পরেছ! চল একবার ঘরে চল।

জনা। ওদিদি ব্যথা, হাতে ব্যথা, ছাড় ছাড়।

ললিতা। লাগে লাগে ছাড়।

ক্ষেম। ছাড়ব,আমায় অন্ধ করে চলে এসেছ তোমাদের ছাড়ব, আমার অন্ধের লড়ী, নয়নমণি হতভাগা ছেলে হতভাগা মেয়ে তোদের ছাড়ব! এবার থেকে হাত পা বেঁধে দুটোকে ফেলে রাখব।

ললিতা। উঃ উঃ ও দিদি আমি অমনি যাচ্চি ছাড়।

জনা। ওগো ব্যথা ব্যথা—আমর হাত ছাড়না ডাইনি বুড়ী।

পর্ব্বত। বালক জলপান কর্। বালক! আমি দাস, সত্য বলছি আমি দাস। দাসত্ব করা আমার ব্যবসা। ওরে! দ্বাদশ বারের উদ্যম আমার নিষ্ফল করিসনি?

ক্ষেম। কেরয়া মিনসে, কি লোক তার ঠিক নেই, কে তোর জল খাবে?

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

নদী তীরস্থ কানন।

রমা।

রমা। প্রভু। আর একবার তোমার অবাধ্য হব, আর একবার তোমায় ঘোরাব, আর একবার কাঁদাব। অপরাধ লয়োনা মহেশ্বর! এ আমার সাধ। ব্রাহ্মণ নারায়ণ যোগীশ্বর! তোমার লাঞ্ছনা ভিক্ষা করি। ব্রহ্মরূপী দ্বিজবর তোমায় করায়ত্ত করাই যে আমার কামনা। ভক্তাধীন! আমায় ঈশ্বরী কর

আমার দাসত্ব কর। এসে একবার বল, "রমা! আমি তোর দাস।"

(ললিতার প্রবেশ।)

ললিতা। জনার সঙ্গে আর যদি বেড়াই, তা হ'লে কি আর বলেছি। এমন কঠিন জানলে কি ওর সঙ্গে আসতুম। দোলায় তুলিয়ে গলায় মালা পরিয়ে কপালে টীপ দিয়ে পায়ে নুপুর দিয়ে আলতা দিয়ে, ফাঁকি দিয়ে আমাকে আপনার করে নিলেগো— শেষে কিনা আমাকে দিয়ে ঠাকুরের লাঞ্ছনা করালে! জনার সঙ্গে আর যদি আমি কথা কই তা হ'লে—

রমা। আরে গেল, দিব্যি গালিস কেন, হ'ল কি? জনার ওপর এত রাগ হ'ল কিসে?

ললিতা। দেখ দিদিরাণি হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে আমার হাঁটু পর্য্যন্ত ক্ষয়িয়ে দিলে; বামুনকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে আমাকে কঠিন ক'রে দিলে। আহা ঠাকুরের কান্না দেখে কাঁদতে পেলেম না, চোখে এক ফোঁটা জল এলোনা! এস দিদিরাণি আমরা দুজনে এক জায়গায় বসে কাঁদি।

রমা। আর কাঁদতে হবে না, ঘরে চল।

ললিতা। না দিদিরাণি ঘরে যাবনা; ইচ্ছা করচে এই যমুনার তীরে, এই চাঁদের আলোয় দুদণ্ড ব'সে কাঁদি; আর কান্নার সঙ্গে সকল দুঃখু যমুনার হাত দিয়ে মা গঙ্গার কাছে পাঠিয়ে দিই। শুনেছি মা গঙ্গার নাকি গোলোকপতির পাদপদ্ম থেকে উদ্ভব।

রমা। কি বলচিস পাগলি! কথার শ্রী নেই, ছাঁদ নেই— পাগলের মতন বলচিস কি?

ললিতা। বলছি কি—মা গঙ্গার কাছে যদি চোখের জল

আর দুঃখের কথা পাঠাই, তাহ'লে সে কি গোলোকপতির চরণে গিয়ে ঠেকবেনা। দিদিরাণি এই যমুনার তীরে এই পূর্ণিমার ধব ধবে জ্যোছনায় রাসেশ্বরী নাকি একবার এই রকম করে ঘুরেছিল।

রমা। কি রকম করে?

ললিতা। এই বামুনের মত কেঁদে কেঁদে। ভাল দিদিরাণি, দুঃখের কথা ভাসিয়ে দিলে কি আকাশে গিয়ে ঠেকেনা?

রমা। মা গঙ্গা যদি উজান বয়। নইলে সাগরে ভাসাতে কি করতে কাঁদবি দিদি! কাঁদতে হবে না ঘরে চল।

ললিতা। রাধা কেমন মেয়ে দিদিরাণি কৃষ্ণের জন্য কেঁদে কেঁদে সারা রাতটা ঘুরলে! আর তুমিই বা কেমন মেয়ে দিদি-রাণি ছোট ঠাকুরকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে সারা রাতটা ঘোরালে!

রমা। আমি কি মেয়ে রে পাগলি—আমি কি রাধার মতন চোখে কলসী কলসী জল রাখি, যে কথায় কথায় ঢালব! নে চল আর কাঁদতে হবে না।

ললিতা। দেখ দিদিরাণি! তোমার চোখে কত গুলো চাঁদ ফুটেছে।

রমা। আমি যে চাঁদের গাছ।

ললিতা। না দিদিরাণি, চাঁদ ঝরচে।—দিদিরাণি! দিদিরাণি! তুমি কাঁদচ?

রমা। কারা আসচে—পালাই আয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

(জনার্দ্দন ও ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেম। এদিকে বেনা বন, এদিকে বেত, ওদিকে কাঁটা নটে,

উহু উহু পা জ্বলে গেল। ওরে টানিসনি, হাতে ব্যথা পথে কাঁকর, এ আমায় কোথায় আনলি!

জনা। দেখতে পাচ্ছিস না! উপরে চাঁদ, নীচে যমুনা।

ক্ষেম। তোর টানে কি কিছু বোঝবার যো আছে ছাই! কেবল কাঁটা, তার বুঝব কি!

জনা। বুঝতে না পারলে সকল লীলাতেই কাঁটা ঠেকে তা এত রাসলীলা। এই দেখ এই শাল, এই তাল, এই তমাল বন; ওই মাধবী আর ওই মালতি; সেই শাল তাল তমালে, মাধবী মালতি পারুলে, কাঁটানটে শেওড়ায় ভেরাণ্ডায় জড়াজড়ি ক'রে নিকুঞ্জবন। ওই সেই চিরখোকা চাঁদ, আর এই সেই চিরখুকি কুল কুল ক'রে কাঁদুনি গাওয়া নাকিসুরী যমুনা। এই ধীর সমীরে যমুনা তীরে রমা হচ্চে তোর বনে বাস করা বনমালী। ছোট ঠাকুরটী হচ্চে রাধা। হা রমা যো রমা করে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে। নলতে হয়েছেন বৃন্দে—একবার রাধার কাছে নত নাড়চেন, আর বার কৃষ্ণের কাছে গিয়ে মানের কান্না কাঁদ্‌চেন।

ক্ষেম। এইবারে যেন কতক কতক বুঝতে পারচি, তাহ'লে তুই?

জনা। আমি হচ্চি আয়ান—লাঠি হাতে একবার করে তেড়ে যাচ্চি আর এক হাত জিব বার করা রক্ষেকালীকে দেখে পালিয়ে আসচি।

ক্ষেম। রক্ষেকালীটে হ'ল কে?

জনা। রক্ষেকালী আর হবে কে—এই মামা ঠাকুর! আমাকে ঠকিয়েছে মনে ক'রে মুখ মুচ্‌কে হাসচে, আর যেই পায়ের তলায় ফুল হাতে করা কুটীলাকে দেখছে অমনি জিব বেরিয়ে পড়চে।

ক্ষেম। কুটীলাটা কে রে ?

জনা। কুটীলাটা তোমার সুকুমারি ; একটা বুড়ো বাঁদরের পায়ে সর্ব্বস্ব ঢেলে তন্ময় হয়ে মরচেন।

ক্ষেম। সুকুমারী কুটিলা !—বললি কি ! সুকুমারী কুটিল ! তা হ'লে মিল হ'ল কেমন ক'রেরে বোকা ছেলে !

জনা। আরে ম'ল, মিল হ'লে কি আর লীলা থাকে।—মনে কর দুটো সমান সমান সাপ, এ তার লেজ ধরেছে ও তা' লেজ ধরেছে, এখন দুটোতেই যদি দুটোর মাথা পর্য্যন্ত গিলে ফেলে, তা হ'লে বাকি থাকে কি ?

ক্ষেম। তা হ'লে আর কি থাকবে—কিছুই না।

জনা। এখন বুঝলি মিল যতদিন না হ'ল, ততদিন পূর্ব্বরাগ প্রেম—বৈচিত্র্য বিরহ বিকার দিব্যোম্মাদ,—কত রকমেরই লীলা চলে, আর যেই মিলন অমনি বৃন্দাবন ভোঁ ভাঁ। আর একটা বুড়ীর পর্য্যন্ত চুলের টীকিটি দেখতে পাওয়া যায় না। বুঝলি জটলে বুড়ী ?

ক্ষেম। পোড়ার মুখো আমায় বুঝি পেলি জটিলে !

জনা। হাঁ হাঁ !—তোর রাধা কুটিলে দুইই বেগড়াল, তোর আর বেঁচে দরকার কি ! এই চাঁদ, আর এই যমুনা।—এই চাঁদকে সাক্ষীকরে যমুনায় ঝাঁপ খা। যমুনা সুন্দরী যত্নকরে তোরে দাদার কাছে নিয়ে যাবে।

ক্ষেম। কি বললি কি বললি !—রস্তো তোর তেজটা ঘোচাই।

জনা। বল কি বল কি। (পলায়নোদ্যত)

সুকুমারী ও সখীগণের প্রবেশ।

ক্ষেম। দেখ দেখি মা, জনা আমাকে কাঁদিয়ে যায়।

সুকু। জনা শোন্।

জনা। আবার যাবার সময় পিছু ডাক কেন ?

সুকু। ভাই আমার ঠাকুর কোথা গেল!

জনা। সেই খবর নিতেইত ক্ষেমা দিদিকে পাঠাচ্ছিলেম; তা ক্ষেমাদিদি বলে যমুনার জল কনকনে, কোন গরম পথ দেখিয়ে দে। কি বলিস্ ক্ষেমাদিদি ?

ক্ষেম। হাঁ বাছা, বুড়ো হয়েছি গরম পথ না হ'লে হাঁটতে পারবনা।

জনা। তবেইত হল পোড়াতেও পারবনা, জলে ভাসাতেও পারবনা। তবে আয় দিদি তোরে তমালের ডালে টাঙিয়ে রাখি। বলি ওলো সখীরে! তোরা এই বেলা দিদির গায়ে হরি-নাম কটা লিখেনে, আমি ললিতাকে ডেকে আনি।

ললিতা প্রাণের সখী মন্ত্র দেবে কাণে।
মরা দেহ ঝুলে যেন কৃষ্ণ নাম শুনে ॥

১ম সখী। ওকে ব'লে কি হ'বে! ও শুনে কেবল ঠাট্টা করবে, ও হতে কোন প্রতিকার হবে না। চল কুঞ্জে যাই সেখানে ভোরের মধ্যে না আসেন তার পর সকলে খুঁজব।

২য় সখী। হাঁ দিদিরাণি সেই ভাল। খুঁজে যে বেশী কিছু ফল হবে না সে ত এই সারারাত ঘুরে দেখা গেল।

ক্ষেম। হাঁ বাছা, তাই কর।—যা হবার তাত হয়েই গেছে, এখন কেঁদে আর কি করবি দিদি।

সুকু। হাঁ ভাই জনা তা হ'লে কি উপায় হবে ?

জনা। তবে তোমরা যাও—আমি একবার খুঁজে দেখি।

সুকু। তোর পায়ে পড়ি একবার দেখ ভাই! রমার কাজই কেবল করবি, আমার কি করতে নেই।

জনা। ভাল যাওনা গো!

সুকু। আয় ক্ষেমাদিদি আমরা যাই।

ক্ষেম। দেখিস্ যেন বেত বনে পড়িস্নি!

(জনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

জনা। মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব॥
না পোড়াইও রাধাঅঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখ তমালের ডালে॥
পচে যাবে অঙ্গ কাকে চোখ খুলে খাবে।
কৃষ্ণকে দেখিয়া অঙ্গ লাফিয়ে উঠিবে॥

এখন কোন দিকে যাই। এদিকে রাজা, এদিকে মন্ত্রী, সখী গুলো একএকটা বড়ে, দিদি আমার এক কোণা হাতী, সুমুখে যমুনা; চাল মাত হলেম দেখছি! এ বিপদ সময় কোথায় আমার ভবপারের নৌকা—আমার ললিতা সুন্দরি!

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। জনা মামা ঠাকুরের কেমন রূপ হয়েছে দেখবি আয় ভাই!

জনা। সে আমার দেখা আছে।

ললিতা। আরে না, সে বানর মূর্ত্তি নয়, এ এক চমৎকার মূর্ত্তি! মামাঠাকুর ছোট ঠাকুরের স্বর্গ পথের দোর খুলে দিয়েছে; আব ছোট ঠাকুর মামা ঠাকুরকে কন্দর্প ক'রে দিয়েছে।

জনা। আগের চেয়ে ভাল কি মন্দ বল দেখি?

ললিতা। তা কেমন ক'রে বুঝব, সে বড় দিদিরাণী বলতে পারে। তুই একবার দেখবি আয়না।

জনা। একটা বড় ভুল হয়ে গেছে; মামা ঠাকুরের আগের চেহারাটা কারে দিলে বল দেখি?

ললিতা। কেন — তুই সেটা নিতিস নাকি?

জনা। দিদিরাণি সেই মূর্ত্তি দেখতে না পেয়ে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে! বড় দুঃখ, সকলে সবার জন্যে ঘুরলে, তুই কিন্তু আমার নামটাও একবার মুখে আনলিনি!

ললিতা। আমি কে বল্ দেখি? তুই তুই করচিস্, বল্না আমি কে!

জনা। দেখ্ নলতে!—

ললিতা। দূর কাণা!—আমি যে জনা। নলতেই ঘুরে মরে, জনাকি কখন ঘোরে! আর সে কার জন্য ঘুরবে, সে কি নলতেকে দেখতে পারে!

জনা। তবে চল্‌ত ভাই জনা, নলতেকে সাগরে ভাসিয়ে আসি।

ললিতা। সে যে সাগরেই ভাসচে ভাই।

জনা। তবে আয় জনা তারে ডুবিয়ে আসি—তার আর অকূল পাথারে মুহূর্ত্তের জন্যে বেঁচেই বা সুখ কি? সে সকল সুখ তোরে উচ্ছুগ্‌গু করে দিয়েছে। সকল দিয়ে তুচ্ছ প্রাণ নিয়ে ভেসে থাকবার তার প্রয়োজন কি? দেখ জনা সংসারের সকল পেয়েও তার আরও পাবার লোভ ঘুচলনা। কণ্ঠায় কণ্ঠায় চিনি খেয়েও, তার আস্বাদন সাধ গেলনা। এবারে তার চিনি খাবার সাধ মেটাব। তারে জলে ডুবিয়ে গলিয়ে, সমস্ত সাগরটাকে চিনির পানা করব।

ললিতা। না ভাই তা কবা হবেনা। চিনির লোভে তোর জনা হয়ত নলতে সাগরে ঝাঁপ খাবে সাঁতার জানেনা ডুবে যাবে। সমস্ত সংসার তারে দেখতে না পায়ে ফেলফেল ক'রে চেয়ে থাকবে। এখনিত ঠাকুর দুটো ঘুরে ঘুরে মরবে। তবে চল্ ভাই জনা, আগে ঠাকুরদের ঘোরা ঘোচাই।

জনা। কেও নলতে! কোথায় ছিলি, কখন এলি? আমাকে চিনতে পেরেছিস্?

ললিতা। চল্‌না চাঁদ ঢলে পড়ল যে।

জনা। আয় তবে, মিটে আলোয় ডুমুর গাছে কেমন ফুল ফুটেছে দেখবি আয়।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

কুঞ্জদ্বার।

নারদ ও জনার্দ্দন।

জনা। আর কেন ডাকতে সুরু করনা।

নারদ। র'সনা ভাই!—তাড়াতাড়ি করিস কেন? আর একবার চেহারাটা দেখ্‌না; দেখ্ দেখি ভ্রূদুটো ভ্রমর-কৃষ্ণ কিনা।

জনা। ভ্রমর কি, তার চেয়েও বেশী; ঠিক যেন দুখানা পাথুরে কয়লার সর।

নারদ। দুখানা কিরে! তবেকি ভ্রূ আমার জোড়া নয়? দুখানা কিরে, দুখানা বললি কি! তবেই বানর ছোঁড়া

আমাকে মাটী করেছে দেখছি। রূপে যদি খুঁত রইল তা হ'লে আর হ'ল কি!

জনা। না ঠাকুর! তুমি বড়ই সুন্দর!

নারদ। আরে ভাই তুই সুন্দর বললে কি হ'বে, সুকুমারী দেখে সুন্দর বলে তবেইত!

জনা। রূপ খোঁজেনা কে ঠাকুর! এমন রূপ দেখে যদি সুকুমারী মুগ্ধ না হয়, তাহ'লে তার চক্ষু নেই।

নারদ। সে পক্ষে আমার কিছু সন্দেহ আছে আমার বানর মুখ দেখে সে যখন বলত,"আহা ঠাকুর! তোমার কি সুন্দর নাক, সুন্দর চোখ! ঠাকুর! তোমার দাঁত গুলি কি সুন্দর!" যখন বলত, তখন মরমে মরে যেতেম। মনে মনে কাঁদতেম আর বলতেম সুকুমারি প্রাণেশ্বরি যদি কখন দিন পাই ত তোরে দেখাব আমার এই দেহ ভাণ্ডারে কত রূপ আছে। রূপ ভিখারিণি দুদিন অপেক্ষা কর্ আমি তোরে কন্দর্পলাঞ্ছন মদনমোহন রূপ দেখাব। দেখ্‌ত ভাই, চাঁদ সুন্দর কি আমার মুখ সুন্দর!

জনা। চাঁদের দিকে যখন চাই তখন চাঁদ সুন্দর, তোমার মুখের দিকে যখন চাই তখন তোমার মুখ সুন্দর।

নারদ। তবে আর নিখুঁত হ'ল কই! না পর্ব্বুতে ছোঁড়ার যোগবল লোপ পেয়ে গেছে—ভাল ভাই দেখ্‌ত নাকটা কেমন।

জনা। টিয়া পাখীর ঠোঁটের মতন।

নারদ। চোক দুটো?

জনা। কমলপত্রের মতন।

নারদ। ভ্রমর দুটো তার ভেতরে নড়চে? দেখ্ ভাই একবার ভাল ক'রে দেখ্।

জনা। উঃ! বন্ বন্ ক'রে ঘুরচে।

নারদ। বলিস্ কিরে, এরই মধ্যে ভ্রমর দুটো ঘুরতে শিখেছে! সব হয়েছে এখন একবার চলনটা দেখ্‌ত ভাই—কেমন ঠীক মত্ত করীবরের মত নয়?

জনা। ঠীক মরালের মতন।

নারদ। তবেত আরও ভালই হ'লরে ভাই! তাহ'লে এই বারে আমি ডাকতে পারি—কি বলিস্?

(ললিতার প্রবেশ)

জনা। খু—ব—দেখত ভাই নলতে,ঠাকুরকে কেমন দেখাচ্ছে।

ললিতা। ও বাবা, এত বড় নাক! ও বাবা, চোক দুটো যেন গিলতে আসচে।

নারদ। দূরহ'—আমার 'সুমুখ থেকে দূরহ'। কাণা তুই রূপের ভাল মন্দ বুঝবি কি?

জনা। ও বাবা, তা এতক্ষণ দেখিনি হাঁটু পর্য্যন্ত হাত! ও বাবা, এযে হাউ মাউ খাঁউরে মনিষ্যির গন্ধ পাঁউরে।

ললিতা। ওরে বাবারে।

(ললিতা ও জনার্দ্দনের পলায়ন)

নারদ। যা' বেরো দূরহ'। তিল ফুলের মত নাসা, আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু, আর আজানুলম্বিত বাহু দেখে যদি তোদের ভয় হয়, তা'হলে তোদের মরাই ভাল। দূরহ' শালারা। অয়ি! প্রাণেশ্বরি কুঞ্জবিহারিণি রাধিকে! অয়ি বিহিতবিশদ কিসলয় বলয়ে প্রিয়গত প্রাণা সৃঞ্জয় নন্দিনি, দ্বার খোল।

নেপথ্যে। কেগা, ঠাকুর এলেন কি?

নারদ। আরে দ্বার খোল, খুলে দেখ কেমন নব অনুরাগী যোগী এসেছে কুঞ্জের দ্বারে।

(জনৈকা সখীর প্রবেশ)

সখী। কই কে ডাকছে—ঠাকুর? কেগা তুমি—আপুনি কে—কারে খুঁজচেন?

নারদ। কেও প্রিয়ম্বদে! বলি চিনতে পারচনা নাকি?

সখী। না—আপনি কে? পরিচিতের মত সম্ভাষণ করচেন, কিন্তু কই আরস্ত কখন আপনাকে দেখিনি!

নারদ। একটা আলো আননা তা'হলেই দেখতে পাবে। আর আলোই বা কেন, একবারেই কুঞ্জে চল সেই খানেই ভাল ক'রে—দেখো সুকুমারী কি করচে?

সখী। সে কথায় আপনার প্রয়োজন কি? আপনি কি ভিখারী?

নারদ। ভিখারী বই কি, তবে অন্নের নয়, স্থানের। তোমাদের সহচরীর সেই রাঙা টুকটুকে পা দুখানিতে একবিন্দু—এই এতটুকু জমির ভিখারী। ওকি দ্বার দিলিযে?

সখী। বিটল ব্রাহ্মণ! রহস্য করবার কি আর লোক পেলেনা!

নারদ। ওরে আমি নারদ নারদ। ওরে দোর খোল্। বলি ও ও ও প্রিয়ম্বদা—কি হ'ল, একি রকম হ'ল! বলি ও প্রিয়ম্বদা ও বিরজা, বলি ও অনুরাধা জ্যেষ্ঠা অশ্লেষা মঘা! আরে ম'ল হ'লকি! সুকুমারি! আরে মল, কেউযে আর সাড়া দেয়না। ওরে দোর খোল্, না হ'লে এই দোরে মাথা খুঁড়ে মরব বলচি।

(সুকুমারীর প্রবেশ)

তোমার প্রিয়ম্বদার ব্যভারটা দেখলে! আমাকে দেখে দরজা বন্ধ করে গেল, সাড়া দিলে না।

সুকু। আপনি কে প্রভু!

নারদ। আমিকে, কিবলচ সুকুমারি, আমিকে! এ সুন্দর মদন মোহন পুরুষ পুঙ্গবটা কি তোমার নজরে ঠেকছেনা!

সুকু। আপনি কি আমার ইষ্টদেবের সংবাদ এনেছেন?

নারদ। তোমার ইষ্টদেব মরেছেন।

সুকু। ব্রাহ্মণ মর্য্যাদা নষ্ট করনা।

নারদ। আরে পাগলি চিনতে পারছিসনা, আমিই যে তোর ইষ্টদেব।

সুকু। আমার ইষ্টদেবের এমন বানরের মত মূর্ত্তি নয়।

নারদ। ওরে করলি কি গেলি কেন? ও সুকুমারী ও প্রাণেশ্বরি! এ কিহ'ল—য়্যাঁ পর্ব্বুতে ছোঁড়া আমার একি সর্ব্বনাশ করলে! (ক্রন্দন)

(পর্ব্বতের প্রবেশ)

পর্ব্বত। রমা রমা—আর কেন কাঁদাস রমা? আমার শক্তি ফিরল, কিন্তু কার্য্য কই? দৃষ্টি ফিরল, কিন্তু সেই নয়ন রঞ্জন দৃশ্য কই? স্বর্গপথের দ্বার খুললো, কিন্তু ভগবান কই? রমা রমা! দেখাদে; শক্তিমান হয়ে আমি গতিহীন, ভুবনেশ্বর হয়ে আমি কপর্দ্দক হীন।

নারদ। নরাধম পাষণ্ড গুরুদ্রোহী!

পর্ব্বত। কেও—মামা?

নারদ। তোর স্বর্গ পথের দ্বার খুলে দিয়ে, আমার এই প্রতিফল?

পর্ব্বত। কেন মামা এমন কথা বললে! মামা মামা। ওকি কাঁদ কেন? একি ধরণী ভাসিয়ে দিলে যে! মামা মামা!

নারদ। আমায় বানর কর্, তোর দত্ত রূপে আমার সর্ব্বনাশ হ'ল, সুকুমারী আমায় দেখে, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। আমায় বাঁদর কর্—সেই থেবড়া নাক দে সেই কোটর-প্রবিষ্ট চোখ দে, সেই আকর্ণ-বিশ্রান্ত মুখ দে, সেই কঙ্কালের মতন হাত দে, সেই কদাকার মূর্ত্তি দে। দিলিনি, কই দিলিনি! পাষণ্ড যাস কোথা?

পর্ব্বত। রমা রমা! অজ্ঞান মামার কথায় আমার জ্ঞান ফিরেছে, আমায় আর একবার দেখাদে।

নারদ। বটে এমন ধারা! তাইত এতক্ষণ আমি করেছি কি?

পর্ব্বত। তুমিও যা করেছ, আমিও তাই করেছি। মামা এই বিষ এই অমৃত করে বিষের জ্বালায় জ্বলে মরেছি। স্বর্গ পথের সহস্র দ্বার, তবে আর কেন জটীল বন্ধুর শৈলপথে দেহের পীড়ন ক'রে থড়া বেয়ে উঠব, রমা স্রোতস্বিনীতে ঝাঁপ খাব। সেই ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা মানময়ীর প্রেমতরঙ্গে নাচতে নাচতে স্রোতের টানে গা ভাষান দে চোখ বুজে চলে যাব। রমা রমা!

নারদ। সুকুমারি সুকুমারি!

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

লতাকুঞ্জ।

পর্ব্বত।

পর্ব্বত। কই কোথা গেল, রমা আমার কোথা গেল, ঈশ্বরী আমার কোথা গেল? আয় রমা আমি তোর দাসত্ব করি (পট পরিবর্ত্তন) আহা! এইযে, এইযে সহস্রদল-কমল-বেষ্টিত শূন্য সিংহাসন! এ সিংহাসনাধিষ্ঠাত্রী দেবী কই—রমা কই? না না হয়নি, এখনও হয়নি, এ উচ্চসিংহাসনে আরোহণ করবার পাদপীঠ কই, সিংহাসনমূলে আমার প্রাণ কই? এই নে রমা, এই প্রাণ তোর সিংহাসনের সোপান। প্রেম প্রেম—বিশ্ববিজয়িনী প্রকৃতি! এইনে তোর চরণে আমার সকল অঞ্জলি—এই অহঙ্কারের অঞ্জলি, এই যোগফলের অঞ্জলি, এই আমার অস্তিত্বের অঞ্জলি।

(রমা ও সখীগণের প্রবেশ)

গীত।

সখীরে প্রাণের জ্বালা কে নিল তুলে,
সে বুঝি এসেছে পথ ভুলে।
সজনি আয় আয় আয়
হাতে হাতে ধরি চারি ধারে ঘেরি
লুকোচুরি খেলে শ্যামরায়।
সে বুঝি বুঝেছে রাধা ছলা না জানে।
তার, কাছে রেখে বামে থেকে মন না মানে।
কি করিবে তাই ভেবে কতকি বলে।
কভু হৃদয়ে জড়ায় কভু আঁখিতে আঁখিতে রাখে তায়,
কখন দারুণ মানে যায় সে গলে,
তাই, কাছে এলে যায় জ্বলে চরণে ঠেলে।

রমা। দাসীকে ফেলে এতক্ষণ কোথায় ছিলে প্রভু! তোমায় কষ্ট দিয়েছি, তিরস্কার করতে এত বিলম্ব কেন?

পর্ব্বত। রমা রমা—মামা মামা এই আমার রমা, গুরুদেব এই তোমার রমা—এই তোমার আশীর্ব্বাদী ফুল, আমার শিরঃশোভিনী প্রাণময়ী রমা।

(নারদের প্রবেশ.)

নারদ। আশীর্ব্বাদ করি আমার এই পাগলকে নিয়ে, পরস্পরের ভাব বন্ধনে অনন্ত সুখের অধিকারিণী হও।—এত বিলম্ব কেন সুকুমারি!

(সুকুমারীর প্রবেশ)

সুকু। ঠাকুরকি আমার ইষ্টদেবের কোন সংবাদ এনেছেন?

নারদ! হা হা! সুকুমারি তুমি যে রসিকতা শিখেছ, এ শুনেও সন্তুষ্ট হলেম। সুকুমারি বিধাতার যেদিন কঠোরতা ঘুচে প্রাণে রস প্রবিষ্ট হয়, সেই দিনেই তোদের সৃষ্টি, সেই দিন হতেই সংসার আনন্দময়, সেই দিন হতেই ঈশ্বরে রূপ কল্পনা। সেইশুভ দিন হতেই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী, সাগর নীলাম্বুরাশী, রজনী চন্দ্রমাশালিনী, বজ্রনাদিনী কাদম্বিনী চপলাপ্রসবিনী, কুলনাশিনীপ্রবাহিণী শ্রবণবিমোহিণী কল্লোলিনী, আর আমাদের এই রবিকরসন্তপ্তা ধরণী শ্যামল সৌন্দর্য্যে ভুবন মোহিনী। প্রাণেশ্বরী, তোদের পাদস্পর্শে অশোক মুকুলিত, কৃপাকটাক্ষে প্রাণ প্রস্ফুটিত। অনন্তসৌন্দর্য্যময়ী, তোরা নাএলে সংসার দেখত কে, উন্মত্তবৎ চির অস্থির মানবকে ঘরে ধ'রে রাখতকে? মানব একপদ একপদ ক'রে ভগবানের পাদপদ্ম হ'তে বহু দূরে চ'লে যেত—স্থান পেতনা স্থান পেতনা! প্রেমময়ি এই অঙ্গহীন কারণ-

রূপ রসপাশে আবদ্ধ মানব, যদিও ঘোরে কিন্তু স্থানভ্রষ্ট হয়না, যদিও ভ্রমাত্মক জীবনে পদস্খলিত হয়ে পর্ব্বত শিখর হ'তেও পড়ে যায়, তবুও তোদের অমিয় কোমল হৃদয়ে আশ্রয় পেয়ে চূর্ণদেহ হয়না। বেশী আর কি বলব তোদের জন্য উন্মত্ততাই তত্ত্বজ্ঞান, তোদের চরণপ্রান্তস্পর্শই ভাব সম্মিলন। তবে খেদ থাকে কেন? সুকুমারি তোর পায় আমার ইষ্টদেবত্বের অঞ্জলি।

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভব জলধি রত্নং।
স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং॥
দেহি পদ পল্লব মুদারং

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেমা। কিগো বাছারা, এত ছুটোছুটী লাফা লাফি কাঁদা কাটির পর মিল হল?—যাক্ যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন গোল মাল মিটে গেছেত?

পর্ব্বত। মিটল কই—তোর জনার্দ্দন ললিতা না এলে কি এ বৃষোৎসর্গ ব্যাপার মেটে!

ক্ষেম। বটে, বটে—তারা আসেনি! তাইতো ভাবছি সব দেখছি, তবু কাউকেও দেখছি না কেন! ললিতা জনার্দ্দন!

(জনার্দ্দন ও ললিতার প্রবেশ)

নেপথ্যে। কেগা!

ললিতা। কেও—দিদি? (চক্ষুমুছিয়া) কেন দিদি!

জনা। (চক্ষু মুছিয়া) এমন অসময়ে ঘুম ভাঙ্গালি কেন দিদি!

ক্ষেম। তোদের সম্মুখে কারা দেখতে পাচ্ছিস না!

জনা। কই কারা?

ললিতা কই কে দিদি ?

নারদ। ভাই আমায় আবার বানর কর্ তা হলেই দেখতে পাবি। ললিতা বল্লভ ! আমায় পৃথক করে দে আমি তোরে দেখি তুই আমাকে দেখ্। মাধব মাধব! এত কষ্টেও কি তোরে চিনেছি ?

ললিতা। চিনেছ চিনেছ ! কই ভাই আমিত এত কালেও কিছু চিনতে পারলেমনা। কত চোখে চোখে রাখলেম, কত কথা শুনলেম, কিন্তু কই তবুও ত চিনতে পারলেম না।

গীত।

সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবনহি শুনমু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল।
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥

পটক্ষেপ !

সমাপ্ত

ফুলশয্যা নাটক।

শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত।

এমেরাল্‌ড থিয়েটরে অভিনীত। মূল্য এক টাকা।

পুস্তক সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মত।

কতকগুলি চিত্র অতিসুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে।—পত্রিকা।

বীণা ক্ষুদ্র বিড়ালশিশুর ন্যায় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া প্রেমের মন্দিরে যে আত্মবলি দিয়া প্রস্থান করিল, তাহা একটী অপূর্ব্ব ছবি। তারা দেশহিতৈষিতার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা। আর একটী সুন্দর চরিত্র কমলা—পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী ও মমতাময়ী সখী।—মিরর।

তারা বীণা কমলা চমৎকার সৃষ্টি। ভাষা যেমন মধুর তেমনি গম্ভীর তেমনি কোমল। পাঠ করিতে করিতে প্রকৃতই আত্মবিস্মৃত হইতে হয়।—সুলভ দৈনিক।

ক্ষীরোদ বাবুর নাটকের বিশেষত্ব আছে।—পেট্রিয়ট।

লেখক নিজে ভাবিতে জানেন, পরকেও ভাবাইতে জানেন। কথা চিত্তাকর্ষিণী ও বৈচিত্রময়ী। ভাষা ধ্বনিরসালঙ্কার গুণময়ী ও প্রাঞ্জলা। বিষয় গুণে ফুলশয্যা অতি সুখ পাঠ্য হইয়াছে। দৈনিক।

কমলা কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তারা বীণা ও যেন স্বপ্ন কন্যা, এদুটী প্রকৃতির বিশাল বুকে ও কবির মানস পটেই শোভা পায়। ফুলশয্যা কাব্যামোদীর আদরের বস্তু।—জন্মভূমি।

চরিত্রাঙ্কনে গ্রন্থকার বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। স্থানে স্থানে পত্রাচ্ছাদিত কুসুমের ন্যায় সুন্দর কবিত্ব বিকশিত হইয়া বইখানির অতুল শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।—নব্যভারত।

আমরা ক্ষীরোদবাবুর পুস্তকের পত্রে পত্রে সেক্‌স্‌পিয়রের কবিত্ব দেখিতে পাই। চরিত্র গুলি সেই মহাকবিরই তুলিকার যোগ্য। ভাষা সুরুচিকর বাঙ্গলার আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় না—কুইন।

ক্ষীরোদবাবুর অসাধারণ নাটকীয় শক্তি।—ক্রণিকেল।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।